# Shamsul Arefin Shakti - Post

সেই ২০০৯ সালে ফেসবুকে একাউন্ট খুলেসি। জাহেলিয়াতের একটা সময় গেসে। ২০১৪ সাল থেকে জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত চলতেসে।

নিজের কাছে মনে হয় , একটা কাজ প্রয়োজনীয় কাজ ছিল। বাকিগুলো সব অনর্থক। ফেসবুকে লেখালেখিই অনর্থক। সেই কাজটা হল 'দাম্পত্য পার্ট ২ '। ইনবক্সে প্রায় ৫০০ জনের মত ভাইকে দিয়েছি। বিবাহিত ও সদ্যবিবাহিত। পয়লা পয়লা ফিডব্যাক নিতাম , কমবেশ উপকৃত

হয়েছে অনেকেই। সমস্যা লাঘব হয়েছে, উন্নতি এসেছে, মোটামুটি - ইত্যাদি মন্তব্য এসেছে।
প্রিয় তরুণ আলিম উস্তায আবদুল্লাহ আল মাসুম হাফিজাহুল্লাহ বই করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই অবিবাহিত দুষ্ট গুলোর ভয়ে এগোইনি। সব ব্যাডের হাড্ডি। আমি যেমন সতর্কতার সাথে দিয়েছি, বই হয়ে গেলে সবার হাতে গিয়ে পড়বে, ফিতনা হবে। যারা পেয়েছেন, তারাও অবিবাহিত কাউকে দেবেন না। প্লিজ।
ইনশাআল্লাহ জুন মাসের মধ্যে ফেসবুক ত্যাগ করব, নিয়ত করেছি। আল্লাহ তৌফিক দিন। তখন আমার বড়ভাই ডা. Mehedi Hasan ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা সংগ্রহ কইরেন যাদের লাগবে। উনার এসংক্রান্ত জ্ঞানের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। পাশাপাশি এক্সট্রা পরামর্শও লাগলে নিতে পারবেন।
আর, নোটটা একবার পড়ে ফেলে রাখবেন না। চর্চা করতে হবে, বার বার পড়তে হবে। ৬ মাস চর্চা করেও আশানুরূপ ফল না পাওয়ার পর ওষুধের দ্বারস্থ হবেন আল্লাহর দিকে চেয়ে। আমার রুমমেট, বর্তমান চর্মযৌন বিশেষজ্ঞ ডা . কোরবান রনির এ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার পুরা আস্থা আছে। এমনকি ডাক্তার হবার আগেও তার থেকে এই টপিকে জ্ঞান ঈর্ষণীয় ছিল। এখন স্পেশালিষ্ট হয়ে তো আর বলার অপেক্সা রাখে না। কোরবান, তোর চেম্বারের ঠিকানাটা কমেন্টে দিস তো। অনেক ভাইয়ের দুশ্চিন্তা দূর হবে, আল্লাহ তোকে আখিরাতেও সফল বানিয়ে দেবে, দুনিয়ার চেয়েও বেশি।
আমার জন্য দুআ করবেন। ফেসবুকে না থাকলেও লেখা ইনশাআল্লাহ চলবে, আল্লাহ যদি কাজ নেন। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

Shamsul Arefin Shakti
March 1 at 8:20 PM ·

আমার ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করুন। আমার কথা শোনা যাবে না। আমার লেখা পড়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

আমি একটা সময় খুব উগ্র জীবনযাপন করতাম। ক'দিন আগেই কয়েকজন ভাই আমাকে ‘তাবলীগের সাইনবোর্ডওয়ালা স্বভাবগত উগ্র ও বেয়াদব' হিসেবে ডিটেক্ট করেছেন। তাঁরা সঠিক হলে আল্লাহ আমাকে ঠিক করে দিন।

মেডিকেলের হলে নবীন তবলীগী ছেলেদের উপর আহলে হাদিস ভাইদের কাউন্টার মেহনতে মহাখাপ্পা ছিলাম। আব্বার সাথে জাকির নায়েক-পীস টিভি নিয়ে ঝগড়াঝাটি হতো, এটাও আগের কোনো নোটে এসেছে। বেশ পয়লা সারির বিরোধীই ছিলাম। হঠাৎ একদিন আল্লাহ আমার দিলে ঢাললেন, দেখো। আল্লাহ যাকে যেভাবে চান হিদায়াত দেন। এবং যার ভাল চান, তাকে তার জন্য যেটা সহজ, সেভাবে দীনের উপর ধরে রাখেন, সেভাবে দীন মানার তৌফিক দেন। যাকে তবলীগে ৩ চিল্লা দিয়ে দীনের উপর উঠাতে হবে, তাকে ওভাবে উঠান, ওভাবে টিকিয়ে রাখেন। যে এভাবে এত কষ্ট করে পারবে না তাকে পীস টিভি দিয়েই দীন মানার সুযোগ দেন। যার অবস্থার জন্য যেটা উপযোগী, যতটুকু উপযোগী, সেটুকুর জন্য যে মানহাজ উপযোগী, তাকে দীনের উপর ধরে রাখতে যে পদ্ধতি উপযোগী, আল্লাহ সেটাতেই তাকে নেন। এটা আল্লাহ জানেন, কাকে কীভাবে কোথায় নিতে হবে। এজন্য আহলুস সুন্নাহর মাঝেও এত ধরন। এটা আল্লাহর হিকমাহ। আযীযুল হাকীম। হঠাৎ একদিন এমন মনে হল। মনে হয়ে খুব ভালো লাগল। অন্তর ফ্রেশ লাগলো।

শায়খ ড. আযযামের তাফসীরে সূরা তাওবা আমি সবাইকে পড়তে বলি। পড়ার পর আমার বুক এত্তবড় হয়ে গেছে। উনি সালাফী আকীদার সর্বোচ্চ মেহনতকারী হয়েও ইখওয়ানের-তাবলীগের মেহনতকে কী পরিমাণ মূল্যায়ন করেছেন! সর্বোচ্চ মেহনত তাকে আত্মম্ভরী বানায়নি—

আমি সর্বোচ্চ মেহনত করি, আমার বুঝ সর্বোচ্চ, তোমরা নিরামিষ কাপুরুষোচিত মেহনত করো। আমরা যেমন অন্য সব মেহনতকে সুযোগ পেলেই ধুয়ে সাফ করে দেই। উনি প্রত্যেকের মেহনতকে বাহবা দিয়েছেন। আল্লাহর হিকমাহ, আল্লাহ সবাইকে দিয়ে সব মেহনত করাবেন না, কেউ কেউ অতটা পারবে না। দীন থেকে পড়ে যাবে। ওকে একটা সহজ কিছুতে নিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের অনেক ভাইয়েরই উনি প্রিয়। কিন্তু মেলাতে পারি না।

ওনার একটা কথা আমাকে খুব এলোমেলো করে দেয়। আমি যদি চাই কেবল আমার মেহনতের শাখাটাই সজীব থাক, বাকি সব শুকিয়ে যাক। তবে আমি ইসলামের জন্য কাজ করি না, দলের জন্য কাজ করি। ইসলামের জন্য যদি কাজ করতাম, তবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সব মেহনতের সাফল্যই আমাকে আনন্দ দিত। কোন শাখার সাফল্য আমাকে জ্বালাতো-পুড়াতো না। সেদিন থেকে আমার দুনিয়া আনন্দময় হয়ে উঠলো। আমি আনন্দ পেতে শিখলাম। দুই ইজতেমার কামিয়াবিতেই আমি আনন্দ পাই। এরদোয়ান তুর্কী আর্মিতে উলামা-তোলাবা ঢুকাচ্ছে শুনলে আনন্দ পাই। আফগান ইমারাহ ফিরে আসছে শুনে আনন্দ পাই। কওমী স্বীকৃতি আমাকে আনন্দ দেয়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে, হিন্দু-বৌদ্ধরা এসে সাজিদ নিয়ে যাচ্ছে শুনলে আমি আনন্দ পাই। আহলে হাদিস মসজিদ হচ্ছে শুনলে আনন্দ পাই। আমি একটি সদানন্দ ভুদাই।

ইসলামের মূল মেসেজ বিকৃত না হওয়া চাই। লেখকদের আরও সতর্ক হতে হবে। যা বলতে পারব না, বলব না, কিন্তু বিকৃত করব না। বিকৃত যেন না হয়, খেয়াল রাখব। পশ্চিমা জলে নেমে পশ্চিমা কুমীরের সাথে লড়ব না। ওদের মাঠে খেলে জেতার চেষ্টা করব না। ওদের স্ট্যান্ডার্ডকেই হিট করে খেলতে হবে। তোমার দাঁড়িপাল্লাই তো ব্যালেন্স নেই বাহে! তুমি আমারটা মাপতে এসছো কিল্লাইগা।

সাজিদের প্রভাব জেনারেল দীনপ্রাণ মহলে অনেক। সামনের দিনগুলোতে সাজিদকে দেখতে চাই কোচ হিসেবে। কোচ আমাদের শেখাবে কীভাবে সাহাবীদের মত খেলতে হয়, ওদের মাঠে খেলা হবে না, মাঠ ভেঙে দিয়ে খেলা হবে। স্ট্যান্ডার্ড ভেঙে দিয়ে এরপর খেলা। সাহাবীদের মত সব সমীকরণ উল্টে দিয়ে খেলতে হয়, ৩১৩ জন কীভাবে ১০০০ এর সাথে খেলে। ৩০ হাজার কীভাবে ২ লাখের সাথে খেলে। সাজিদ সামনের দিনগুলোতে উম্মাতকে সেই খেলার কৌশল শেখাবে। কোচ সাজিদের কাছে আমার প্রত্যাশা এটা।

কেন যেন মনে হচ্ছে, সাজিদ আমাকে নিরাশ করবে না। কেন যেন।

Shamsul Arefin Shakti
March 1 at 11:31 PM ·

ভাইবচন ১:

ভাই আজগে বলেচেন, এসব বইটই লিখে কী হবে? কাজ করেন মিঞা, কাজ। কাজ না করে এগুলা করে কী লাভ। সাহাবাগণ কাজ করেছেন।

ভাইবচন ২:

ভাই ভবিষদ্বাণী করেন, ভারত শরণার্থীদের ব্যবহার করে জঙ্গীবাদ সমস্যা তৈরি করবে। জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য এদেশে এন্ট্রি নেবে। (কাসীদা নেয়ামত)। এরপর সালাফী, মাদখালী, জামাত, সাদপন্থী, শূরাপন্থী, পীরপন্থী, কওমীপন্থী, লীগপন্থী, মাজারপন্থী

প্রত্যেক ঘরে কমপক্ষে একজন নিহত, একজন ধর্ষিত হবার পর তোমরা এক হইবা। এরপর কাহিনী হইব।

আমি ভাইয়ের সাথে সহমত।

সহমত ভাই। সেই ভাই, সেই।
Shamsul Arefin Shakti
February 28 at 2:47 PM ·
স্পষ্টবাদিতা আর অহঙ্কার - এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য খুব সামান্য।

একজন তাসাউফের শায়খের মজলিসে নিয়মিত যেতাম আসতাম। তাঁর মুখে শুনেছিলাম। স্পষ্টবাদিতা কখন সীমালংঘন করে অহঙ্কারে নিয়ে যায়, তা বুঝা দুষ্কর। এরপর থেকে আহলুস সুন্নাহর ভিতরে যেকোন ইখতিলাফী ইস্যুতে ফিরে আসার একটা রাস্তা রেখে কথা বলার চেষ্টা করি, যদি কারও সাথে একান্তই বলার প্রয়োজন হয়। কিছুটা অস্পষ্ট করে বলি, কেউ জানতে চাইলে। এটা কি নিফাকের মধ্যে পড়বে? (ঈমানের অবিসংবাদিত বিষয়গুলোতে অবশ্যই স্পষ্ট সাক্ষ্য জরুরি)

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাকে অহংকার করার মত পরিমাণে কিছু দেননি। অতখানি যেন না দেন, যাতে অহংকার চলে আসে স্পষ্টবাদিতার সুরতে। না দৌলত, না বংশ, না সুরত, না ইলম, না আমল, না সম্মান। অতখানি যেন কোনদিন না দেন। সব বিষয়ে এখনকার মত নমঃশূদ্র বানিয়ে যেন রাখেন। আমীন।
Shamsul Arefin Shakti
February 25 at 9:06 AM ·
ফানের মধ্যে সিরিয়াস পোস্ট:

শাড়ি কিন্তুক মেয়েদের অফিসিয়াল ড্রেস। মাঋখানথেকে আমাদের লুঙ্গিটা 'ক্ষ্যাত' তকমা খেয়ে গেসে। কীভাবে সর্বস্তরে আবার লুঙ্গিকে ফেরত আনা যায়, বলেন তো? লুঙ্গি শুধু পাঁড়বাঙাল পোষাক তাই না, লুঙ্গি কিন্তু সুন্নাতও। কাকরাইলের মুরব্বিরা তো প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও সাদা লুঙ্গি পরে যেতেন। দরকার হলে লুঙ্গির নিচে আরেকটা থ্রি কোয়ার্টার পরা হলো।

এজন্যই মালয়েশিয়ানগের আমার খুব ভাল্লাগে। ওদের দেশে লুঙ্গি এখনও অফিশিয়াল ড্রেস। ইংরেজশাসনে ওরা আমাদের মত বিকিয়ে যায়নি। সংস্কৃতি ধরে রেখেছে, ধরে রেখেছে ইসলামী মূল্যবোধ। আমাদের মত পূর্ণ সেক্যুলাড়ায়ন হয়নি। বর্ণমালা রোমানটা নিয়েছে, কিন্তু ইংরেজির জাত মেরে দিয়েছে। Technology কে লেখে Teknologi... University কে universiti...শব্দটা যে ইংরেজি বুঝাই কষ্ট।

আর্য-তুর্ক-আরব-মোগল এরা সবাই এদেশে এসেছে থাকার জন্য। ওরা 'বিদেশী' না। কেবল ফিরিঙ্গিরা এসেছে চোষার জন্য, দাস বানানির জন্য। ওদের সব বিদেশী, আমাদের না। ওরা 'আমরা' না।
Shamsul Arefin Shakti
February 24 at 8:44 AM ·
ইদানীং ইসলামী বইয়ের অহেতুক ইংরেজী নামের হিড়িক বেশ বিরক্তিকর। আমি করেছিলাম 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' শব্দটার মত কোনো বাংলা শব্দ না পেয়ে, ঠ্যালায়। আর যেহেতু

শব্দটার হরহামেশা ব্যবহার আছে, তাই। আজকাল বাংলা কথ্যে অপ্রচলিত বম্বাস্টিং ইংরেজী নামের হুজুগ, তাও ইসলামী সাহিত্যে। কেমন যেন আত্মপরিচয়হীনতার আলামত।
ইসলামী সাহিত্য (অনুবাদ বা মৌলিক) করতে নেমেছি বাংলায়, নামগুলো আরবি-বাংলার মাঝে থাকলে এ বিপ্লবে আরেকটু প্রাণ যোগ হতো কি না, লেখক-প্রকাশকরা ভেবে দেখবেন।

শব্দ, পরিভাষা, ভাষা এগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে সমাজমানসরাজ্য দখলের মোক্ষম সব হাতিয়ার।
Shamsul Arefin Shakti
February 22 at 8:54 AM ·
প্রতি মিনিটে কমে আসছে R/R (rate of respiration)। ফুরিয়ে আসছে দুনিয়ার বরাদ্দ বাতাসটুকু। যেটুকু বাকি, আর দুয়েকটা শ্বাস হয়ত নেয়া চলে। ফুসফুস কেন, পুরো শরীর দিয়ে টেনেও একফোঁটা বাতাস এক্সট্রা মিলছে না। অক্সিজেন চলছে, বাইরে এতো বাতাস, অথচ আমার জন্য কোনো বাতাস নেই।

৫৫ বছর একটানা চলে হৃৎপিণ্ডটা আজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ওরও আজ ছুটি। আর হয়তো দুয়েকটা ঘাই। আমি টের পাচ্ছি ডাক্তার আমার নাড়ী ধরে আছে, কিন্তু নাড়ীর স্পন্দন (pulse)। আতিপাতি করে রক্তচাপ খুঁজছে ডাক্তার (BP), এহাতে ওহাতে। পাবে কীভাবে, হার্ট যে কেবলই ছুটি নিল।

বুকে চাপ দিয়ে হার্ট সচল করার চেষ্টা করে আর লাভ নেই হে! ক্ষান্ত দাও। পুরো শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, চোখের মণি পর্যন্ত যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে (constricted), তোমরা বাইরে থেকে কিচ্ছু বুঝবে না। আমি টের পাচ্ছি। জীবিত ছাগলের চামড়া ছিলে নিলে বোধ হয় এমন লাগে। জয়গুনের মা, ধরো আমাকে, একটু পানি দাও তো, গলা শুকিয়ে কাঠ। ও জয়গুনের মা, জয়গুনের মা। আমাকে এই অবস্থায় রেখে তুই আর যাওয়ার টাইম পেলি না। আমি তো হাসপাতালে ছিলাম, কোথায় হাসপাতাল, রোগীগুলোও সব গেল কই? জয়গুনের মাকেও দেখছি না। ওরা কারা? এই তোমরা কারা?আসসালামু আলাইকুম, হুজুর। জয়গুনের মাকে একটু ডাকবেন, কই যে গেল?

বিস্ফোরিত চোখে (pupil dilated & fixed) সাইফুল মিঞা দেখতে থাকে অন্য জগতের হুজুরগুলোকে। কী জানি কী হচ্ছে তাঁর সাথে এখন। সাতসকালে মৃত ঘোষণা করলাম সাইফুল মিঞাকে। অন্তর হয়ে গেছে পাষাণ। তবে আজ পুরো বিশ মিনিট ধরে দেখলাম সাইফুল মিঞার চলে যাওয়া। কীভাবে আমার সব চেষ্টাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে; সব ওষুধ, সব মায়ার বাঁধনকে ব্যর্থ করে দিয়ে চলে যায় সাইফুল মিঞারা।

ডাক্তারদের পাষাণ হতে হয়, কিংবা তারা হয়ে যায়। আলহাকুমুত তাকাছুর, প্রাচূর্যের প্রতিযোগিতা তাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে। অমোঘ নিয়তি থেকে গাফেল করে দেয়। সারারাতই প্রায় জেগে আছি, ঘুমাতে গেলাম। ইস্তিগফার।

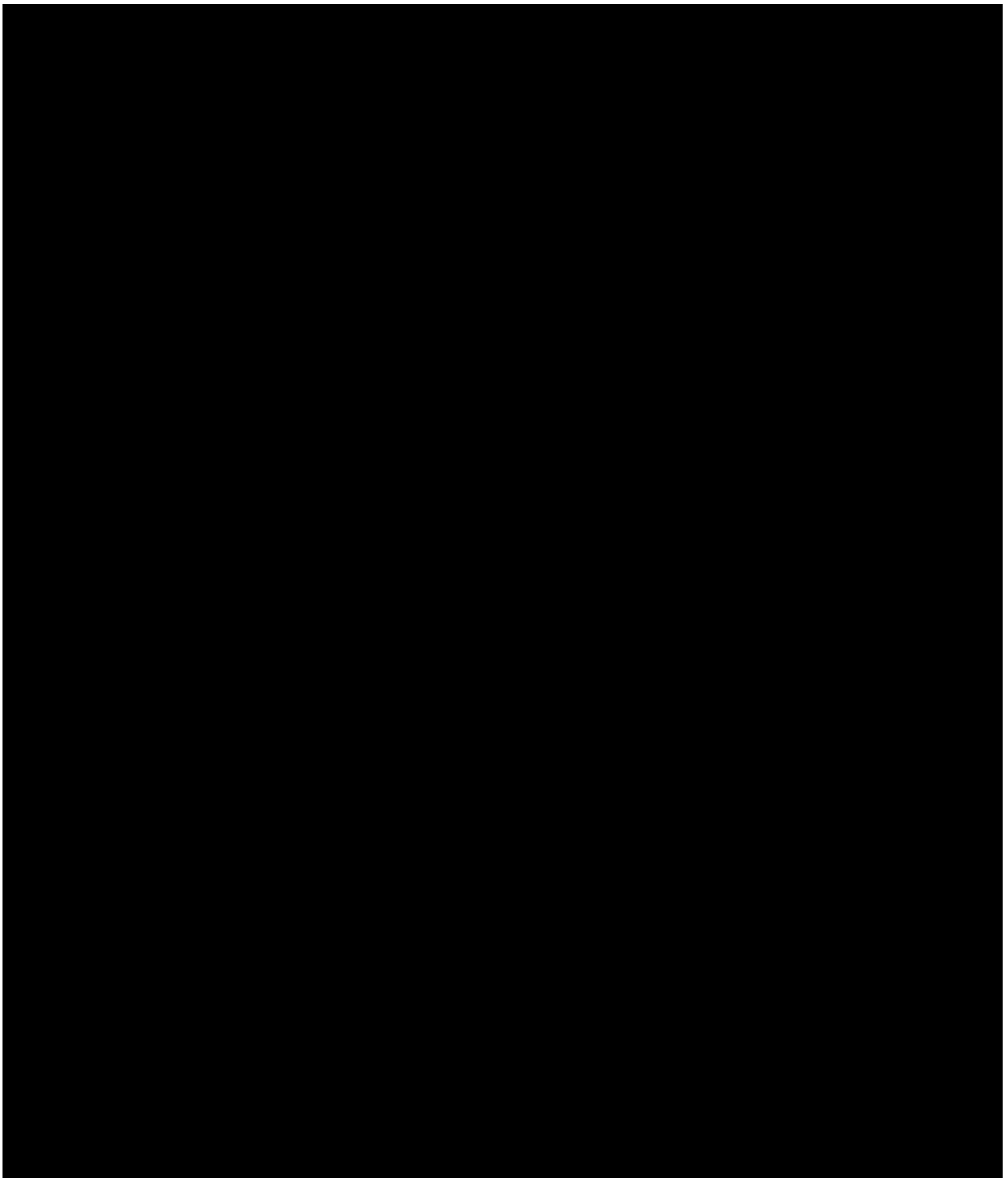

Shamsul Arefin Shakti

February 21 at 11:10 PM ·

[illegible].

[illegible]

লাভ করুন। রাব্ব তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আহতদের পাশে যারা এক বিঘতও এগিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ বদলা দিন। যারা চলে গেলেন তাঁরা তো বেঁচেই গেলেন, কামিয়াব হয়ে গেলেন। আমার কেন শিক্ষা হয় না? আমি কেন সতর্ক হই না?

খ.

বছরের পর বছর ইনিয়ে বিনিয়ে বুজুর্গদের কারামতের গল্প শুনে শুনে আমরা কেমন যেন ইসলাম নিয়ে ফ্যান্টাসিতে পড়ে গেছি। ফ্যান্টাসি মুসলিম। সবকিছুতেই ফ্যান্টাসি। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ, সব পুড়ে গেলেও মসজিদ পোড়েনি। কালিমা পোড়েনি। ফ্যান্টাসি, সবকিছুতে কারামত খোঁজা। মাছের মধ্যে আল্লাহ লেখা, ওয়াও। ইসলাম প্রায়োগিক বিষয়, ভাবালুতার বিষয় নয়। ইসলাম এখন কী করতে বলছে সেটা করেন, সেটা বলেন।

কেন, পুড়ে গেলে ইসলাম মিথ্যা হয়ে গেল? এসব ফ্যান্টাসি দিয়ে গ্লোরিফাই হয় না। বরং আরও হীন হয়ে যাই আমরা। এখন এসব প্রচারের সময় না, সাহায্য-পাশে দাঁড়ানোর সময়। আর কিছু না পারলে ফেসবুক পেয়েছেন, একটা স্ট্যাটাস মেরেই পাশে দাঁড়ান। কিন্তু এসব ফ্যান্টাসি শেয়ার দিয়ে আপনি ইসলামকেও খেলো বানাচ্ছেন।

গ.

কারামত ফ্যান্টাসি নিয়ে আরও লিখতেসি। আরেকটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আছে। আমরা জাতি হিসেবে কিছুটা 'হাফ-লেডিস' হয়ে গেছি। কঠিন কোন বাস্তবতায় আমাদের অন্তর কঠোর হয় না, চোয়াল শক্ত হয় না। কঠিন বাস্তবতার ভিতর আমরা একটা মায়া-মোহ-মমতা-সহানুভূতি-সফট কর্ণার খুঁজে নিই। ফলে অন্তরটা কঠিন না হয়ে নরম হয়ে যায়, মন-চোখ ভিজে ওঠে, শেষ হয়ে যায় ইমোশনটা। এজন্য শোক আর কখনও শক্তি হয়ে ওঠে না, অশ্রু হয়ে বেরিয়ে যায়। অশ্রু আটকান, জমুক। অশ্রু আটকে চোয়াল শক্ত করে তাকান।

অগ্নিকাণ্ডের ভিতরে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন, জমজ ইয়াতীম, মেধাবী আলিম, মায়ের আহাজারি এগুলো বলে বলে অন্তর নরম হয়ে যায়। ওনারা ওনাদের তকদীরে পৌঁছে গেছেন। 'আহারে' 'ওহোরে' ওনাদের জন্য কেন? আফসোস হোক নিজের জন্য। কঠোর হোন। তৈরি করুন নিজেকে সিলিন্ডার হিসেবে। আর অপেক্ষা করুন শতশত সিলিন্ডার বার্স্ট হবার, একদিন।

বিস্তারিত হয়ত পরে লিখব কোনদিন।

'জ্বালানি বাচ্চা' সমাচার
SHUSAMA REZA RAKHI·FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019

বাচ্চাদের একটা স্পেশাল কান্না আছে। আমরা কেউ কেউ সেই কান্নাকে

বলি 'ঘ্যাঁন ঘ্যাঁন' কান্না, কেউ বা বলি 'প্যাঁন প্যাঁন' কান্না!

নাম যাই হোক, এই কান্না আমাদের ১০০ জনে ১০০ জন বাবা মায়েদেরই যাকে

বলে একেবারে চক্ষুশূল!

সহজ উদাহরণ দিয়ে শুরু করেছি। এবার প্যাড়াময় আরো কয়েকটা উদাহরণ দেই।

১) অন্যের গায়ে থুথু দেয়া
২) খামচি দেয়া
৩) কামড় দেয়া
৪) কথায় কথায় চিল্লানো
৫) পছন্দের কিছু না পেলে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়া
৬) খাবার টেবিলে সব কিছু ছুঁড়তে থাকা

...... আরো অসংখ্য।

আমাদের যেসব বাচ্চারা এইসব অকারণ জ্বালাতন উদ্রেক করতে রীতিমত সিদ্ধহস্ত তারাই আজকের টাইটেল অনুযায়ী 'জ্বালানি বাচ্চা'। অভিধান ঘেঁটে লাভ নেই। উপমায় ভুল আছে। এদেরকে চেনাতে নাম দিতেই হোত। তাই বাবা মায়েদের সুর ধরেই নামখানা ঠিক করেছি।

আমরা 'জ্বালানি বাচ্চা'দের সেই স্পেশাল কান্নাটা থামাতে বা উপরের অপ্রত্যাশিত আচরণগুলো সামলাতে আমরা করি না হেন কোন কিছু বাদ নাই! অনুরোধ করা,বুঝিয়ে বলা, বকা দেয়া থেকে শুরু করে মার লাগানো সব কিছু।

একটু মিলিয়ে দেখুন, দিনশেষে মনে হচ্ছে না যে, এতো কিছু করেও ওদেরকে ঠিক শেখানো যাচ্ছেনা?একেবারে যা তাই ই থাকছে!

যারা এরই মধ্যে এই সমস্যায় পড়েছেন এবং ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভিন্নভাবে চেষ্টা করতে চান আজকের লেখাটা তাদের জন্যে।

আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চা ১০০% Attention Seeker। ওদের Attention পাবার এই আকাঙ্ক্ষাটা ঠিক কতটা যে তীব্র তা ভাষায় বোঝানোর মত না!

বাচ্চাদেরকে আমরা যেই Attention দেই সেটা দু'রকম হতে পারে-

১) Positive Attention
২) Negative Attention

Positive Attention কে ঠিকঠাক এই নামেই হয়তো আমরা অনেকে চিনিনা। কিন্তু নিশ্চিত জানুন, ন্যাচারালিই আমরা এটাতে অভ্যস্ত। যেমন ধরুন, বাচ্চা ভাল কিছু একটা করল আমরা ছুটে ওর কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, চুমু খেলাম। অথবা ধরুন হাই ফাইভ দিলাম, বা মুখে প্রশংসা করলাম। এর সবই হল Positive Attention।

একইভাবে, Negative Attention কেও আমরা এই নির্দিষ্ট নামটা দিয়েই হয়তো চিনিনা। কিন্তু নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন যে, সেটাও ন্যাচারালি দেখাতে শুরু করা মাত্রই আমরা Faulty প্যারেন্টিং এর ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি!

বাচ্চার যেকোন অপ্রত্যাশিত একটা আচরণ দেখলেই আমরা সবার আগে কি করি? যে যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন, একেকজন একেকভাবে এটাতে

রিয়্যাক্ট করতে শুরু করি।ঠিক সেই সময়টাতে আমরা কত কিছু যে বলি!

- এই! এই! আবার শুরু হইছে!
- থামাও বলছি!
- খবরদার! আর একদম এরকম করবা না
- আর একবার করে দেখ, একদম বাথরুমে আটকায় রাখব
- ডাকব তোমার আব্বুকে/ আম্মুকে?
- বেয়াদব কোথাকার! একটা কথা শোনেনা
- আর বইলেন না! কি যে করে বাসায়! মানুষের ও বাচ্চা আর আমার ও বাচ্চা!
- এই ছেলের জ্বালায় আমি একদিন পাগলই হয়ে যাব।

কি লাভ হয় তাতে? মিলিয়ে দেখেন, আপনার কিন্তু কোন লাভ হয় না! ওদিকে বাচ্চার লাভ ষোলআনা!
বাচ্চাকে Negative Attention আমরা কিভাবে দেই এগুলো ছিল তারই উদাহরণ।

বাচ্চাদের Development নিয়ে যারা সামান্য ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তারা একমত হবেন যে, একটা ছোট্ট বাচ্চার ব্রেইনের জন্যে Positive Attention যেমন rewarding, Negative Attention ও ঠিক সমান মাত্রায় rewarding! কারন positive বা negative যেভাবেই হোক না কেন বাচ্চার দরকার 'শুধু' Attention। এবং সেটা একভাবে না একভাবে আদায় হচ্ছে এটাই ওর জন্যে মুখ্য।

বাচ্চারা এসব অপ্রত্যাশিত আচরণ যখন করে আসলে ওরা এগুলো কেন করে? অনেকেই বলেন- " আরে ধূর! যত্তসব! এম্নি এম্নি এরকম করে! খামাখা "

ঘটনা মিথ্যা। ওরা 'খামাখা' কিছুই করে না। কারণ তো একটা থাকেই থাকে।

১) বেশি ছোট বয়সে আপনার বাচ্চার সেই পর্যাপ্ত শব্দভান্ডার নেই যা দিয়ে ও communicate করবে। আপনাকে খামচানো, কামড়ানো হতে পারে জাস্ট সেই communication শুরু করার একটা উপায়।

২) অনেক সময় বাচ্চার চাহিদা সেটা আবেগিক বা শারীরিক যাই হোক না কেন, যতক্ষণ সেটা পূরণ না হচ্ছে বাচ্চা অপ্রত্যাশিত আচরণ করতেই থাকে। বলে বোঝাতে পারেনা। নিজে নিজেই এর সাথে খাপ খাওতে গিয়ে দেখা যায় আমাদের অপছন্দের যতসব আচরণ করা শুরু করে।

৩) একটু খেয়াল করলে বেশিরভাগ সময়ই আবিষ্কার করবেন যে, অপ্রত্যাশিত আচরণটি করার ঠিক আগ অবধি বেশ লম্বা টাইম বাচ্চা হয়তো কারো সান্নিধ্য পাচ্ছিল না, Attention পাচ্ছিল না। এরপরে বাচ্চা বিপত্তিটা বাঁধাচ্ছে এবং বিনিময়ে সবার focused attention ওর দিকে নিতে পেরেছে।

৪) পাব্লিক প্লেসে বাচ্চারা 'ঝামেলা' সবচেয়ে বেশি করে। কারন খুব সিম্পল, ওরা ঠিকমত জানেনা যে, কোন পরিবেশে ঠিক কি আচরণ ওদের করা উচিত। কারন ওর সেই Learning experience টা হয়নি। তার উপর সেখানে আমরা যে যার মত ব্যস্ত। ওদের দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। বাচ্চাদের জন্যে unpredictable environment বরাবরই প্রেশারের। সেটা আমাদের

বড়দের অনেক ক্ষেত্রেই চোখ এড়িয়ে যায়। আমরা আলাদা করে ভাবিনা যে, সেক্ষেত্রে ওদেরকে কিভাবে ট্রেইন করা উচিত।

৫) যখন আমরা negative attention দেই এটা একটা positive attention এর তুলনায় দেখবেন তা হয়ে যায়, ১০০ গুণ, হাজার গুণ 'তীব্র'! মানে এতোক্ষণ যে বাচ্চা কোন পাত্তাই পাচ্ছিল না, উল্টা পাল্টা কিছু করার পরে তো যাকে বলে সব লাইম লাইট ওর উপর! কে এই সুযোগ বার বার না নিয়ে থাকতে পারে? আপনি হাঁপিয়ে গেছেন এদিকে বাচ্চার ব্রেইন তো negatively rewarded..

৬) কিছু রিসার্চে এসছে, বিশেষ করে যেসব পরিবারে বাবা-মায়ের মাঝে অনবরত ঝগড়াঝাঁটি হয়, সেসব পরিবারে অনেকক্ষেত্রে বাচ্চারা খুব অসহায় বোধ করে কারন ওদের মনে হয় যে, ওদের তো কিছুই করার নেই।
ওরা এমন অবস্থায় যখন দেখে ওরা অপ্রত্যাশিত কিছু করলেই কেবল বাবা- মা তাদের নিজেদের মধ্যেকার ঝগড়া থামায় বা একটু ওদের দিকে ফিরে তাকায় - ওরা ডিফেন্স মেকানিজম হিসেবেই অনেক সময় অপ্রত্যাশিত আচরণগুলো করতে শুরু করে।

আমরা সচরাচর বাচ্চাদের যেকোন অপ্রত্যাশিত আচরণ ঠিক করতে ৩ টা কাজের কোন না কোন টা বা সবগুলো করিঃ

আমরা বুঝাই,
আমরা বকি
অথবা আমরা মারি।

বকা বা মারা নিয়ে কিছু বলার নেই। যারা বোঝান তাদেরকে কনগ্রাচুলেশনস। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা perspective যোগ করতে চাই যেটা মাথায় রাখা দরকার।

অপ্রত্যাশিত আচরণ সামলাতে যারা বাচ্চাদেরকে বোঝান, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা Moral ground থেকে বাচ্চাটাকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার মধ্যে কমনলি যেটা থাকে সেটা হল - "এটা করা তো খারাপ,এরকম করা ঠিক না? এতো বলি তাও তুমি শুনোনা কেন?"

এই ম্যাসেজটা ঠিক যে, 'বাচ্চা যে কাজটা করছে সেই কাজ টা খারাপ' । কিন্তু ম্যাসেজের পেছনে ওদের কাছে morality-র ground এ আমাদের এই যে 'প্রত্যাশা' টা যে ওরাও এটা বুঝতে পারছে যে ওরা যেটা করছে সেটা ভুল- তাতেই যত বিপত্তি।

তাই এই প্রসংগে বাচ্চার ঠিক-ভুলের তফাত বোঝা বা Morality নিয়ে একটা ব্যাপার না বললেই না।

সহজ উদাহরণ দেই।
আমরা বাচ্চাদের সব সময় বলি- 'মিথ্যে কথা বলবে না'। এবং ওরা অনেক ছোট বেলা থেকেই দেখবেন এটা মানতে শুরু করে। ওরা 'মানে' আর ওরা 'বোঝে'- এই দুইটা কে আমরা অনেক সময় মিলিয়ে ফেলি!

গড়ে পড়তায় ১১ বছরের পরে বাচ্চারা আসলে নিজে থেকে ব্যাপারটা বোঝে যে, "এটাতো মিথ্যা। আমার তো এটা বলা উচিত হবে না!" ৭ বছর বয়সের পর

থেকে বলা যায় একটু একটু করে morality এর ব্যাপারে ওদের ধারণাগুলো ডালপালা ছড়াতে থাকে। এর চেয়ে ছোট বাচ্চা মিথ্যা কে মিথ্যা বলে 'চেনে'(বোঝে না) কারন আপনার মুখে ও বার বার শোনে/মিথ্যা বলার ফলস্বরূপ ওর সাথে কোন না কোন একটা consequence ও হতে দেখে যেটা আনন্দের না। তাই ও সেই পথ এড়িয়ে যায়। আমরা ভাবি, ওরা নিজেরা 'বুঝে' বলে বোধহয় মিথ্যা বলছে না।

লম্বা কথাটা এজন্যে টানলাম কারন অভিভাবকরা যখন অনুযোগ করেন যে, "ও তো জানে থুথু দেয়া ঠিক না, কামড়ানো ঠিক না, ভাই-বোন কে মারা ঠিক না, আমি তো কম বলিনা এসব, ও তো মানেইনা।" - তখন তাদের বুঝতে হবে যে, একটা ছোট্ট বাচ্চার কাছ থেকে morality এর ground থেকে আমরা যেই maturity প্রত্যাশা করি সেটা আসলে একটা অলীক কল্পনা ছাড়া কিচ্ছু না! কারন বাচ্চারর ব্রেইন সেই প্রসেসিং এর মধ্যে হয়তো এখনো যায়ই নি যে আমাদের দেয়া এই perspective বুঝে বাচ্চা নিজে নিজেকে ঠিক করে 'যাদু বাচ্চা' হয়ে যাবে!

তাই আপনি শিখিয়েও ব্যর্থ সেটা ভাবার কোন কারন নেই। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে অন্য আংগিকে ভাবতে হবে। ওদেরকে ট্রেইন করতে হবে নিজেদেরকে ট্রেইন করার মাধ্যমে। আমাদের শিখতে হবে নেগেটিভ এটেনশন দেয়া কিভাবে থামাতে হয়, সেটা করতে পারলে দেখবেন ওদের আচরণ বদলে যাচ্ছে।

খুব ছোট্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওদের পেটের অস্বস্তি, শারীরিক কোন কষ্ট, বা অনেক ক্ষণ আদর না পাওয়া এসব ছোট্ট ছোট্ট চাহিদা খেয়াল করলেই কাজ চলে যায়। তাই এই গ্রুপের বাচ্চাদের এই চাহিদার দিকে খেয়ালকরুন। ওদের নিয়ে খুব স্ট্র্যাটিজিক কিছু বলার নেই।

Negative Attention বন্ধের বেশ কিছু সায়েন্টিফিক সমাধান আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ কিন্তু ভীষণ powerful একটা Parenting Skill নিয়ে বলব এখন।

এই স্পেসিফিক Parenting Skill এর নাম Ignore। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'উপেক্ষা করা'। Ignore একটা Parenting Terminology। জেনে রাখুন, এটি negligence নয়। এটি behavioural modification এর একটি tool।

নাম শুনে সহজ লাগলেও এই skill টা আয়ত্বে আনা একটা Active process। এবং এটা পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্য কে জানতে হবে যারা সেই বাচ্চাটাকে ডিল করছেন।

Ignore এ কি করছি আমরা?
আমরা স্রেফ বাচ্চাদের অপ্রত্যাশিত আচরণে আমাদের নিজেদের 'রিয়্যাকশন' দেখানো বন্ধ করছি। আমাদের 'হায় হায়' - Mode টা অফ করছি।

কিভাবে?
# অপ্রত্যাশিত আচরণ করার সময়টাতে মোট কথা তিনটা মাত্র কাজ বন্ধ করবেন-
- বাচ্চার সাথে কথা বলা
- বাচ্চার দিকে তাকানো
- বাচ্চাকে ধরা বা ছোঁয়া।

১) প্রথমেই লিস্ট করুন, আগে ঠিক করুন কোন কোন অপ্রত্যাশিত আচরণ আপনি ইগ্নোর করবেন।

২) সেটা ফিক্স করার পরে নিজেকে প্রস্তুত করুন এভাবে যে, আগে ঠিক একই আচরণটা বাচ্চা করলে সাথে সাথে আপনি যা যা করতেন বা যা যা বলতেন সেগুলো এখন থেকে আর বলবেন না বা করবেন না।

৩) বাচ্চা যখন সেই অপ্রত্যাশিত আচরণ করে, একদম চুপ হয়ে যান। আপনি এমন অংগ ভংগি করুন বা আপনার মনোযোগ অন্যদিকে আছে এমন অভিনয় করুন যেন, আপনি দেখেন ই নি বা শুনছেন ই না যে ও কি করছে। প্রয়োজনে অন্য দিকে পিঠ ঘুরিয়ে বসুন।

# ইগ্নোর হতে হবে 'প্রত্যেক'টি অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্যে, 'প্রতিবারের' অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্যে এবং Very Very consistent! নতুবা বাচ্চার Reward Cycle of Brain আপনি এক্টিভেট করতে পারবেন না। ও আগের নেগেটিভ এটেনশন এর cycle এই পড়ে থাকবে।

# অপ্রত্যাশিত আচরণের লিস্ট পরিবারের সবাই জানবেন। যেমন ঠিক হল, বাচ্চার ঘ্যাঁন ঘ্যাঁন কান্না হল অপ্রত্যাশিত আচরণ। আপনি ইগ্নোর করলেন এদিকে পরিবারের অন্য কেউ হাতে আইস্ক্রিম ধরিয়ে সেটা থামাল। যিনি এই কাজটা করলেন তিনি খুব আত্মিক শান্তি পেতে পারেন এই ভেবে যে, বেশ বাচ্চার কান্না থামাতে পারলাম! কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফল বিচারে খাল কেটে কুমিড় এনেছেন। তিনি আসলে বাচ্চার আরো অসংখ্য বার এই অপ্রত্যাশিত আচরণটি ঘটানোর সম্ভাবনা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই কান্নাকেই বাচ্চা নেগেটিভলি ব্যবহার করার learning experience

টা পেয়ে গেছে। বাকিটা তো ব্রেইনেরই খেলা!

এক্ষেত্রে বলব, আলোচনায় হয় সমাধান। প্যারেন্টিংকে ন্যাচারাল ধরে নিয়ে, যা হয় হোক নীতিতে জীবন কঠিন না করে পরিবারের সবাই মিলে আলোচনায় বসুন। শক্ত আলোচনা। পরিবারের সবাই এক টিম হয়ে রোল প্লে করুন। কেবল তাতেই বাচ্চার উপকার।

কখন কখন ইগ্নোর করবেন না?
# যখন দেখবেন বাচ্চা এমন কিছু করছে যেটা অপ্রত্যাশিত কিন্তু সেই সাথে বিপজ্জনক। ওকে আগে সেখান থেকে সরাবেন। সেসময় বাচ্চার অপ্রত্যাশিত আচরণ আরো তীব্র হবার সুযোগ থাকলে, বাচ্চার মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর সুনির্দিষ্ট কতগুলো স্টেপ আছে সেগুলো ফলো করা যেতে পারে।

# যখন বাচ্চা কামড়াবে, খামচি দিবে, চুল টানবে তখন বসে বসে মার খাবেনা না। মুখে আহ!উহ কোন শব্দই করবেন না বা কোন বাক্য বলবেন না, আশেপাশে থেকে অন্যরা হৈহৈ করে উঠা চলবে না - ইগ্নোর এর এসব ধাপ ঠিক থাকবে, পাশাপাশি নিজেকে বা আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত ছাড়িয়ে নেবেন এবং বাচ্চাকে কোলে করে ঐ স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাবেন।

এসব বাচ্চাদের অন্য খেলনার সাথে বিশেষ করে প্লে ডো, স্লাইম বা স্যান্ড ক্লে রাখুন। এসব হাতের কাছে না থাকলে সিম্পল ময়দা বা আটার খামি। বাচ্চার এগুলো মুখে দেয়ার অভ্যাস থাকলে খেলার সময় পাশে থাকুন। দিনে ৪-৫ বার এগুলো দিয়ে যেন বাচ্চা খেলে।

# আমাদের উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে বাচ্চাকে Alternative positive behaviour গুলো শেখানো। সে সংক্রান্ত কাজগুলো পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে।

এর বাইরে আপনার নিত্যদিনের কাজে অল্প কিছু জিনিস যোগ করুন:

১) Attention Cloud তৈরি করুন।
সেই মেঘের রাজ্য দেখতে কেমন? তেমন কিছু না রাজা-রাণী হয়তো খুব খুব ব্যস্ত কিন্তু একটু পর পর রাজকন্যা বা রাজপুত্রের সাথে তারা 'শুধু শুধু' ইন্টার্যাক্ট করে!
আপনি অকারন ঘন্টায় দু'বার রান্নাঘর থেকে বাচ্চাকে ডাকলেন, জড়িয়ে ধরে ৩০ সেকেন্ড আদর করলেন, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ওর পুতুলের ড্রেসটার কালার নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখালেন, দিনে ১ টা মজার কিছু কাগজে মুড়ে দিলেন, টিফিন বক্সে একটা লাভ স্টিকার লাগাবেন।
নিজের লিস্ট বানান এসব ছোট ছোট ইন্টার্যাকশন ওর Attention seeking behaviour ধীরে ধীরে কমাবে। দিনে বাচ্চার সাথে কয়েক ঘন্টার তুলকালাম থেকে নিজেকে বাঁচতে যত পারেন এসব ৩০ সেকেন্ড থেকে ৫ মিনিটের যোগকরুন৷ যেই দিন থেকে এটা স্টার্ট করবেন, Positive Attention যে
কত powerful সেটা নিজেই আবিষ্কার করতে পারবেন।

২) যখনই ওরা ভাল কিছু করে সাথে সাথে প্রশংসা করুন। এবং সেই প্রশংসাটা হবে descriptive। 'বাবা! আমি দেখলাম তুমি নিজে নিজে
খেলনা গুছিয়ে রেখেছ, মা তো ভীষণ খুশি হয়েছি!আমার কত্ত হেল্প হয়েছে তুমি জান?"

৩) অন্যের সামনে বাচ্চার দোষ ত্রুটি ভরা গল্পের ঝুলিখানা মেলে বসবেন না। বাচ্চা কথা বলেনা এখন ও তার মানে ও তো বুঝবে না এসব কথা - এই বোকামি ও করবেন না। আমরা মুখের ভাষা দিয়ে যতটা না বুঝি বডি ল্যাংগুয়েজ আর পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে তারচেয়ে বহুগুণে বেশি বুঝি। বাচ্চারাই সম্মান এর জন্যে সবচেয়ে বেশি বুভূক্ষু থাকে।Infact thats all they want!

৪) বাচ্চার ডেইলি রুটিন predictive করুন। এটার অসংখ্য পদ্ধতি আছে। বয়স উপযোগী করে plan বাছুন। এতে overall misbehaviour এর পরিমাণ রাতারাতি কমে আসবে।

৫) বাচ্চা যখন ভীষন hyper বা উত্তেজিত হয়ে থাকবে তখন কিছু কিছু টাস্ক রাখুন যেটা ওকে calm করে।একটা উদাহরণ হতে পারে এমন - ছোট্ট ছোট্ট কতগুলো বক্স নির্দিষ্ট দূরত্বে সাজান।যাতে পুরো পথটা দেখতে সাপের মত আঁকা বাঁকা লাগে। এবার বক্সের ফাঁক দিয়ে দিয়ে বাচ্চাকে কিছুক্ষণ দৌঁড়াতে বলুন।

৬) হাত পা ছুড়ে খেলা - যেভাবে পারুন নিশ্চিত করুন।

৭) বাচ্চা যখন দেখবেন আপনার নতুন শেখানো কোন কিছু কে Adopt করে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তখন ওর অতীতের ভুল মনে করিয়ে তাকে লজ্জা দেবেন না।

স্ট্রাকচারড ভাবে প্যারেন্টিং সংক্রান্ত সব ধরনের সায়েন্টিফিক স্কিলগুলো যত কম বয়সে এপ্লাই করা যায় আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সেই

অভিভাবকেরা তত বেশি উপকৃত হন। কারন বাচ্চা বড় হতে হতে লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স একভাবে দাঁড়িয়ে গেলে নতুন ভাবে সেটাকে শেইপ দিতে তখন আরো বেশি effort দিতে হয়। 'দেরি হয়ে গেছে ' বলে কিছু নেই। শুরু করুন নতুন উদ্যমে।

শেষ করব আমার ভীষণ পছন্দের একটা উক্তি দিয়ে -

"In my world there is no 'BAD KIDs'. Just impressionable conflicted young people wrestling with emotions & impulses, trying to communicate their feelings & needs the only way they know how."
----- Jenet Lansbury

বি .দ্রঃ
১) 'জ্বালানি বাচ্চা ' ব্যাপারটা কিন্তু সিক্রেট ! ভুলেও বাচ্চাকে এই নামে ডাকবেন না।
২) Attention এবং ignore খুব ভাল দু 'টো প্যারেন্টিং স্কিল কিন্তু এ দু 'টোকেই সর্ব সমস্যার মহৌষধ ভেবে প্রতারিত হবেন না 🙂
৩) এটাই টেম্পার ট্যান্ট্রাম এর ম্যানেজমেন্ট কীনা এর উত্তরে বলব - না। দু 'টোর মাঝে কিছু কমন বিষয় আছে বলে মিল মনে হতে পারে।

ডাঃ সুষমা রেজা
Head of Early Childhood Development & Parent education
LifeSpring Mental Health Institute

Burhan Uddin Azad

February 11 at 7:36 PM

প্রফেসর ডঃ ফুয়াদ সেজগিন, ইসলামী সভ্যতার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

ফুয়াদ সেজগিন, তার নাম শুনলেই যেন আত্মবিশ্বাস জেগে উঠে। তিনি তার সমগ্র জীবনকে ব্যয় করেছেন ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্য। জীবনের ইচ্ছা ছিল তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হবেন, এই উদ্দেশ্যে কলেজ জীবন শেষ করে, ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে যাওয়ার পর তার শিক্ষক Hellmut Ritter এর একটি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্স থেকে বের হওয়ার পর তিনি সিধান্ত নেন যে, তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের কোন বিষয়ে পড়বেন। কারণ এই ক্ষেত্রটি অনেক বেশী ফাঁকা এবং এই ক্ষেত্রটিতে করার মতো অনেক কাজ রয়েছে ।

এই সিধান্ত নেওয়ার পর তিনি ‘আরবী ও ফার্সি ভাষা সাহিত্যে’ বিভাগে ভর্তি হোন। ‘আরবী ও ফার্সি’ বিভাগ থেকে পাশ করেন। পাশ করার পর পত্রিকায় একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতে পান। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি ছিল, আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি ফ্যকালটিতে তাফসীর বিভাগে একজন রিসার্চ এসিসটেন্ট নেওয়া হবে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি আঙ্কারায় আসেন এবং পরীক্ষায় পাশ করে আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি ফ্যাকাল্টির তাফসীর বিভাগে এসিসটেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। তাফসীর বিভাগে যোগদান করার পর ‘ তাফসীর’ এর উপর মাস্টার্স করার সিধান্ত নেন। কিন্তু তাফসীরের কোন বিভাগ নিয়ে গবেষনা করবেন সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য ইস্তানবুলে অবস্থানকারী তার শিক্ষক বিখ্যাত ওরিয়েন্টালিস্ট Hellmut Ritter এর সাথে পরামর্শ করতে যান। তাকে জিজ্ঞসা করেন যে আমি কোন বিষয়ে গবেষণা করলে ভালো হবে?

Hellmut Ritter তাকে বলেন, ‘তুমি যেহেতু আঙ্কারায়, আঙ্কারার ইসমাইল সাহিব লাইব্রেরীতে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকে লেখা একটি তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। তাফসীরটি হল আবু উবায়দা মা’মার বিন মুসান্নার লেখা ‘মাজাজুল কোরআন’। এটা শুধু আঙ্কারার ঐ লাইব্রেরীতেই রয়েছে। আমি খবর নিয়ে দেখেছি পৃথিবীর আর কোথাও নেই’।

তাফসীরের লেখক আবু উবায়দা ২১০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

Hellmut Ritter এই তথ্য দেওয়ার পর ফুয়াদ সেজগিনকে বলেন যে, ‘আমি তোমাদের মুসলমানদের ব্যপারটা বুঝি না, তোমাদের ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দুই শতাব্দীতে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। ঐ সময়ে লেখা খুব বেশী বই-পুস্তক নেই। অথচ বই গুলি অনেক গুরত্ত্বপূর্ণ। তোমরা এই বই গুলা নিয়েও কোন গবেষণা করো না? এইটা আমার বুঝে আসে না।

এই জন্য আমার মনে হয় তুমি যদি এই মাজাজুল কোরআনের উপর কাজ কর তাহলে ভালো হবে’।

পরে তিনি (ফুয়াদ সেজগিন) আঙ্কারায় ফিরে আসেন এবং ঐ গ্রন্থাগার (লাইব্রেরী) থেকে মাজাজুল কোরআন নামক তাফসীর গ্রন্থটি খুঁজে বের করেন। এর পর তিনি অন্য আরও একটি খণ্ড খুঁজে পান। পরে এই দুই গ্রন্থকে একত্রিত করে এক সাথে করে তুলনা করেন এবং প্রকাশের উপযোগী করেন তুলেন।

এই দিক দিয়ে তিনি আঙ্কারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসীর বিভাগের শিক্ষকের সাথেও যোগাযোগ রাখেন, এবং তার কাছে এসে এই মাজাজুল কোরআনের কথা বলেন। ফুয়াদ সেজগিনের মুখে মাজাজুল কোরআন এবং তার লেখক আবু উবায়দা মা’মার বিন মুসান্নার নাম শুনে বলেন,

“ আমাদের বুখারী (ইমাম বুখারী) ও তোমার এই লোকের অনেক উৎস ব্যবহার করেছে”।

আঙ্কারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসীর বিভাগের শিক্ষক তাইব হোজার মুখে এই কোথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন তাই নাকি?

তাইব হোজা বলেন হ্যাঁ, ইমাম বুখারী, বুখারী শরীফের তাফসীর অধ্যায়ে ক্বালা মা'মার, ক্বালা মা'মার, বলে অনেক বার উল্লেখ করেছেন।

জনাব ফুয়াদ সেজগিন তার এই কথা শুনার পর বুখারীর দিকে ঝুকেন, এবং ইমাম বুখারী ও বুখারী শরীফ পড়া শুরু করেন। বুখারী শরীফ পড়ার পর, বুখারী শরীফে যতবার মা'মারের কথা উল্লেখ আছে সেগুলোকে একত্রিত করে ইস্তানবুলে তার শিক্ষক Hellmut Ritter এর কাছে যান।

Hellmut Ritter এর কাছে গিয়ে তাকে বলেন আমি এরকম কিছু জিনিস খুঁজে পাইছি। এগুলা কিভাবে কাজে লাগাব ? ফুয়াদ সেজগিনের এই কথা শুনে হেলমুট রিটার আশ্চর্য হয়ে বলেন কি! আবার বলো তো। বুখারী, মা'মার কে উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছে?

ফুয়াদ সেজগিন বলেন জবাবে বলেন যে, হ্যাঁ।

একথা শুনে হেলমুট রিটার তাকে বলেন যে, তুমি তোমার দ্বিতীয় থিসিস ও পেয়ে গেছ।

আমাদের ওরিইয়েন্টালিস্টদের গবেষনা মতে হাদীস লেখা শুরু হয়েছে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে। আমরা জানি যে, বুখারী তার বুখারী শরীফ রচনা করেছে রাবীদের শুনা কথার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু তুমি এখন বলতেছ যে, বুখারী তার বুখারী শরীফে মা'মারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার লেখা গ্রন্থ থেকেও তিনি হাদীস নিয়েছেন। এখন তোমার কাজ হল, মাজাজুল কোরআনকে ঠিক করে প্রকাশ করার পর বুখারীর উৎস সমূহ নিয়ে গবেষণা করা। যদি তুমি আরও কিছু লিখিত উৎস পাও তাহলে হাদীস নিয়ে ওরিয়েন্টালিস্টদের যে সকল অভিযোগ রয়েছে তাদের সকল অভিযোগ যে ভুল সেটা তুমি প্রমান করতে পারবে।

তার এই কথা শুনে ফুয়াদ সেজগিন মাজাজুল কোরআন প্রকাশ করেন এবং তার ডক্টরেটের থিসিস হিসেবে বুখারীর লিখিত উৎস সমূহ নামে থিসিস করেন।

প্রথমে তিনি থিসিরের নাম দেন যে, বুখারীর লিখিত উৎস সমূহ, পরে তিনি তার গবেষণায় আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে পান যে, ইমাম বুখারী তার সমগ্র বুখারী শরীফই লিখিত উৎসের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন! পরে তিনি 'লিখিত' শব্দটি বাদ দিয়ে তার থিসিসের নাম দেন 'বুখারীর উৎস সমূহ' এই ভাবে তিনি তার একটি থিসিসের মাধ্যমে ওয়ারিয়েন্টালিস্টদের হাদীস বিরোধীতার সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রমান উপস্থাপণ করেন এবং তাদের অভিযোগকে ভুল প্রমান করেন।

বুখারীর উৎস নিয়ে কাজ করার সময় তিনি সবচেয়ে যে বইটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেন সেটা হল, Brockelmann এর লেখা A History of Arab Literature (تاريخ التراث العربي) নামক বইটি। এই সময়ে তিনি আরও যে কাজটি করেন তা হলেন, তুর্কীতে হস্ত লিখিত যত গ্রন্থাগার ছিল সকল গ্রন্থাগারে তিনি গিয়ে গিয়ে পড়াশুনা করতেন আর ব্রকেলম্যানের লেখা বইয়ের সাথে তুলনা করতেন। প্রথম তুলনা তিনি ইসমাইল সাহিব সেঞ্জের গ্রন্থাগারে বসে করেন। যেমন তিনি দেখতে পান যে, শুধুমাত্র ইসমাইল সাহিব সেঞ্জের গ্রন্থাগারেই তাফসীরের উপরে ১৫ টির বেশী উৎস রয়েছে কিন্তু ব্রকেলম্যান মাত্র ৩ থেকে চারটা বা কোথাও পাঁচটি এরকম উল্লেখ করেছেন।

যদি ব্রকেলম্যান রসায়ন নিয়ে ২ টি উৎস উল্লেখ করে থাকেন, ফুয়াদ সেজগিন রসায়ন নিয়ে ৯ থেকে ১০ টি উৎস খুঁজে পেয়েছেন। এটা দেখে তিনি সুলেইমানিয়া গ্রন্থাগারে যান সেখানে গিয়ে দেখেন জ্ঞানের এক মহাসাগর উৎস বা সোর্সের কোন শেষ নেই। এটা দেখে তিনি পুনরায় তার শিক্ষক Hellmut Ritter এর কাছে যান এবং তাকে বলেন যে, ব্রকেলম্যান তো কিছুই লেখে নাই। অনেক উৎস রয়েছে যার সে ৯০ ভাগের কোন উল্লেখই করেনি। যে যতটুকু পেয়েছে ততটুকুই উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করেছে। আর আমরা এটাকেই একদম সব মনে করে বসে আছি, অথচ তিনি খুব কম উৎসই খুঁজে পেয়েছেন!

একথা শুনে তার শিক্ষক Hellmut Ritter তাকে বলেন যে , তুমি আমাদের ওরিয়েন্টালিস্টদের ব্যাপারে যে অভিযোগ ছিল সেটার জবাব দিয়েছ। এখন ব্রকেলম্যানকে ধরছ নাকি ? তাকে কি এখন একদম শেষ করে দিতে চাও?

তাহলে তুমি একটা প্রজেক্ট আকারে দাঁড় করাও। যদি তোমার অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে যে 'ব্রকেলম্যান ইসলামী সাহিত্যের উৎস নিয়ে সঠিক ভাবে কাজ করে নাই। তুমি তাহলে পুনরায় এটা নিয়ে কাজ করো।

তিনি আঙ্কারায় এসে প্রজেক্ট প্রস্তুত করেন । প্রজেক্ট প্রস্তুত করা শেষ হতে না হতেই তুর্কীতে ১৯৬০ সালে আর্মি ক্যু হয় । ক্যু এর পরে তাকে (ফুয়াদ সেজগিন ) বিশ্ববিদ্যালয়য় থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত হওয়ার পর তার শিক্ষক Hellmut Ritter এর সাহায্যে জার্মানিতে যান এবং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জন্য একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় । তিনি সেখানে বসে তার এই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন । কিন্তু এই কাজ ভালোভাবে করার জন্য কমপক্ষে ৯ টি ভাষা জানা দরকার ছিল । তিনি আগে এই ৯ টি ভাষা শিখেন এর পর পৃথিবীর প্রায় ৬০ টি দেশের গ্রন্থাগার ঘুরে ঘুরে ১৮ খণ্ডের সত্যিকারের تاريخ التراث العربي (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ) রচনা করেন।

এই কাজ করার সময় আরও একটি বিষয় তার সামনে আসে। তিনি দেখতে পান যে, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান কত বেশী ! এই ভাবে তিনি গবেষণা করে 'ইসলামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস ' নামে পাঁচ খণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি প্রমান করে দেন , পাশ্চাত্য হল ‘চোর’।

তারা মুসলমানদের সকল আবিষ্কারকে নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে।

এই ভাবে এই মহা মনীষী তার চারটি কাজের মাধ্যমে ওরিয়েন্টালিস্টদের গালে চপেটাঘাত করে ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেন।

ঘটনাটির বর্ণনাকারী হলেন প্রফেসর ডঃ মেহমেদ গরমেজ

অনুবাদঃ বুরহান উদ্দিন

(ঘটনাটি তুরস্কের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন প্রফেসর ডঃ মেহমেদ গরমেজ তার নিজের মুখে শুনেছিলেন এবং গত সপ্তাহে আমাদের ক্লাস নেওয়ার সময় আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন )

#ইসলামী _সভ্যতা

#Islami_Civilization
Shamsul Arefin Shakti
February 13 at 3:44 PM ·

আজগে পয়লা ফাল্গুন। প্রি -ইসলামিক হাজার বছর আগের প্যাগান পার্বণ। নিও -প্যাগানিজম সেই প্যাগান কনসেপ্টগুলো রিভাইভ করছে। প্রকৃতি মাতা , দেবীরূপে প্রকৃতির উপাসনা , সূর্যবরণ , বর্ষবরণ , চইত্র সংক্রান্তি , বর্ষা বন্দনা। আর লুচু জেনারেশান ছুতা পাইলেই এগুলারে '৯টন ডেভেলপার্স ' (প্লট -ফ্ল্যাট -রিকশা -নৌকা) এর ব্যবসা সরগরম করার কাজে লাগাইতাসে।

এইসব প্যাগান (প্রকৃতিপূজা) কলচর ইসলামী সংস্কৃতি পরিপন্থী। প্রচারেঃ জিওফ বয়কট।

শুধু বয়কট করলে হবেনা। দাওয়াত চালান। এক এক উম্মতকে ধরে ধরে অনৈসলাম থেকে বাঁচানো আপনার (মানে আমার) দায়িত্ব।

শুধু দাওয়াত চলালেও হবে না। শায়খ কোব্বাদি বলেছিলেন: কিছু বিষয়ে আল্লাহর জন্য কঠোর হয়ে যেতে হয়। নিজের সন্তানকে এই দিনে প্রয়োজনে আটকে রাখুন। সেজেগুজে যেতে দেখলে স্কুল-কলেজে যাওয়া লাগবেনা বলে দেন। সাথে নিয়ে পুরো পরিবার কোন আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে চলে যান।
Shamsul Arefin Shakti
February 12 at 11:56 PM ·
পাগলের প্রলাপঃ

কাদিয়ানী কাফির সম্পর্কে সচেতন করতে ও কাদিয়ানী পণ্য বর্জনকে সফল করতেঃ-

১.

শীতের বাকি ওয়াজ-মাহফিলগুলো বড় বড় ওয়ায়েজগণ রংপুর বিভাগে করুন। দৈনিক একটা করে মাহফিল হোক প্রতি ইউনিয়নে। কাদিয়ানী সম্পর্কে স্থানীয় উলামাগণ অত দালিলিক সুন্দর আলোচনা করে সামাল দিতে পারবেন না।

২.

জুমআর খুতবা আগামী এক মাস এই বিষয়েই হোক মসজিদে মসজিদে।

৩.

উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায় আহলে হাদিস অধ্যুষিত এলাকায় আহলে হাদিস শায়খগণ সময় দিতে পারেন।

৪.

বিশ্ব ইজতিমায় উভয় পক্ষ এই বিষয়ে আগত মুসল্লিদের সতর্ক করা ও পণ্য বর্জনের আহবান জানাতে পারেন।

৫.

কাদিয়ানীদের সাথে ঐসব এলাকায় লাগাতার বাহাসের আয়োজন হোক।

৬.

নিজ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বা বায়তুল মোকাররমে আন্দোলন না করে উপদ্রুত এলাকায় হোক।

৭.

স্থানীয় তাবলীগের সাথী ও দীনসচেতন ভাইয়েরা রাস্তাঘাটে পণ্য বিক্রেতাদের কাছে গাশৎ করতের পারেন।

৮.

তালিমের হালাকায় এ বিষয়ে আলোচনা ও পণ্য বর্জনের তারগীব দেয়া যায়।

৯.

বেরেলভী মাসলাকের পীর সাহেবগণ নিজ মুরিদানদের দিয়ে এসব এলাকায় কাদিয়ানীবিরোধী মেহনত করাতে পারেন।

১০.

সরকার ধর্মনিরপেক্ষ। সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণার অহেতুক দাবি না করে, ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি ও পন্য বর্জন ছাড়া আর কোন অপশন নেই বলে মনে হচ্ছে।

আমার জানামতে তাবলীগের বহু সাথী ও উলামাগণ প্রাণের পণ্য খান না। আমি নিজেই 'অলটাইমের প্রডাক্ট' প্রিয় হওয়া সত্তেও খাইনা আলহামদুলিল্লাহ। আরএফএল মান খুব ভালো বলে সেগুলো অনেকেই কেনেন। এর মত কোয়ালিটির হ্যামকো, তালুকদার প্লাস্টিক আছে। অবশ্য থালাবাসন ইটালিয়ানোর খুব দৃষ্টিকাড়া। অন্যান্য সব অপশনগুলো শেয়ার করুন।
Shamsul Arefin Shakti
February 11 at 11:39 AM ·
ধর্ম ধর্ম কইরেন না। ধর্ম-অধর্ম, আস্তিক-নাস্তিক এগুলা আবার কী? 'ধর্ম' শব্দটায় ইসলামের সাথে অন্য শিরকী রূপকথাও শরীক। 'আস্তিক' শব্দটায় মুসলিমের সাথে মুশরিক-কুফফারও শরীক। আপনি যখন বলতেসেন 'সব ধর্ম শান্তির কথা বলে' বা 'ধর্ম জীবনকে সুশৃঙ্খল করে', তখন আপনি ইসলামের সাথে অন্য শিরকী কাণ্ডকারখানাকে শরীক করতেসেন।

আর ইসলাম কি 'ধর্ম'। ধর্ম শব্দের বুৎপত্তি (√ধৃ+অনট) মানে হইতাসে 'যা ধারণ করা হয়'। যা অন্তরে ধারণ করা হয়। ইসলাম কি ধারণ করার জিনিস, নাকি প্রয়োগ করার জিনিস? ধর্ম বললে ইসলামকে আপনি মোচড়ায়ে সংকুচিত করে ফেললেন, zip ফাইল বানায়ে ফেললেন। এখন এই প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিলেন-- ধর্ম যার যার, তালগাছ সবার। কিংবা ধর্মের মধ্যে যুদ্ধনীতি কেন? মৃত্যুদণ্ড ক্যান? ধর্ম তো ধারণ করার জিনিস। যার যা ইচ্ছা তাই ধারণ করবে। মুরতাদের বিধান ক্যান? পর্দা ক্যান? ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ক্যান, ওটা তো থাকবে মনে মনে? আপনাদের জন্যই এইসব প্রশ্ন উঠছে। জেনারেলদের সাথে পাল্লা দিয়ে আলিমগণও একই ভুল করতেসে।

একটা শব্দ অনেক বড় জিনিস। একটা শব্দের মধ্যে ফেলায়া দিলে পুঁজিবাদবিরোধী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাউকে সন্ত্রাসী বানানো যাবে। যেকোন বিরোধী পক্ষকে ডিমোনাইয (ভিলেন বানানো) করা হয় এই শব্দের ফাঁদে ফেলায়ে। ধর্ম-আস্তিক এসব শিরকী শব্দ পরিহার করুন যার মধ্যে মিথ্যাও শরীক। দুনিয়া দুইভাগ: মুসলিম আর অমুসলিম। ইসলাম আর এন্টি-ইসলাম। তৃতীয় কিছু নাই। কাফিররা এক উম্মত, আমরা আরেক উম্মত।

ঈমানের কারণে, ইসলামের কারণে হীনম্মন্যতায় ভোগেন নাকি? ঈমানের ঘোষণা অস্পষ্ট হবে না, কম্প্রোমাইজ করে হবে না। ঈমান ও ইসলামের ঘোষণা হবে দ্ব্যর্থহীন, ধোঁয়াশামুক্ত, স্পষ্ট ও জোরালো। কিছুই তো করতে পারিনা দীনের জন্য। এটুকুও যদি না পারি, মিলায়ে ঝিলায়ে শরীক করে দুই-অর্থমূলক কথা বললে চলবে ভিয়া?

Shamsul Arefin Shakti
February 9 at 11:08 PM ·
সকল দেশের রাণী সোনার বাংলাদেশের তথাকথিত শিক্ষিৎ ম্যাস্টার্স-হনার্স-ডিগ্রীপাশ শ্রেণীরও স্বাস্থ্যশিক্ষা কী ভয়ংকর রকম কম, আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না। জরুরি সব শিক্ষা বাদ দিয়ে সব অহেতুক জিনিসে কারিকুলাম ঠাসা। কীভাবে ভাল স্বামী, ভাল বাবা, ভাল সন্তান, স্বাস্থ্যময় জীবন এসব পাওয়া যায়, এসবের কেন বালাই নাই। সুনাগরিক হিসেবে জমিজমা, আইনকানুন, সরকারি বিধিটিধি, করটর দেয়া এসব শেখানোর তো দরকার ছিল (সেকুলার সেজে বলছি)। মানে কর্মজীবনে শুধু কর্ম ছাড়া আর যা যা আপনাকে ফেস করতে হবে তার কিছুই আপনাকে শেখাবে না। শুধু কর্মী বানাবে।

বৃদ্ধ লোক বুকে ব্যথা, প্রেসার কমে যাচ্ছে, ঘামছে। আমরা শিখেছি ৪০ এর উপরে, এখন বলছে ৩০ এর উপরে যেকোন বুকে ব্যথা আগে ইসিজি মাস্ট। সাংবাদিক পরিচয় দেয়া ছেলে বলছে, কালকে ইসিজি করালে হপে? কী পর্যায়ের শিক্ষাদীক্ষা লাগে স্থানীয় পত্রিকার সাঙবাদিক হতে, আমি জানিনা। এটা তো বেঙ্গলি ছিনেমা দেখেও শেখার কথা যে, এটা সিরিয়াস কিছু।

উপজেলার মাসিক মিটিঙ হয়। সব অফিসার, জনপ্রতিনিধি, সাঙবাদিকরা থাকেন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা বলছেন, 'সামান্য' স্ট্রোক 'সামান্য' হার্ট এটাক হলেই আপনারা রেফার করে দেন। সুবহানাল্লাহ, তাহলে অসামান্য কোনটা? এরপর বলল, একটা লোকের মাথায় একটা ইট পড়ল, এটা তার জন্য বড় কোন বিষয় না (?), যখন আপনারা তাকে রেফার করে দেন, এটা তার জন্য অনেক বড় বিষয়। 'হেড ইনজুরি', স্ট্রোক, হার্ট এটাক এগুলো কতটা সিরিয়াস অসুখ, আমাদের জনপ্রতিনিধিরা তা জানে না।

মানুষ স্যালাইন গোলাতে জানে না, অথচ সারাদিন টিভি দেখে। বেসিক ইমার্জেন্সি লক্ষণ ও শনাক্তকরণ তে শেখানির দরকার ছিল। ছাতামাথা দিয়ে আমাদের বইপুস্তক ঠাসা। যৌনশিক্ষার নামে বাচ্চাদের শেখানি হইচ্ছে: পারস্পরিক সম্মতিতে যৈন অনুভূতি প্রকাশ দোষের কিসু না। আর জরুরি স্বাস্থ্যশিক্ষা দেয়ার মওকা হইতেসে না।

আপনিদের বলে রাখি। রেফার নিজেই একটা ট্রিটমেন্ট। রেফার মানে ঘাড় থেকে আপদ নামানো নয়। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় রেফার এটাই একটা চিকিৎসা। আমি যদি রেফার করতে ব্যর্থ হই, আমার নামে আপনি মামলাও করতে পারেন অবহেলার অভিযোগে। ডাক্তারদের দোষ অনেক নিঃসন্দেহে। কিন্তু তালি কি আর এক হাতে বাজে। এই দোষগুণের ভিতর থেকে কীভাবে রুগী হিসেবে আপনি সর্বোচ্চ সেবাটুকুন তার থেকে নিঙড়ে নিতে পারেন, সে বিষয় য়ুগান্তকারী নোট রচনা করার ইচ্ছে ব্যক্ত করে আজ ইখানেই বিদায় নিচ্ছি।

শুভ বয়মেলা ২০১৯
Shamsul Arefin Shakti
February 8 at 6:30 PM ·
কী বুইলতে কী বুলি:

ইতিহাসের সবচে বড় শিক্ষা এটাই যে, ইতিহাস থেকে কেহ শিক্ষা নেয় না। আমরাও নিইনি। আমাদের কিছু অস্ত্র ছিল, ফেলে রেখে রেখে জং পড়ে গেসে, কুরআন, দুআ, পরামর্শ, ইস্তিখারা; এলাহী মদদ পাওনের লাইগ্যা। ব্যাপকেভাবে সমাজ থেকে এসব চলে গেছে।

উলামায়ে কেরাম ছাড়া এসব অপ্রচলিত হয়ে গেছে। আরেকটা অস্ত্র আমরা ফেলে রেখেছি বহুকাল।

ইসলামী আদর্শ আর রাব্বের মদদ থেকে আমাদের সরাইতে ক্রুসেডীয় বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সমাজে ২ জিনিস ঢুকায়ে দিসে। আখিরাতের ব্যপারে উদাসীনতা আর দুনিয়ার মহব্বত। আর এই দুটে জিনিস ঢুকানের সিরিঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করেছে নিজেদের নারীদের। খলীফাদের উজির টুজির আর লোকাল প্রশাসকদের দেখলে এটা পাবেন আপনি। মদ-মিউজিক-সাদা চামড়ার ককেশীয় নারী। হালের গাদ্দাফিরও নাকি ইউক্রেনীয় সুন্দরী নার্স ফ্যাসিলিটি ছিল। ইয়াসির আরাফাতের বিবি ইহুদী। এগুলো সেই ক্রুসেড পরবর্তী য়ুরোপীয় কৌশল। যেমন উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশে আলিমগণ ময়দান থেকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলার কৌশল নিয়েছেন। ক্রুসেডাররাও পর পর ক্রুসেডে হেরে একই কৌশল নিয়েছিল। ব্যবহার করেছে নিজেদের মেয়েদের।

তাতারীরা যখন মুসলিমদের কচুকাটা করছিল, মুহাদ্দিসদের মাথা দিয়ে টাওয়ার ডেভলপ করছিল। আমাদের মেয়েদের দাসী হিসেবে ভোগ করছিল। বলেন তো এমন দুর্দশায় কী অস্ত্রে মাএ ৪০ বছরের মধ্যেই তাতারীরা মুসলিম হয়ে গেল? কোন মেহনতে? মাদ্রাসা-খানকাহ-তাবলীগ- কিতাল?

একটু পরে আবার লিখতেসি। রুগী আসছে। অন ডিউটি।
Shamsul Arefin Shakti
February 6 at 2:23 AM ·
মাঋেমধ্যি পরিবারেত্থেকে আলাদা থাকবেন। একমাসে বা দুইমাসে এক বার। শ্বাস আটকায়ে না আসলে বুঝা যায় না যে আসলে এতক্ষণ শ্বাস নিচ্ছিলাম। পরিবার আসলে মনের কতটুক জায়গা নিয়ে ছিল, দূরে না থাকলি বুঝে আসে না। হঠাৎ করে শন্যি শন্যি লাগলি পরে বোঋপেন, আসলে তারা আপনার কতটুকু জুড়ে ছিল।

ঘর ফাঁকা। বাচ্চা আর বাচ্চার মা নাই। আমার ঘরে ঘুঘুও ওড়ে না, ঝিঁঝিঁও ডাকে না, শেয়ালেও মাড়ায় না। একবাসা শূন্যতা এঘর থেকে ওঘরে উড়ে বেড়ায়। এতদিন খাদীজার চেঁচামেচিতে ঘুমোতে দেরী হত, আজ নৈঃশব্দের চিৎকারে চোখে ঘুম নেই। মানুষ বড় আজীব।

স্ত্রী ব্যাপারটাও অন্যরকম। বউ ছাড়া বাসায় থাকার ফীলিংস যেন হোটেলে আছি। স্বামীবাবুরা যতই তামাম দিন হম্বিতম্বি করেন, মেনে নিতে হবে 'শী ইজ হোম'। কোন এক উস্তাযের কাছে শুনেছিলাম, নামায কসরের মাসআলার ভিতরে আরও জটিলতায় গিয়ে একটা পর্যায়ে, যদি বিবি ঐ জায়গায় থাকে, তাহলে সে মুসাফির হবে না। শী ইজ দ্য হোম। শুধু শারীরিক ব্যাপারটা আমার মনে হয় বিয়ের ১০%। বাকি ৯০% জুড়ে আছে মানসিক সুপার-গ্লু, নির্ভরতা, অভ্যাস, একসাথে দেখা কিছু ভবিষ্যত, ব্লা ব্লা।

খাদীজার মায়ের ম্যালা না-কদরি হয়ে গেছে। তওবা তওবা। আর অবিবাহিত ভিয়াদের কাছে অনুরোধ, নির্মমভাবে দীন দেখে বিবি বেছে নিবেন। বিবি আসলেই অনেক কিছু, প্রায় সব কিছু। বিবিই ঠিক করে দেবে, বাকি জীবন আপনার কেমন কাটবে- নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় নাকি 'দুশ্চিন্ত নির্ঘুমতা'য়।

ফ্যান্টাসির বিষয় না, দুআ আর কান্নাকাটির বিষয়।
Shamsul Arefin Shakti

January 22 ·
ভূমিকা

প্রশংসা তো কেবল আল্লাহর জন্যই যিনি অযোগ্যকে ব্যবহার করেও কাজ নেন। যিনি অমুখাপেক্ষী, কারও জন্য তাঁর কাজ আটকে থাকে না। আবার কেউ যোগ্যতার বড়াই করলে তাকেও কাজ থেকে বের করে দেন। কাউকে তাঁর দরকার নেই, সবার তাঁকেই দরকার। সুবহানাল্লাহ।

দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পড়াশুনা করছিলাম কিছুদিন। হ্যাভলক এলিসের লেখা Psychology of Sex হাতে ছিল। অবাক হয়ে দেখছিলাম, মানবমনের সমস্যাগুলো তারা কত মাথা খাটিয়ে বের করে এনেছেন। কিন্তু খেই হারিয়েছেন সমাধানে গিয়ে। মনোরোগের পরিভাষাগুলোর সাথে আগে থেকেই পরিচয় থাকায় আলোচনার চিত্রকল্প ভেসে উঠছিলো মনে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, ইস, এই মনোবিদ হয়ত ‘ইসলাম’ নামটাই শুনেছে, তাও ইয়ুরোপীয় কায়দায়, ঘৃণাভরে। ইসলামের ভিতরে কী আছে, তা জানার সুযোগ হয়তো হয়নি তাঁর। আফসোসে ভরে উঠেছিল সে রাতে মনটা, যদি ইসলামের খবরগুলো তাঁর কাছে পৌঁছানো যেত, তাহলে তিনি দেখতে পারতেন, তাঁর বের করা মনঃসমস্যার সমাধান ইসলাম কত নিখুঁতভাবে করেছে। ১৪০০ বছর আগে মানুষ তার মত করে গভীরভাবে সমস্যাগুলো বুঝতো না, কিন্তু সমাধান দিয়েই ঘেরা ছিল তাদের জীবন, যা তাদের রক্ষা করেছে এসব সমস্যা থেকে। পুরো বইয়ে আমার নিজের কথা হাতে গুনতে পারা যাবে। আমি এই বইয়ের লেখক না। আমি শুধু বিভিন্ন রিসার্চ সুতোয় গেঁথেছি, গ্রন্থনা করেছি, সে হিসেবে গ্রন্থকার বলা যেতে পারে। গেঁথে গেঁথে মালা বানিয়েছি। আর এক একটা মালা বানিয়ে অবাক হয়ে দেখছি, ১৪০০ বছর আগে থেকেই একদল মানুষ সেই মালা গলায় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম ফেসবুকে একটা নোট লিখব। পরে দেখলাম যত এগোচ্ছি, তত টপিকওয়াইজ আরও বেশি পড়তে হচ্ছে। আরও যত পড়ছি তত দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাচ্ছে। তখন ভাবলাম ‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২’ তে এটা অধ্যায় হিসেবে রাখব। ওমা, দেখলাম অলিগলি বেড়েই চলেছে, সমীকরণ মিলেই চলেছে, মজা হল তো। তখন ভাবলাম, তাহলে ৫০-৬০ পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা হোক। কলেবর কমানোর জন্য বহু আলোচনা রেফারেন্স বাদ দিলাম, দু-এক লাইনে সেরে দিলাম। এরপরও আজকের সাইজে এসে দাঁড়ালো।

১৯০ বছরের পশ্চিমা ওয়াশের পর মগজটাই হয়ে গেছে ফিরিঙ্গী— চামড়া কালো, কিন্তু মনটা ককেশীয়। ওদের পিছে পিছে হেঁটে যখন সমস্যায় পড়ি, তখন সমাধানের জন্যও ওদের দিকেই তাকিয়ে থাকি। ওরা চলে গেছে ৭৪ বছর আগে, কিন্তু রেখে যাওয়া ফিরিঙ্গী শিক্ষাব্যবস্থা ৭০ বছর ধরে তৈরি করে চলেছে শ্যামলা চামড়ার ফিরিঙ্গী— আমি, আপনি। সব সমস্যার সমাধান এসেছে যে ১৪০০ বছর আগেই, এটা মেনে নেয়া সেই কালো চামড়ায় মোড়া সাদা মগজের জন্য কষ্টকর। এগুলো ইলম না। এগুলো ইলমের গুরুত্ব বুঝতে সহায়তা করবে আমাদের। ইলমে ওহীর মধ্যেই যে সমাধান উপায় দেয়া আছে— এই কথাটা বুঝার জন্য এই বই। ইলম আলিমদের কাছে, সালাফগণ তা রেখে গেছেন আমানত, সমাধান সব সেখানে।

কোনকালেই নাস্তিকদের জন্য লিখিনি। ‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড’ ‘ কষ্টিপাথর’ এগুলো নাস্তিকদের জন্য বা তাদের উদ্দেশ্য করে লেখা নয়। আপনারা যখন নাস্তিকবিরোধী বইয়ের তালিকায় এ দুটো উল্লেখ করেন, তখন হাহাকার লাগে। আমি আমার জন্য লিখি।
সেকুলার শিক্ষা আমার মস্তিষ্কে বিজ্ঞানের কাঁটা ফুটিয়ে রেখেছে। কাঁটা দিয়ে

কাঁটা তোলার জন্য লিখি। আর আমার মত বিজ্ঞান ও পশ্চিমা দর্শনের শিকলে আটকে পড়া মুমিনদের জন্য লিখি। লোহার কুড়াল দিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ভাঙি লোহার শিকল। আমার বই নাস্তিকদের দিয়ে অপচয় করার দরকার নেই। নিজের মত দুর্বল মুমিনদের জন্য আমার লেখা।

ভিন্নমত তো থাকবেই। আঙুলের ছাপই ভিন্ন ভিন্ন, মগজ তো আরও জটিল। তাই আমাকে খণ্ডন করার বেশি কিছু নেই। আপনাদের সেকুলার দুনিয়ার এসব বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের খণ্ডন করুন পারলে। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে রিসার্চগুলো পড়েছি, বুঝেছি, অবাক হয়েছি। যে বুঝবেই না, সে অবাক হবে কী করে, মুগ্ধ হবে কী করে বলুন। অবাক তো সেই হবে যে সাবজেক্টও বুঝেছে, আবার ইসলাম সম্পর্কেও জেনেছে। সে-ই দুটোর মাঝে সম্পর্ক ধরতে পারবে। এক চোখ খুলে আর কত দিন। কাউকে কাউকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সবাইকে সবসময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না।

আর পাঞ্চলাইনগুলো অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজিও দিয়ে দিয়েছি, যাতে আপনারা যাচাই করে নিতে পারেন। এজন্য অবশ্য মোটের উপর পৃষ্ঠা খানকয়েক বেড়েছে। কাটখোট্টা গবেষণাগুলো সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। কতটুকু পেরেছি জানি না। তবে সমীকরণগুলো মিলে গেলে আমি যে মজাটা পেয়েছি আপনাদেরকেও তা অনুভব করানোই এই পুরো বইয়ের উদ্দেশ্য। অনেক সময় দেখা গেছে, কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা বেশি হয়েছে । আসলে যে বিষয়ে অপকারিতা নিশ্চিত, দলিলপ্রমাণ লাগে না, সেখানে কম আলোচনা করেছি। আর যেখানে অপকারিতা অস্পষ্ট, সেখানে আলোচনা বেশি করতে হয়েছে। সূত্র ধরে আলোচনার জন্য কথা রিপিট হয়েছে। কখনও পিছনের কোন অধ্যায়ে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। এভাবে পড়লে আলোচনার যৌক্তিকতা বুঝা যাবে। আর চোখ বুলিয়ে গেলে কার কী করার আছে বলুন।

আল্লাহ সকলকে উত্তমস্য উত্তম বদলা দান করুন।

Arju Ahmad
December 13, 2018

সাবেক সোভিয়েতি ইউনিয়িনে ১৫ টা প্রজাতন্ত্র ছিল। এরমধ্যে ৬ টি প্রজাতন্ত্র- উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, আজারবাইজান ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইসলামি ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং ইসলামি সীমার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম সেখানে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া আরও ৩ টি প্রজাতন্ত্র ইউক্রেন, জর্জিয়া, আর্মেনিয়াও ছিল আমাদের, সাকুল্যে ৯টি। আমরা তো তা হারিয়ে ফেলেছি। সেই সোভিয়েত ভেঙে রাশিয়া ফেডারেল গড়ে উঠে। রাশিয়া ফেডারেলের ২২ টা প্রজাতন্ত্র।

এরমধ্যে বাশকোরাস্তান, তাতারাস্তান, দাগাস্তান, চেচনিয়া, ইনগুশিটিয়া, উত্তর ককেশাসের কেরাচাই-চারকেশিয়া, কাবারদিনো বালকারিয়া ০৭ টিই মুসলিম ভূমি। এমনকি অধুনা দখল করা ক্রিমিয়াতেও ইসলামের ইতিহাস খুঁটি পেতে আছে।

রাশিয়ার সবচে’ দমনের শিকার ধর্মীয়গোষ্ঠীর স্বাধীনতা বহু বছর কেবল রক্ত ঝরিয়ে স্তিমিত রেখেছে রাশিয়া। বাশকোরাস্তান থেকে বালকোরিয়া কোথাও মুসলমানরা স্বেচ্ছায় রাশিয়ার সঙ্গে কখনোই ছিল না। কারণ তারা ন্যায়তই রাশিয়ান নয়, বরং সহস্র বছরেরও অধিককালের স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচয়ের মুসলিম।

ইসলাম প্রথম দাগেনস্তান হয়ে আজকের রাশিয়ায় প্রবেশ করে। আর সমগ্র উত্তর ককেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২১ হিজরি, ইংরেজি ৬৪১ সালে 'আবদ রহমান ইবনে রাবিয়া রা. নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী আল-কুদস (জেরুসালেম) এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর উত্তর ককেশাসে এসে পৌঁছেছিল।

সেই জেরুজালেম জয়ী সাহাবাদের অভিযানের সাথে সাথে এই অঞ্চলে মুসলমানদের যাত্রা শুরু।
পরবর্তীয়ে উমাইয়া খিলাফতকালে ১১৯ হিজরিতে অর্থাৎ ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে শক্তিশালী খাজির সম্রাজ্য মুসলিম সেনাবাহিনীর করতলে আসে।

৯২২ সাল নাগাদ ইসলাম হয়ে পড়ে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম। এভাবেই এইসব অঞ্চলে ইসলামের সর্বব্যাপী বিস্তার ঘটে। উত্তর ও পূর্বাংশে, বিশেষত সাইবেরিয়া অঞ্চল ইসলামের খুঁটি হয়ে উঠে।
খ্রিস্টীয় ১৫ শতক পর্যন্ত ইসলামি স্বাধীন রাজ্যের অধীনেই ছিল আধুনিক রাশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল।

পতনের শুরু হয় ১৫৫২ সালে তাতারিস্তানের ভোলগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে, রাশান সম্রাজ্যের কাছে। কিন্তু মুসলমানগণ কখনোই প্রতিরোধ ছেড়ে দেন নি। আর ৩০০ বছরের লড়াই শেষে সর্বশেষ বৃহত্তর দাগাস্তানের পতন হয় ১৮৫৯ সালে। কিন্তু প্রতিরোধ আজও অব্যাহত আছে রাশিয়া জুড়ে।

বৃহত্তর যে দাগাস্তানের কথা বলছি, সেটা মূলত দাগাস্তান, চেচনিয়া, ইনগুশিটিয়া এই তিন প্রজাতন্ত্রকে একত্রে হিসেব করে। যারা ইমাম শামিলের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৩৪ টি বছর তারা মহান ও বীরোচিত প্রতিরোধ চালিয়ে এসেছিল। তখন সময়টা ছিল মন্দ, তামাম জাহানেই তখন মুসলমানের পতনধ্বনি। হিন্দুস্তান থেকে দাগাস্তান, সিসিলি থেকে সিংকিয়াং।

সেরকমভাবে এই অঞ্চলও রাশিয়ান সম্রাজ্যের হাতে পতন বরণ করে। কালের পরিক্রমায় যে রাশান ফেডারেশন বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছে, মুসলামনদের প্রতিরোধ আর স্বাধীনতা সংগ্রাম এখানেও আজও অব্যাহত আছে। মুসলিমরা সেখানে জাতিগত নিধনের শিকার, ধর্মীয় দমন আর তুমুল বঞ্চনার কেন্দ্রবিন্দু।

এমন কোনও মুসলিম প্রজাতন্ত্র নেই যেখানে রাশিয়া গণহত্যা চালায় নি। এর একটা উদাহরণ চেচনিয়া। রাশান ফেডারেশনের আইনানুযায়ী অংশগ্রহণকারী যেকোনো দেশ গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীন হতে পারে।
চেচনিয়ায় নিরঙ্কুশ জনসমর্থন নিয়ে ৯১ সালে সেপ্টেম্বরে গণভোটে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

রাশিয়া সে গণভোটকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অঞ্চলটিতে কেন্দ্রের শাসন জারি করে। চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনী অভিমুখে, মাত্র ৪ লাখ জনতার গ্রোজনীতে, যার অধিকাংশই ৭০ ভাগই নারী, শিশু, বৃদ্ধ তাতে ৪০ হাজার সৈন্য মার্চ করে।

চেচেন নারীরা সৈন্যের বহর রোধ করে দাঁড়ায়। ট্যাঙ্কের সামনে সারি সারি শুয়ে পড়ে, নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। ট্যাংক বহর আটকে পড়ে। রাশিয়া সরকার বিমান হামলা চালায় ব্যাপক। গুলি ছুঁড়ে, এক সাপ্তাহের মধ্যে সীমান্তের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।

কিন্তু রাশিয়ার গ্রোজনীর দখল নিতে লাগে আরও পাঁচ মাস। তারা গুড়িয়ে দেয় প্রেসিডেন্ট ভবন। চেচেন মুজাহিদরা পুনরায় গ্রোজনী দখলে নিয়েছিল। চেচেন মুজাহিদ-দের নেতৃত্বে ছিলেন অঞ্চলটির প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ। মজার ব্যাপার হল, এবারের চেচেন ফিল্ড কমান্ডারের নামও ছিল শামিল, শামিল বাসায়েভ।

১৮৫৯ সালে স্বাধীনতার সংগ্রামও চলেছিল যার নেতৃত্বে, তাঁর নামও ছিল শামিল। এবার দুই বছর যুদ্ধ চলে । রাশিয়ার সরকার পক্ষ থেকে ৫৭৩২ জন নিহতের কথা বলা হয়। তবে দেশটির সৈন্যদের পরিবারের পক্ষের এক কমিটি ১৪ হাজার রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয় বলে জানায়।

চেচেন সরকারে পক্ষ থেকে বলা হয় তাদের অংশগ্রহণকারী যোদ্ধার সংখ্যা ৬ হাজার ৭০০ জন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগ দেওয়া মুজাহিদ ছিলেন। শহীদ হয় ৩ হাজার মুজাহিদ। অপরদিকে ততদিনে রাশিয়ার মোতায়েনকৃত সৈন্য সংখ্যা ৭৫ হাজারে উন্নীত হয়েছিল।

এমনকি কেউ কেউ দাবি করেন ২ লাখ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। সর্বোচ্চ শক্তির সামরিক সজ্জার বিশাল সৈন্যের রাশিয়া দুই বছর চলা যুদ্ধে পরাজিত হয়। সাময়িক যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়।

এভাবেই প্রথম চেচেন যুদ্ধের সমাপ্ত হয়। কিন্তু কাপুরুষ রাশিয়া বেসামরিক কমপক্ষে ১ লাখ শিশু নারী, বৃদ্ধ, যুবককে হত্যা করে। প্রতি ১০ জনে ১ জন মুসলিমকে। অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতি পরিবার থেকে ১ জন।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একটু বড়ো এই অঞ্চলটি ছিল মাত্র ১২ লাখ মানুষের বাস।
নাটকের মাধ্যমে ২য় চেচেন যুদ্ধও চাপায় রাশিয়া। চেচেন গণহত্যার অন্যতম নায়ক এই ভ্লাদিমির পুতিনও।

চেচেন গণহত্যা রাশিয়ায় তার জনপ্রিয়তার ভীত গড়েছে। চেচেন স্বাধীনতাকামীদের দমনে পশ্চিমা বিশ্বের রয়েছে একাট্টা সমর্থন। তারা তাদেরকে ‘জঙ্গি’ মানে ‘টেররিস্ট’ বলে থাকে।

চেচনিয়ার মুসলমানদের লড়াই এখনও চলছে। গত পরশু ছিল সেই ১ম চেচেন যুদ্ধের দুই যুগ পূর্তী। চেচেন সংগ্রামে মুসলিম বিশ্বের কোনও সাহায্য ছিল না, ছিল না ওআইসির ভূমিকা।

এমনকি দেশটির প্রেসিডেন্ট পোপের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, নিরুপায় হয়ে। এই লজ্জা ধারণ করেই এই উম্মাহকে তাঁর রবের কাছে দাঁড়াতে হবে।

বীরের জাতি আজ অধঃপতিত। তবুও আশ্চর্য তার শত্রুর প্রতি আনুগত্য, বিশ্বাস!
Shamsul Arefin Shakti
December 13, 2018 ·
সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

মহিলা ও শিশু অধিদপ্তরের অধীনে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে 'কিশোরকিশোরী ক্লাব প্রকল্প' চালু হয়েছে। এজন্য প্রতিটি ক্লাবে একজন 'জেন্ডার প্রোমোটার', একজন সঙ্গীতশিক্ষক ও একজন আবৃত্তি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সপ্তাহে দুই দিন তাঁদের বেতন হবে যথাক্রমে ৮০০০/-, ৪০০০/- ও ৪,০০০/- টাকা। জেন্ডার প্রমোটারের কাজ হল এদেরকে বাল্যবিবাহ, নারী-পুরুষ সমতা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। আর সঙ্গীত ও আবৃত্তি শিক্ষকের কাজ বুঝতে না পারলে কিছু করার নাই। আপনার সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ ও সমাজে তাকে আত্মবিশ্বাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে আজই তাকে ক্লাবে দিন। আর উপরের ৩ পদে যোগ্য ব্যক্তিরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মারফত বায়োডাটা দিতে পারবেন।

আলো আসবেই।

বিঃদ্রঃ কমেন্টে কারো মন্তব্যে দীনী নেতাদের করণীয় জাতীয় কিছু বলার চেষ্টা করলে ব্যান করা হবে। ওনারা অলরেডি আরও গুরুত্বপূর্ণ 'ইহুদী দালালদের শায়েস্তা করতে নিরলস কাজ করে চলেছেন। নিজে কী করেছেন দ্যাখেন মিঞা।
Shamsul Arefin Shakti
April 28, 2018

আহলুস সুন্নাহর ন্যূনতম মতভেদপূর্ণ পক্ষগুলোর প্রতি এতটা বিদ্বেষী যেন না হই যে, পরে তারাই বেশি হক প্রমাণ হয়ে গেলে তাদের সাথে যেতে না পারি।

এতটা বিদ্বেষ না জমুক, যাতে নিজ মত/দল বাতিল প্রমাণ হলেও হক প্রমাণিত দলে যেতে লজ্জা লাগে (যাদের বিরুদ্ধে এত কথা বলেছি, তাদের সাথে যাই কিভাবে?)

সময় দিই। ঘোলা পানি থিতিয়ে পড়ার টাইম দিই। আর এই সময়টুকু দুআ করি: আল্লহুম্মা আরিনা হাক্কা হাক্কাওঁ ওয়ারঝুকনা ইত্তিবা' ; ওয়া আরিনা বাতিলা বাতিলাওঁ ওয়ারঝুকনা ইজতিনাবা।

আল্লাহ, আমাকে হককে হক বুঝার ও তার অনুসরণের তৌফিক দাও। এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার ও তা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দাও।

উম্মতের বিভেদ কমবে না। আরও বাড়বে। আরও বাড়তেই থাকবে। হাদিসগুলোর ভাবার্থ তেমনই। দুআ করা ছাড়া এই ঘোর অমানিশায় হকের অনুসরণ অসম্ভব যদি আল্লাহ নিজ থেকে হক পর্যন্ত পৌঁছে না দেন। যাকে পরম হক মনে করছি, সেই যে বিচ্যুত নয় তার কি গ্যারান্টি আছে? জানালাগুলো খোলা থাক। ইলমী আলোচনা চলতে থাকুক। নিজ অবস্থানে গালিগালাজ আর হেয় করার শেকড় গজিয়ে না যাক।

উম্মতের এখনও মাথা গরম। আর ওটা মাথা ঠাণ্ডা করে করার আমল। প্রচণ্ড আত্মসংযমের সাথে করার আমল। মাথা ঠাণ্ডা না হলে ব্যাপকভাবে ওটার তৌফিক না আসারই সম্ভাবনা। ছোট মতানৈক্যর বিপরীতে পারস্পরিক মান্যতা-ইকরাম এর সিফত না আসলে উম্মাহর জাগরণ না আসাই ভাল। জেগে গেলে যদি একজন আরেকজনের গর্দান মেরে দাও, এর চেয়ে ঘুমিয়েই থাকো।

Shamsul Arefin Shakti

December 4, 2017

# সেল্ফ _ মোটিভেশন ৩:

রেভারেন্ড পল মুনশির গ্রেভের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কানে আজান-ইকামত ছিল। শেষটা হয়েছে পাদ্রীর হাতে। বাইরে প্রতিদিন নতুন সুযোগ নতুন আশা নিয়ে ওঠে কুসুম কুসুম সূর্যটা। গ্রেভের ভিতরটা রয়ে যায় ঘুটঘুটে আঁধার, আশাহীন, সুযোগশূন্য।

ওনার গ্রামে গিয়েছিলাম ৪ বছর আগে। রেভারেণ্ড আবদুল ওয়াদুদ মেমোরিয়াল হাসপাতাল। প্রাঙ্গনে শুয়ে আবদুল ওয়াদুদ, ইবনে পল মুনশি। কিন্তু নামের আগে রেভারেন্ড কেন? ওওও, আচ্ছা।

কিসের অহংকার আমার? ঈমানের? আমলের? ইলমের? কালেমাসহই যেতে পারব, আমাকে গ্যারান্টি কে দিল? মাফহুম শুনেছি, একজন আরেকজনকে কাফির বলল, তো দুজনের একজন নিশ্চিত কাফির। যাকে বললাম সে আসলেই কাফির হল তো আমি বেঁচে গেলাম। কিন্তু যদি ও না হয়ে থাকে, তাহলে আরেকজনটা রইলাম আমি। আর ভাবতে পারিনা।

আরেকজনকে মুনাফিক ভাবছি? কঠোর খলিফা উমার বিন খাত্তাব রা. এর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ মনে পড়েনা আমার? "প্রাণের হুযাইফা, কমসে কম এটুকু তো বলে দাও, মুনাফিকের লিস্টে কি আমি আছি?" হবার কথা ছিল নিজ ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান, ভীত। অন্যের ঈমান মাপতে আজ গড়ায় বেলা।

ইবলিস- বালাম বাউর- বারসীসা- মুরতাদ কাতেবে ওহী- আম্মাজান উম্মে হাবীবা রা. এর আগের স্বামী। অভাগা, হতভাগ্য। নাউযুবিল্লাহ।

ভাগ্যবান কাতেবে ওহী ইবনে আবী সারহ রা.। মুরতাদ হয়ে আবার ফিরে এসেছেন। ভাগ্যবান শায়খ উন্দুলুসী রহঃ, খ্রিস্টান হয়ে নারীর প্রেমে মজে ১০ বছর শুকর চরানোর পর ফিরে এসেছেন। স্রেফ খ্রিস্টানদের তাচ্ছিল্য করার জন্য। আর মুমিন মুসলমানকে তাচ্ছিল্য করতে আমি সচেতন হবো না? এতো নির্ভীক, এতো দুঃসাহসী আমি নিজ ঈমানের ব্যাপারে।আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

রব্বানা লাা তুঝিগ্ ক্বুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

Shamsul Arefin Shakti
November 27, 2017

# সেল্ফ _ মোটিভেশন ১

ক. এখানে আমাদের সাথে উপর তলায় ডাচ প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের একটা দল আছে।ওরা প্রতিসন্ধ্যায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রার্থনাসঙ্গীত গায় সিঁড়ির উপর। এশার নামায পরে ঢুকার মুখে রোজ হাইহ্যালো হচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে পার্সোনাল ডাচ বাইবেল।কিন্তু আমার সাথে সফরে আমার ব্যক্তিগত কুরআন নেই কেন? হোয়াই?

খ. যদিও শব্দটা এখন পারিভাষিক বলে ব্যবহার করা ঠিক না। তবে আক্ষরিক অর্থে নিলে প্রত্যেক মুসলিমই একজন 'মিশনারী'। পৃথিবীতে আল্লাহ নবীর ধারা শেষ করে দিয়েছেন, শরীয়ত চূড়ান্ত করে দিয়েছেন এবং শেষ নবীর উম্মতকে মিশনারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমাদের সবার ফ্যামিলি লাইফ, জব লাইফের সাথে একটা মিশনারী লাইফ থাকার কথা (উইদআউট সন্ন্যাস)। সেটা কই? আজ কতজনকে ফরজের দাওয়াত দিয়েছি? (ফরজের দাওয়াত ফরজ, মাআরিফুল কুরআন)

গ. প্রত্যেক হিন্দুর বাসায় আমি গেছি, প্রেয়ার রুম না হলেও প্রেয়ার কর্ণার পেয়েছি যেখানে মূর্তি না থাকলেও ছবি আছে। আমাদের কতজনের বাসায় নামাযের ঘর/ নির্দিষ্ট নামাযের জায়গা আছে? (নবীজীর সরাসরি আদেশ আছে ঘরে মসজিদ প্রতিষ্ঠার)

ঘ. চে-কে যারা বেশি ভালোবাসে তারা চে'র টুপি পরে জানান দেয়, মেসি-রোনালদোর ফ্যানরা জার্সি পরে জানান দেয়, নায়কদের ভক্তরা চুলের কাট থেকে জুতো পর্যন্ত নকল করে। শুধু আমরা অধম 'আশেক', নবীর প্রেম ক্বলবের অতলতলে লুকিয়ে বেড়াই। নবীর পোশাকটা, টুপিটা কীভাবে ছাড়া যায়, নবীর দাড়ির স্টাইলটা কীভাবে বাইপাস করে নতুন স্টাইল নেয়া যায়, সেই ফতোয়া খুঁজে ফিরি। আমাদের মধ্যেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে লিখলে ৫টা সিরিজ লেখা যাবে।আয়নার দিকে তাকাই না একটু? (কষ্টিপাথর থেকে)

কষ্টের কথাগুলো বিফলে যেতে না দিই। আজকেই এখনই নিয়ত করেছেন তো?

ক. সবসময় নিজের কুরআন সাথে রাখবো ইজ্জতের সাথে

খ. প্রতিদিন কয়েকজনকে ফরজ হুকুমের দাওয়াত দিব লাভ বলে বলে।

গ. বাসায় একটা কর্ণারে ২টো জায়নামায রেখে মসজিদের মত আদব করব। ফেলে রাখা জায়নামাযে শয়তান নামায পড়ে না।

ঘ. প্যাকেট সত্যি ইম্পর্টেন্ট। দাড়ি-টুপি-লম্বা জামা আপনাকে অনেএএএক গুনাহ থেকে বাঁচাবে। কীসে আমাকে আটকাচ্ছে এখনো? মতভিন্নতা থাকলে ইগনোর করুন।

Abdullah Saeed Khan is with আরিফ আজাদ and 7 others.
November 27, 2018

বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদের আদি পিতা একজন ও আদি মাতা একজন

.......

(এই দীর্ঘ আর্টিকেলটা রিসেন্টলি ভাইরাল হওয়া একটি সায়েন্স নিউজ নিয়ে। যেখানে বলা হয়েছে যে বর্তমান সকল মানুষ একজন বাবা-মা থেকে এসেছে। আমি মূল রিসার্চ আর্টিকেলটা পড়ে প্রকৃতপক্ষে কি বলা হয়েছে তা নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করেছি। আগ্রহীদের মনোযোগ দিয়ে পড়ার অনুরোধ করা হল)

......

সাংবাদিকরা যখন বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলেন তখন যে বিজ্ঞানের 'ছেড়ে দে মা কেন্দে বাঁচি' অবস্থা হয় তার সবচেয়ে উদাহরণ হল বাংলাদেশের চিকিৎসা বা চিকিৎসকদের নিয়ে করা প্রতিবেদন। ধরে নিলাম অধিকাংশ বাংলাদেশী সাংবাদিকদের নিয়ে এত বড় আশা কঠিন যে তারা কোন বিষয় সম্পর্কে বিস্তর জেনে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ দিবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সংবাদমাধ্যমগুলোর কি অবস্থা? বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে তাদের কোন প্রতিবেদনে কি বিশ্বাস করা যায়?

ব্যক্তিগতভাবে আমার এই ধরনের সকল ‘পপুলার সায়েন্স নিউজ’-এ এক সময় ভালই আস্থা ছিল। কিন্তু, এখন আর তা করতে পারি না। কারণ, বিবর্তনবাদ, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রভৃতি নিয়ে সায়েন্স নিউজ রাইটারদের চটকদার নিউজ পড়ার পর যতবারই একটু গভীরে ঘেটে দেখেছি ততই তাদের তথা সায়েন্স (নিউজ) রাইটারদের প্রতি আমার বিশ্বাস হালকা হয়ে গেছে। সায়েন্স রাইটাররা দুই ধরনের হয়- হয় তারা ভাল জানে এবং জেনে ইচ্ছেকৃত স্পেসিফিক এজেন্ডা (সায়েন্টিজম-এর প্রসার) এর জন্য লিখে, অথবা, তারা জিনিসটা সম্পর্কে না জেনে বা না বুঝে লিখে। সব সায়েন্স নিউজ পোর্টাল এরকম হয় তাও বলছি না। তবু, সায়েন্স নিয়ে কোন ‘নিউজ’ দেখলে চেষ্টা করি মূল রিসার্চটা কি বলেছে একটু ঘেটে দেখার। বিশেষ করে, যদি সময় পাই, যে বিষয়টির টেকনিকাল দিকগুলো সম্পর্কে পড়েছি, অন্তত সে বিষয়গুলো একটু দেখে নেই।

যাই হোক, ফেসবুকে দেখলাম ডেইলী মেইলের একটি নিউজ সবাই শেয়ার করছে যাতে বলা হচ্ছে যে, মার্ক স্টিকল ও ডেভিস থেলার নামক দু জন বিজ্ঞানী তাদের ২০১৮ সালের একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখিয়েছেন সমস্ত মানুষ এক জোড়া মানুষ থেকে এসেছে এবং এক লক্ষ বছর আগে একটি সর্বব্যপী দূর্ঘটনায় পৃথিবীর সব স্পিসিস প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।(1)

এই নিউজ যারা পড়েছেন এবং শেয়ার করেছেন তাদের মধ্যে দু’ধরনের রিসপন্স দেখলাম-

১. যারা ডারউইনবাদকে বিতর্কিত তত্ত্ব বলে মনে করেন তারা এই গবেষণাটিকে বিবর্তনের বিপরীতে এভিডেন্স হিসেবে দেখছেন এবং তারা ইমপ্লিসিট ভাবে মনে করছেন যে এই আবিস্কার মেজর রিলিজিওন বর্ণিত ‘আদম-হাওয়া’ থেকে মানুষের আবির্ভাবকে এনডর্স করে।

২. যারা ডারউইনবাদকে প্রশ্নাতীতভাবে সত্য মনে করেন, তারা হয় চুপ আছেন বা এই রিসার্চ বিবর্তনতত্ত্বকে এনডর্স করে বলে মনে করছেন।

আগে থেকে এই ধরনের রিসপন্স সম্পর্কে পরিচিতি থাকায় আমি ভাবলাম মূল রিসার্চটা একটু পড়ে দেখা দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ। আর্টিকেলটা পড়লাম। মলিকিউলার ইভল্যুশন সম্পর্কে আইডিয়া না থাকলে আর্টিকেল থেকে মূল বক্তব্য বের করাটা একটু কঠিন। তবে আমি যতটুকু বুঝেছি সেখান থেকে পাঠকদের জন্য আমার দুই পয়সা-

মূল রিসার্চটার টাইটেল হল “Why should mitochondria define species?” এটি প্রকাশিত হয়েছে হিউম্যান ইভল্যুশন জার্নালে ২০১৮ সালের মে মাসে(2)। নিচে আর্টিকেলে মূল বিষয়গুলো নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করছি।

১. আমরা জানি, প্রতিটি বহুকোষী জীব-এ মাইটোকন্ড্রিয়া নামক অঙ্গানু থাকে যা এটিপি হিসেবে শক্তি সঞ্চিত রাখে।

২. কোষে নিউক্লিয়ার ডিএনএ ছাড়াও মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব ডিএনএ আছে।

৩. নিউক্লিয়ার ডিএনএ-তে মিউটেশনের ফলে জীবের ফিনোটাইপে (অর্থাৎ বাহ্যিক আকার আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য) পরিবর্তন হয়।

৪. কিছু কিছু মিউটেশন আছে যাকে বলে ‘নিউট্রাল মিউটেশন’। কারণ, এই ধরনের মিউটেশনের ফলে প্রোটিনের অ্যামাইনো এসিড সিকোয়েন্সে কোন পরিবর্তন হয় না।

৫. কিন্তু, নিউক্লিয়ার ডিএনএ-তে এই ধরনের মিউটেশনের ফলেও ফেনোটাইপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৬. প্রায় সব মিউটেশনই প্রোটিনের মূল ফাংশনের ব্যঘাত ঘটায়- হয় তার কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় বা বিকল করে ফেলে। ফেনোটাইপে এ ধরনের পরিবর্তন হলে, উক্ত প্রানীটি রিপ্রোডাক্টিভ ক্ষমতা কমে যায়। কারণ, তার এক বা একাধিক ফাংশনে ত্রুটি থাকায় সে বেঁচে থাকার লড়াই-এ হেরে যায়। এ কারণে এই ধরনের মিউটেশনগুলো পরবর্তি জেনারেশনের প্রবাহিত হতে পারে না। অর্থাৎ, নিউক্লিওটাইড চেঞ্জযুক্ত প্রাণীগুলো অন্য প্রাণীর সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। (এভাবে, মিউটেশনযুক্ত প্রাণীর মারা যাওয়া ও অরিজিনাল ফাংশনাল সিকোয়েন্সযুক্ত প্রাণীর বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াকে বলে পিউরিফাইং সিলেকশন।)

৭. এর ফলে ‘মা’ প্রানী ও ‘সন্তান’ প্রাণীর নিউক্লিয়ার ডিএনএ-তে খুব বেশী পরিবর্তন পাওয়া যায় না।

৮. কিন্তু, মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএ-এর ক্ষেত্রে ‘নিউট্রাল মিউটেশন’ কোন গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনাল পরিবর্তন (ফেনোটাইপিক পরিবর্তন) আনে না। অর্থাৎ, মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএতে এই নিউট্রাল মিউটেশনগুলো থেকে যায়। অর্থাৎ ‘মা’ থেকে ‘সন্তানে’ জননকোষ বিভাজনের সময় সংঘটিত মাইটোকন্ড্রিয়াল মিউটেশনগুলো থেকে যায়।

৯. মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএতে এই নিউট্রাল মিউটেশনগুলো থেকে যাওয়া উপকারিতা কি?

১০. উপকারিতা হল- এর ফলে ‘মা’ এর তুলনায় ‘সন্তানদের’ মাইটোকন্ড্রিয়াতে যথেষ্ট জেনেটিক ডাইভারসিটি তৈরী হয়।

১১. এখন, আপনি যদি ধরে নেন যে মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএ-তে প্রতিবার রিপ্রোডাকশনের সময় সংঘটিত পরিবর্তনগুলো একটি স্থির হারে হয় এবং আপনার যদি কোন স্পিসিস-এর প্রতি রিপ্রোডাকশনে মিউটেশনের

হার জানা থাকে, তাহলে আপনি কোন প্রজাতির আভ্যন্তরিন জেনেটিক ডাইভারসিটি থেকে উক্ত প্রজাতি ও তার কমন এনসেস্টর-এর মর্ধবর্তী সময় বের করতে পারবেন(3)। (এই সময়কে বলা হয় কোলেসেন্স টাইম)

১২. বিজ্ঞানী স্টিকেল ও থেলার কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে মানুষের কমন এনসেস্টর কত পূর্বে ছিলো এবং একই সাথে অন্যান্য প্রাণীদের কমন এনসেস্টর কতপূর্বে ছিলো তার একটি এস্টিমেট বের করেন।

১৩. তারা মাইটোকন্ড্রিয়ার COI barcode ডাটাবেজ BOLD-এর ডাটা ব্যবহার করেন। লক্ষ্যনীয় যে, GenBank এবং BOLD ডাটাবেজ মিলে প্রায় ৫০ লক্ষ প্রানীর COI barcode ডাটা সংরক্ষিত আছে।

১৩. তাদের হিসেব অনুযায়ী মানুষের কমন এনসেস্টর ছিলো প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে। অর্থাৎ, প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে একজন পুরুষ ও নারী থেকে বর্তমান মানব জাতি এসেছে।

১৪. মজার বিষয় হলো, একই সাথে তারা অন্যান্য প্রাণীর বারকোড থেকে হিসেব করেন যে প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৯০%-এর কমন এনসেস্টর-এর বয়সও প্রায় ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর। অর্থাৎ, মানুষের মত অন্যান্য প্রাণীও ১ থেকে ২ লক্ষ বছর পূর্বের এক জোড়া কমন এনসেস্টর থেকে এসেছে।

১৫. এর অর্থ কি? সহজ বাংলায়, স্টিকেল ও থেলারের গবেষণা অনুযায়ী বর্তমানে প্রাণীজগতের প্রায় ৯০% প্রায় ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর আগের সংশ্লিষ্ট প্রজাতির এক জোড়া থেকে এসেছে। উদাহরণস্বরুপ, মানুষের ক্ষেত্রে এক জোড়া নারী-পুরুষ, বাঘের ক্ষেত্রে একজোড়া বাঘ ও বাঘিনী, ইত্যাদি। যারা প্রায় ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর আগে প্রায় কাছাকাছি সময় জীবিত ছিলো ।

১৬. মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের হিসেব (Estimate) আগেও করা হয়েছে।

১৭. লক্ষ্যনীয়, মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ শুধুমাত্র নারীদের জনন কোষ থেকে সন্তানের জাইগোটে প্রবাহিত হয়। ফলে, কেউ মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ থেকে মানুষের এনসেস্ট্রি অ্যানালাইজ করলে মানুষের সর্বশেষ কমন ‘মা’-কে ট্রেস করতে পারবে। ঠিক একই ভাবে শুধুমাত্র ‘Y’ ক্রোমোজোম নিয়ে এনসেস্টি অ্যানালাইজ করলে মানুষের সর্বশেষ কমন ‘বাবা’ কে ট্রেস করা যাবে।

১৮. মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিত্তিতে প্রথম কমন ‘মাইটোকনড্রিয়াল ইভ’ এর বয়স বের করেন বিজ্ঞানী কেন, স্টোনকিং এবং উইলসন। তাদের হিসেবে অনুযায়ী মানুষের কমন ‘মাইটোকনড্রিয়াল ইভ’-এর বয়ষ প্রায় ২ লক্ষ বছর। অর্থাৎ ২ লক্ষ বছর আগে আমাদের কমন ‘মা’ পৃথিবীতে বিচরণ করেছিলেন। (4)

১৯. ‘Y’ ক্রোমোজোম-এর ভিত্তিতে মানুষের কমন বাবা তথা ‘Y ক্রোমোজোমাল অ্যাডাম’-এর বয়স ২০০০ সালের দিকে হিসেব করা হয়েছিলো প্রায় ৫০০০০ বছর(5)। যা ‘মাইটোকনড্রিয়াল ইভ’ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ বছর ছোট।

২০. কিন্তু, পরবর্তীতে আরও রাইগোরাসলি গবেষণা করে ‘মাইটোকনড্রিয়াল ইভ’ এবং ‘Y ক্রোমোজোমাল অ্যাডাম’-এর বয়স হিসেব করা হয় যথাক্রমে ৯৯ থেকে ১লক্ষ ৪৮ হাজার বছর এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বছর(6)।

২১. অর্থাৎ, সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী, ‘মাইটোকনড্রিয়াল ইভ’ এবং ‘Y ক্রোমোজোমাল অ্যাডাম’ প্রায় কাছাকাছি সময় বাস করেছিলেন।

২২. তবে আমাদের মনে রাখা দরকার, এগুলো আসলে কিছু Provisional Estimate. কোন কনফার্মড হিসেবে নয়(7)।

২৩. যাই হোক, এখন আমরা যদি ১৫ নম্বর পয়েন্ট আবার পড়ি- স্টিকেল ও থেলারের গবেষণা অনুযায়ী বর্তমানে প্রাণীজগতের প্রায় ৯০% প্রায় ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর আগের সংশ্লিষ্ট প্রজাতির এক জোড়া থেকে এসেছে। উদাহরণস্বরুপ, মানুষের ক্ষেত্রে এক জোড়া নারী-পুরুষ, বাঘের ক্ষেত্রে একজোড়া বাঘ ও বাঘিনী, ইত্যাদি। যারা প্রায় ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর আগে প্রায় কাছাকাছি সময় জীবিত ছিলো।

২৪. এই রিসার্চ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে-

২৫. এক, ১ থেকে ২ লক্ষ বছর আগে কোন এক বড় ধরনের ক্যাটাস্ট্রফিক ইভেন্ট-এর কারণে তখনকার প্রায় অনেক প্রজাতির ‘ভিন্ন নিউক্লাওটাইড সিকোয়েন্স’ যুক্ত ভাই-বোনেরা মারা যায়। ফলে, প্রতিটি

[illegible]

[illegible]

[illegible] outright [illegible]

[illegible]

“This conclusion is very surprising,” co-author David Thaler of the University of Basel is quoted as saying, “and I fought against it as hard as I could.” His co-author is fellow geneticist Mark Stoeckle of Rockefeller University in New York (3)

[illegible]

“The ad hoc modifications to neutral theory commonly proposed to account for low variation in individual cases, namely, recurrent bottlenecks or selective sweeps, struggle as general mechanisms. If bottlenecks limit variation, then a universal low ceiling implies recent population crashes for all species. This appears unlikely– almost a Noah’s Ark hypothesis–although perhaps long-term climate cycles might cause widespread periodic bottlenecks.” (8)

[illegible] Evolution News-[illegible] -

“In any case, one thing is clear: reconstructing the past is a complicated business and it is still full of surprises. There may be even bigger surprises in store.”

……

[illegible]

[illegible]

…

[illegible]:


1. McManus L. Every person was spawned from single pair of adults living up to 200,000 years ago, scientists claim | Daily Mail Online [Internet]. Daily Mail. 2018 [cited 2018 Nov 26]. Available from: https://www.dailymail.co.uk/…/Every-person-spawned-single-p…

2. Stoeckle MY, Thaler DS. Why should mitochondria define species? Hum Evol. 2018;33:1–30.

3. Jones A. New Paper in Evolution Journal: Humans and Animals Are (Mostly) the Same Age? Evolution News. 2018.

4. Cann RL, Stoneking M, Wilson AC. Mitochondrial DNA and human evolution. Nature [Internet]. 325(6099):31–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3025745

5. Thomson R, Pritchard JK, Shen P, Oefner PJ, Feldman MW. Recent common ancestry of human Y chromosomes: Evidence from DNA sequence data. Proc Natl Acad Sci U S A [Internet]. 2000;97(13):7360–5. Available from: http://www.pnas.org/…/www.pnas.…/content/97/13/7360.full.pdf

6. Poznik GD, Henn BM, Yee MC, Sliwerska E, Euskirchen GM, Lin AA, et al. Sequencing Y chromosomes resolves discrepancy in time to common ancestor of males versus females. Science (80- ). 2013;341(6145):562–5.

7. Klinghoffer D. About “Y Chromosome Adam” and & “Mitochondrial Eve” [Internet]. Evolution News. 2013 [cited 2018 Nov 26]. Available from: https://evolutionnews.org/2013/08/about_y_chromos/

8. Stoeckle MY, Thaler DS. DNA barcoding works in practice but not in (neutral) theory. PLoS One. 2014;9(7):3–9.
Shamsul Arefin Shakti
November 17, 2018 ·
ঘোষণা দেবার জন্য এয়েছি।

এবারডা বইমেলায় 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২' শেষ কর্তেপার্লাম না। আস্তেসোস্তেই হোক। জোর করে পাকানো কলার স্বাদ কি আর গাছপাকা কলার মত হয়? গাছপাকা টসটসে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২' আগামী বছর মাঝামাঝি সময়ে ইনশাআল্লাহ।

এবার বইমেলায় আল্লাহ বাঁচালে দেখা হইবেআনে ২ টা সোট সোট বই নিয়ে। একটা বইয়ের নাম 'কুররতা আইয়ুন'। পারিবারিক সম্পর্কগুলো নিয়ে আমার কিছু নোট আপনারা পড়েছেন, আরও কিছু আপনারা পড়েননি। সন্তানের প্রি-স্কুলিং শিক্ষা, দাম্পত্য: পার্ট ৩ এগুলো লিখছি এখন। আগেরগুলো আরও ঘষেমেজে চকচকে করে সাথে নতুন নোটগুলো মিলে 'কুররতা আইয়ুন' আসছে ইনশাআল্লাহ মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশনী সংশ্লিষ্টদের এগুলোকে প্রকাশযোগ্য মনে করার লাইগ্যা।

আরেকটা বইয়ের নাম 'মানসাঙ্ক ও সমাধান' রেখেছি। মানসাঙ্ক অনেকে পড়ে ফেলেছেন। 'সমাধান'টা চমকই থাক। মানসাঙ্কটাও আকারে দেড়গুণ হচ্ছে যতটুকু পড়ছুইন আপনেরা। আর এই ছাতামাথাটি প্রকাশের দুঃসাহস করেছেন সমর্পণ প্রকাশনা। আমি অবশ্য বারবার সাবধান করেছি।

এবার তাহলে নতুন কিছু নেই। সারা বছরের চর্বিতচর্বণ আরও চিবিয়ে আপনাদেরকে বেড়ে দিচ্ছি। সবই রাব্বের তাওফীক। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুলঅযোগ্য এসব কাজ নিজ নামের উসীলায় কবুল করে নিন। আমীন।
Shamsul Arefin Shakti
October 18, 2018 ·
ক.

যে গেছে তাকে নিয়ে কিছু বলব না। তার থেকে কুফর প্রকাশ পাওয়ার খবর আমার জানা নেই। আল্লাহর কাছে তার মাগফিরাতের দুয়া করতেও কোনো বাধা নেই।

নবীজীও এক ব্যক্তির কি ভালো কাজ আছে জানতে চেয়েছিলেন, কেউ বলতে পারছিল না। শেষে একজন বললেন, তাকে নাকি কোন এক সীমান্তে পাহারা দিতে দেখা গেছে। এক বুড়ির ব্যাপারে বলা হল, তাকে নাকি কোন দিন মসজিদের উঠোন ঝাড়ু দিতে কেউ দেখেছে। ব্যস, নবীজী এটুকুকেই যথেষ্ট মনে করলেন দুয়া করার জন্য এবং নিজে জানাযা পড়ালেন।

তার এই মৃত্যু থেকে আমাদের নেয়ার কী আছে এটাই জরুরী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরের (আবু জেহেল) মৃত্যুর পর তার দোষচর্চাকেও নিষেধ করেছেন, তার পরিবার কষ্ট পাবে বলে।

খ.

ওয়া যাক্কির, ফা ইন্নায যিকরা তানফাউল মু'মিনীন। তোমরা নসীহত করতে থাক, স্মরণ করাতে থাকো, এই নসীহা, এই স্মরণ করানোর চেষ্টার দ্বারা যার অন্তরে ঈমান আছে, তার নাফা হবে, লাভ হবে, বহুত ফায়দা হবে। এই দায়িত্ব ছিল কার কার?

গ.

- আমি তোমাকে ৬০টা বছর সময় দিয়েছি, আমাকে চেনার জন্য, লিয়াবুদুন, লিয়ারিফুন। আর তুমি তা শেষ করে দিলে হাসি-গান-আনন্দে। তুমি কি মনে করেছিলে আমি তোমাকে এমনি এমনি বানিয়েছি, আফাহাসিবতুম? তুমি কি মনে করেছিলে তোমাকে আমার কাছে ফেরত আসতে হবে না?

- ইয়া রাব্বি, আমাকে আর একটা বার সুযোগ দিন, আমি নেক আমল করে আসি। এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে।

- আমার বান্দা, ৬০ টা বছর যখন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়নি, তখন আরেকটু সময় কীভাবে যথেষ্ট হবে?

(এই রিজেকশন আমি কি করে সইব, আমি, উনি কী করবেন ভেবে লাভ নেই আমার)

ঘ.

হে আমার বান্দারা, তোমরা যদি গুনাহ করতে করতে আসমান-যমীন ভরে ফেল, তবুও আমার রহমতকে অতিক্রম করতে পারবে না। আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত বিজয়ী। আমি শিরক ছাড়া আর সব গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করি। ক্ষমা করার ব্যাপারে আমার কোন জবাবদিহি নেই, আমি কাউকে পরোয়া করি না। আমার ব্যাপারে যে যেমন ধারণা রাখে আমি তার সাথে তেমন ব্যবহার করি। (তাই বলে তোমরা আমার রহমতের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়োনা। সেই কমবুদ্ধি যে খায়েশমত চলে আর আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে বড় বড় আশা করে)

ঙ.

ইয়া রাব্বি, আমি গুনাহগার, গাদ্দার, তাওবা করেও গুনাহ করি; এটা যেমন সত্যি। আমি তোমাকে, তোমার হাবীবকে, তোমার দীনকে ভালোবাসি; এটাও তো সত্যি। এই ভালোবাসাটুকুকে কবুল করে মাফ করে দাও।
Shamsul Arefin Shakti
October 16, 2018 ·
শাইখ Abdullah Al Mamun সাহেবের পোস্ট। নিজ ওয়ালে কপি করে পোস্ট করা এখন সবারই ঈমানী দায়িত্ব।

বিঃদ্রঃ উপভোগ, বিনোদন কিংবা মজা লুটবার জন্যে গেলে ত হারাম কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস থাকলে সে কাফের হবেনা।কিন্তু যদি সে এই পুজা ও শিরকে সন্তুষ্ট

[illegible] ([illegible])

[illegible], [illegible]

.

[illegible] ([illegible] ) [illegible], "[illegible]"

([illegible]-[illegible])

.

[illegible]:

.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَتَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

.

[illegible]: [illegible], [illegible]

[[illegible]: [illegible]]

.

[illegible] ( [illegible] ) [illegible],

.

لاَ تَقفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حَيْنَ لَمْ يَدْفَعُوْا عَنْهُ وَلاَ تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُوْماً فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ

.

[illegible] “[illegible]; [illegible]-[illegible]”

([illegible], [illegible], [illegible])

.

[illegible], [illegible], [illegible]!?

.

[illegible] (ﷺ) [illegible], "[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]"

([illegible],[illegible])

.

[illegible]’[illegible]-

.

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

.

[illegible]: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible]

.

[illegible]

Shamsul Arefin Shakti

November 27, 2018 ·

[illegible]...

[illegible] '[illegible]'-[illegible], [illegible]-[illegible]-[illegible] '[illegible]-[illegible]'[illegible]?

[illegible]) [illegible] '[illegible]'[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible] '[illegible]' [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]

হচ্ছে। নামায মানুষকে দেয় বর্তমানের উপভোগ্যতা (sense of present) এবং কৃতজ্ঞতা। নামাযী মানুষ সুখী হয়। তার কষ্টের কথা বলার কেউ একজন আছে।

ঢ়) মাদকের আরেকটা কারণ কৌতূহল। নতুন কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবগত ও উপাদানগত। সে নতুনত্বের স্বাদ পেতে চায়। সবাই চায়, এটাই মানবসভ্যতার তরক্কির চাবি। তবে স্বভাবগত সবকিছুরই লাগাম থাকবে, এটাও সভ্যতার দাবি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা- যৌনতার যেমন স্বভাবগত হলেও তার লাগাম থাকতে হবে। তেমনি কৌতূহলেরও লাগাম থাকবে। আর সেটা ঠিক করে দেবে। আমাদের ভিতরের ব্রেক-টা। সেই ব্রেকের নাম 'বিবেক' না। বিবেক বিভিন্ন, বিবেক আদর্শবস্তু না। সেই ব্রেকের নাম 'ধর্মবোধ', আমরা মুসলিমরা বলি 'তাকওয়া' বা 'আল্লাহভীতি'। অমুসলিমদের বোধগম্য করে বললে 'স্রষ্টানুভূতি'। এজন্য সন্তানের ব্রেকটাকে মজবুত করে দেন। ছোটবেলা থেকে দীনী পরিচিতি, দীনী সংস্কৃতিতে বড় করুন। যাতে মাদক সহজলভ্য হলেও, নাগালে এলেও ব্রেক অটো কষে যায়। দীনকে আখিরাতের জিনিস ভেবে দূরে রাখার অবকাশ আর নেই। দীন আমাদের মেইনস্ট্রিম জীবনযাত্রা থেকে সাইড করে আজ কত ভয়াবহ সব বিপদে আমরা পড়েছি, তা আজ স্পষ্ট। শুধু বলার কেউ নেই, এই সহজ সত্যটা স্বীকার করার কেউ নেই। মেইনস্ট্রিম জীবনে দীন-কে স্বীকার করুন, ঘোষণা করুন, লজ্জা করবেন না। তাহলেই সমাধান। আর সন্তানকে দীন শিখান, ২৪ ঘণ্টা তাকে মনিটর করা সম্ভব না। একটা ব্রেকওয়ালা জীবন দিন, ব্রেকই তাকে মনিটর করবে।

য়) পরিবারকে সময় দিন। পুঁজিবাদ সন্তানের কাছ থেকে বাবাকে মাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। পুঁজিবাদী শিক্ষা সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়েছে মা থেকে, বাবা থেকে। অথচ মা-বাবা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটা দিতে পারত সন্তানকে। জীবন কি? জীবন কেমন? এটা কেউ শিখাবে না আপনার সন্তানকে। পুঁজিবাদ তাকে শিখাবে 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'। গাড়িঘোড়া চড়তে না পারলে সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করবে। হতাশ হয়ে যাবে। পুঁজিবাদ তাকে শেখাবে- জীবনটা গোলামি, আর কিচ্ছু না। সাথে যোগ হয়েছে ফেসবুক। আপনি মনে করছেন যে আপনি পরিবারের সাথে আছেন, আসলে আপনি আছেন বহুদূরে, ফেসবুকে। পরিবারকে 'কোয়ালিটি টাইম' দিন। সন্তানকে নিয়ে হাঁটুন, খেতে বসুন। খেতে খেতে হেঁটে হেঁটে তাকে জীবন শিখান। শিখান জীবনের ঝড়কে কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়। ভেঙে গেলে কীভাবে দাঁড়াতে হয়। আপনার এই অভাব সারা দুনিয়া তাকে শেখাতে পারবে না। পারিবারিক বন্ধন তাকে মাদক আর আত্মহত্যা থেকে ফিরানোর আরেক অস্ত্র। মজবুত করুন এই বন্ধন। দীন না মানলে এটাও সম্ভব না। দীনদার লোক পরিবারমুখী হয়, পরিবারের হক সম্পর্কে সচেতন হয়।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ বলিয়েছেন। আমার কী ক্ষেমতা এগুলা বলার। আমি তো রাস্তার কুকুর ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম।
Shamsul Arefin Shakti
October 15, 2018 ·
দেখেন ভাই, আমার বিশ্বাস সায়েন্স নির্ভর না। সায়েন্সের সাথে আমাদের দীন মানার সম্পর্ক নেই। সায়েন্স দিয়া আপনেরা আমাদের না খোঁচাইলে আমাদের দরকার ছিল না, সায়েন্স আপনাদের থিকা কাইড়া নিয়া আপনেগো মাথায় বাড়ি দেওনের। সায়েন্সের সাথে আমাদের দীন আমাদের ঈমানের কোন সম্পর্ক নেই। সায়েন্স যেহানো শেষ, আমাদের ঈমান সেহানো শুরু।

তয়, এডাও আমাদের ঈমান যে, এই দীন প্রতি যুগে বেঈমানদের চ্যালেঞ্জ করবে। বেঈমানেরা যেটাকে দীনের প্রিতপক্ষ বানাবে, সেটাকেই চ্যালেঞ্জ করবে। যেটাতেই বেঈমানেরা

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করবে, সেটা দিয়াই তারাদের টাইনা নামাইব এই দীন। সকল সিস্টেম আর মতবাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এই সিস্টেম। একসময় কবিত্যা নিয়া যারা নার্সিসিজমে (আত্মপ্রেম) ভুগত, তাগোরে ধুলাই দেয়া হয়েছে, তারও আগে যাদুবিদ্যা নিয়া স্বপ্রেমীদের ধুলাই দেয়া হইসে। এমনি কইরা সায়েন্স নিয়া আজ ফাল পাড়তেসো। সেই সায়েন্সকেও যে আমাদের সিস্টেম চ্যালেঞ্জ করে এটাই আমরা দেখাই।

এর মানে সায়েন্স দিয়ে দীন মানি, তা না। আমাদের দীন আমাদের বিশ্বাসে। হ্যাঁ, অন্ধবিশ্বাসে। আমরা ধর্মান্ধ। তাই সায়েন্স আগেও আমাদের গোলামি করেছে, সামনেও করবে। তুমরা চায়া চায়া দেখবা। আফসোস, সব মুসলমান ধর্মান্ধ না এখনও। পাশার দান ঘুরবে। আল্লাহ তুমগোরে লম্বা হায়াত দেউক।
Shamsul Arefin Shakti
October 15, 2018 ·
নিজের স্ত্রী-সন্তানের ছবি ফেসবুকে দিয়ে নিজেকে কত বড় ঝুঁকিতে ফেলছেন। অনেক আলিমও এই কাজ করেন। কয়েকটা লাইক-কমেন্টের জন্য নিজের স্ত্রী-সন্তানের স্বাস্থ্য আর দাম্পত্যজীবনকে হুমকির মুখে ফেলবেন না।

নজর/বদনজর কি? ছবির উপর/স্বাস্থ্যের উপর/দেহের ভিতরে কোষে কোষে অবস্থিত পানির উপর মানুষের নজর/ইন্টেনশানের কোন প্রভাব আছে কি? বায়োমেডিকেল ইনজিনিয়ারিং-এর রুইকাতলারা এ নিয়ে কী বলেন? জানার জন্য দেখতে হবে 'কষ্টিপাথর' বইয়ের 'জীবনের অপর নাম পানি' অধ্যায়টা। ভাবতেসি এই চ্যাপ্টারটার পিডিএফ শেয়ার করব।

আমরা সবকিছুই আলিমদের থেকে শিখি। সামাজিক মাধ্যমে কী করব, কতটুকু করব তাও আলিমদের থেকেই শিখতে চাই।

طلاق

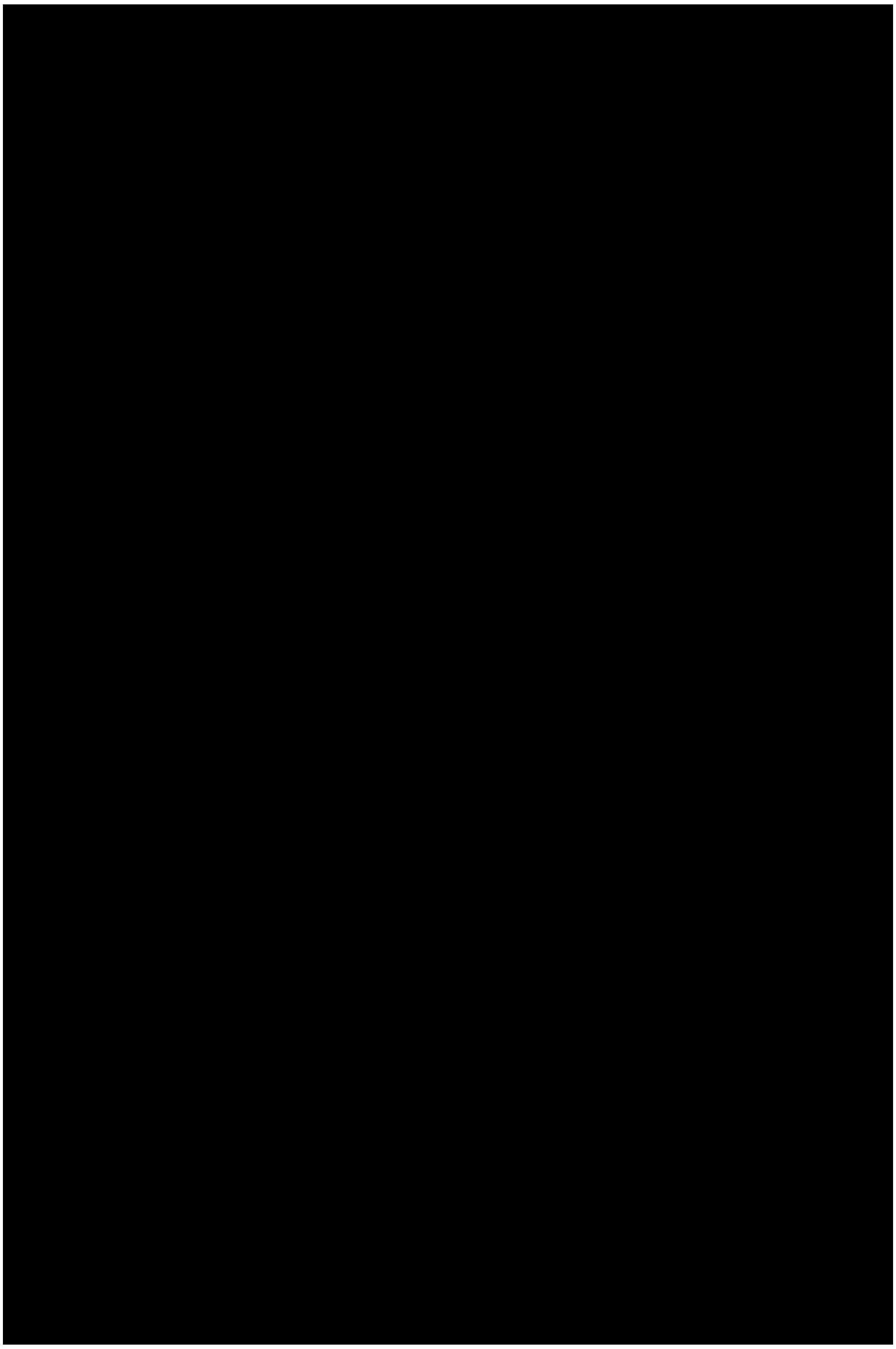

[Shamsul Arefin Shakti](#)

September 27, 2018 ·

রাতে না ঘুমালে এগুলা বের হতে পারে। এটা নর্মাল। এটাকে কেউ অসুখবিসুখ মনে করবেন না।

নাম : "নি -দেশ"

নি -জামা গায় দিয়ে রাজা যে আসলে নেংটুপুটু

সেটে কিন্তুক কোন অমাত্য -উজির-গ্র্যান্ড মুফতি টের পাননি।

কারুর কারুর মনে হলিও ‘আমি ভুল, রাজাই ঠিক', দূর দূর করে ছ্যাপ ফেলে মন থিকে তাড়িয়ে দেল ওয়াসওয়াসা।

নি-জামার প্রশংসা করল, বাহবা দিল, নিজেরাও একটা করে বানায়ে

নিজ নিজ ঘরদোরে টাঙাবি-উড়োবি, প্রতিদিন নি-জামাক সনমান দিবি। ধুয়ে পানি খাবি।

রাজাক নি-জামা বানায়ে ‘টেইলারমাস্টার জেনারেল’ কয়া গেসে, কেবল পশ্চাদপদ মূর্খ ছাড়া সবেতে এ জামা দেখতি পাবি।

নি-জামার বদনাম করলি সবে যদি আবার ভুদাই ভাবে? রাজা যদি রাগ হয়? গর্দান যদি নেয়? গারদে বাইন্ধে দেয় সাপমারা মাইর?

এজন্য পবিত্র নি-জামা পরা নেংটু রাজাকেই সবে মানে নিল। রাজাও তাগের অমূর্খ প্রাজ্ঞ বলে স্বীকৃতি দিল।

নি-জামার কারিগরদের সাথে সহমত ভাই, ঐক্য হলাম, বললো কেউ কেউ।

এদিকে রাজা কিন্তুক আগলা। তথাপি সবের দুচোখ প্রশংসায় পঞ্চচোখ । সবাই রাজাক ঢাকাঢুকাই দেখতেসে। নেংটুকে ‘ঢাকা’ বলতেছে। কেউ চাপাস্বরে নেংটু বললে, চোওওওপ নাদান, মাসআলা জানোস?

গেদারা কিচমিচ করে ওঠে, রাজা নেংটুপুটু। নি-জামা পরে সতর ঢাকে না, ঢাকে না, ঢাকে না। বিদেশী কারিগরদের নি-জামা যে পরে সে ঢাকা না, সে নেংটু।

বড়োরা চোখ রাঙায়। লজ্জায় রাঙে না তবু।

যখন পুরো রাজ্যই পরল নি-জামা, কেউ মনে মনে, কেউ ভয়েডরে।

এখন বাচ্চারা জন্মাবে পোশাক পরে।

বেহায়া নাদান বাচ্চারা

তুমাদের নি-পোশাকের দেশে।
Shamsul Arefin Shakti
September 26, 2018 ·
এডারে কবিতা কয়েন না। কবিরা সব ঝুলে পড়বে একে কবিতা বললে। সোটবেলায় 'জোনাকি' নিয়ে কবিতা লিখে ধরা খেয়েসিলাম বাংলার টীচারের কাছে। স্যার ব্যাপক সংবর্ধনা দিয়ে 'নরছাগল' উপাধিতে ভূষি-ত করেসিলেন। এটা হল গদ্যনৃত্য। পড়ে নাচতে মন চাইবে।

নাম দিলেম... উমমম। নাম হচ্ছে হলো:

'খয়রাজি চিলপাখি'

শরতের ঝকঝকে আকাশে একটাই ঘরপালানো চিলপাখি

খানিক পরে পরে চিলের মত চিক্কুর পাড়ে

আকাশের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খায় প্রতিধ্বনি।

ঘোলা মেঘনা দিয়ে উড়ে উড়ে মরা পদ্মার উপর যায়। ঘুমিয়ে থাকে নদীরা, চিলের ডাকে ঘুম

ভাঙে না।

আরও জোরে চিঁ করে ডাকে, আকাশের দেয়ালরা জেগে ওঠে, নদীরা জাগে না, জোয়ারে ভাসে না

ম্যাদামারা বালিতট।

ধুরছাই।

ঘোলা-মরা নদী দেখে দেখে চোখ দুটো গেল পচে। এরচে' বরং আকাশ দেখি। উল্টো হয়ে ওড়ে

বাপেখেদানো চিল, আকাশ দেখে।

আকাশের গায়ে লেখা স্বপ্ন দেখে।

দানিয়ুব- ভলগার টলটলে পানির স্বপ্ন

আমুদরিয়ার তীর ঘেঁষে দৌড়োয় একপাল জেইরান।

তাইগ্রীসে স্ফটিক পানিতে খেলে বেড়ায় কী-জানি-কী মাছ।

দূর সাহারার বুকে মিটমিট করে জ্বলে একটা মরুদ্যান, উটেরা মচমচ করে খায় ক্যাকটাস।

কিংবা আলহামরার জানালায় এক নাদান পাখি অহেতুক ডেকে ওঠানের চেষ্টা করে মাজারের

কঙ্কালদের।

উল্টো চিল উল্টো হয়ে ভাবে ধুর এই মরা নদী।

টেমস থেকে নিয়ে ইরাবতী-- সবগুলোর উপর দিয়ে উড়ব।

আকাশে লেখা দেখনু, এই পুরোটা আমার। আমি উড়ব।

চিলের ডাক বাড়ি খায় গিয়ে অতলান্তিকের ওপাশে।

আর সবাই হাসে।

… … … … … … … …

[সরল পোস্ট, সরলভাবে পঠিতব্য, আকীদার সাথে কোন সম্পর্ক নাই]

কমিউনিটি ক্লিনিক:

বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যোগ এই কমিউনিটি ক্লিনিক। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে নির্মিত। গ্রামের কেউ জমি দেবে আর সরকার দুই রুমের একটা বিল্ডিং বানিয়ে দেবে। সরকার নিয়োগ দেবে একজন প্রশিক্ষিত CHCP বা Community Healthcare Provider. সে ২৮ ধরনের ওষুধ গ্রামের লোকজনকে প্রেস্ক্রাইব করতে পারবে। যেমন, জ্বরে প্যারাসিটামল, আমাশায় মেট্রো এই টাইপ। আমার নিজের স্টেশন থেকে (ইউনিয়ন) আরও দশ কিলো দূরে এক কমিউনিটি ক্লিনিকে গেসলাম আজকে কুষ্ঠরোগী খুঁজতে। ইউনিয়নেরও দশ কিলো ভিতরে। এখানকার অধিবাসীদের থেকে সাবসেন্টার ১০ কিলো দূরে, উপজেলা হাসপাতাল ২২ কিলো দূরে। জেলা হাসপাতাল ৪২ কিলো দূরে আর ঢাকা ৩৫০ কিলো দূরে।

এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো এনাদের অনেক বড় খিদমত আনজাম দিচ্ছে মাশা আল্লাহ। খুব ভাল লাগল। ধন্যবাদ সরকার বাহাদুরকে। সাধারণ মানুষকে উপকৃত হতে দেখলে ভালো লাগে। নতুন ৫ জন কুষ্ঠরোগী পাওয়া গেল, ফ্রী ওষুধ পাবে। এমনও রোগী আছে যাদের এক জীবন পার হয়ে যাবে, কখনও ঢাকা শহর দেখাও হবে না। এনাদের কাছে গিয়ে সেবা দিতে দেখলেও ভাল লাগে।

বিপরীত চিত্রও আছে। গ্যাসের ওষুধ চাইতে এসেছে। জিগেস করা হল, কী সমস্যা বলেন। আমি ডাক্তার, আমি যদি মনে করি আপনার গ্যাসের সমস্যা তাহলে দেয়া হবে ফ্রী ওষুধ। যার সমস্যা নেই তাকে দিয়ে দিলে, পরে অসুস্থ লোককে কী দেব। গরীব দেশ, সীমিত সম্পদ। মার খাওয়া বাকি থাকল সেদিন। জানা ছিল না তিনি এলাকার নেতা গোছের। সরকারের সেবাদান কার্যক্রম অনেক। দুর্নীতি যদি না থাকত, সেবাটুকু পুরোটা যদি শেষ অব্দি নামত তাহলে পুরো না হলেও দুর্দশা অনেকটাই কমে যেত মনে হয়।
এখন আমি যে ওষুধ চায়, তাকেই দিয়ে দিই। ওষুধও তোমাদের, সরকারও তোমাদের, পিঠটা কিন্তু আমার। মানসম্মান দুএকটা চড়থাপ্পড় খেলে যাবে এত কম না, তবে কী দর্কার। আর এই কমিউনিটি ক্লিনিক যার ব্রেইনচাইল্ড, নোবেল শান্তি পুরস্কার মালালা যদি পায়, সে তো আরও যোগ্য।
Shamsul Arefin Shakti
September 8, 2018 ·
আপনি জানেন কি?

১. হোমোকামীরা 'ডায়রিয়া'কে বলে 'পিরিয়ড'...

২. একটিভ যে, তাকে বলা হয় 'টপ'

৩. আর নারীর ভূমিকা যে নেয়, তাকে বলে 'বটম'

৪. তারা নিজের পরিচয় দেয়ার সময় হাইট-ওয়েট-বয়স উল্লেখ করে। যাতে অবয়ব সম্পর্কে আরেকজন ধারণা করতে পারে।

সামাজিকভাবে ও পারিবারিকভাবে এদের বয়কট করুন। উপরের ক্লু গুলো দেখে শনাক্ত করুন। স্বাভাবিক মেলামেশা পরিহার করুন। আপনার সন্তান মাঝেমধ্যেই বন্ধুদের বাসায় এনে রাতে থাকে বা গিয়ে থাকে কি না লক্ষ্য করুন। সমকামিতাকে প্রশ্রয়/বরদাশত করলেও লুত আঃ এর স্ত্রীর মত আপনিও ধ্বংস হবেন। সমকামিতা একটি অপরাধ।

সন্তান যৌনতা বুঝামাত্র স্বাভাবিক যৌনতায় প্রবেশ করিয়ে দেয়াই রুখতে পারে এই মহামারী। যৌনতা নিয়ে ফ্যান্টাসির সময় দিবেন না। বিয়েকে সহজ ও আর্লি করুন। প্রয়োজনে বিয়ে দিয়ে নিজ নিজ সন্তানের দায়িত্ব কন্টিনিউ করুন। এই অপরাধ রুখতে সমাজকে নতুনভাবে ডিফাইন করুন। নয়তো আপনার সন্তানও ঝুঁকিমুক্ত নয়। পরে হায় হায় করা থেকে বাঁচুন।
Shamsul Arefin Shakti
September 5, 2018 ·
পশ্চিম এবং আধুনিকতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং আমাদের মানসিক দেউলিয়াত্ব এবং কচুর শাক

পাশ্চাত্য ঘুণ ৩

পুঁজিবাদের একটা বড় কৌশল হল, যৌনতাকে মানবীয় প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার না করা। তাহলে পুঁজিবাদের সুবিধা হল, ব্যাপারটাকে ট্যাবু বানিয়ে ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরানো যায়ঃ

১. বিয়ে পিছিয়ে দেয়া যায়

২. মেয়েদেরকে একটা বয়স পর্যন্ত জব মার্কেটে ধরে রাখা যায়

৩. বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের পর্নব্যবসা করা যায়

৪. পতিতালয় ও এসকর্ট ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়

৫. যৌনবাহিত রোগকেন্দ্রিক একটা ব্যবসাও আছে

৬. পুঁজিবাদের ফলে সমাজের ভগ্নদশাকে অস্বীকার করা যায়।

৭. ফ্রীমিক্সিং মানবিক ও জায়েজ করা যায়

৮. নারী শ্রমিক বাড়ানোর ও জব মার্কেটে শ্রমের যোগান বাড়িয়ে পারিশ্রমিক কমাতে মেয়েদের যে টোপগুলো দেয়া হয় সেগুলো সফলভাবে দেয়া যায়, যেমন-- নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন।

যদি এটা অপরিহার্য অনিবার্য মানবিক চাহিদা না-ই হবে তাহলে একটা সিঙ্গেল পর্নসাইটে প্রতিদিন ৮ কোটি ভিজিটর কী করেন? টপ ৫ টা পর্নসাইটে প্রতিদিন ২০ কোটি বার কেন ভিজিট হচ্ছে?https://www.forbes.com/…/pornhub-2017-year-in-review-insi…/…

ফোর্বস এর এই আর্টিকেলে বলা আছে, জনপ্রিয় পর্নোসাইট পর্নহাব তাদের ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

সেখানে এসেছে, প্রতিদিন গড়ে ৮১ মিলিয়ন মানুষ সাইটটি ভিজিট করে। বছরে ২৮.৫ বিলিয়ন বার (২৮৫০ কোটি) সাইটটিতে ঢোকা হয়েছে। ২৪৭০ কোটি সার্চ দেয়া হয়েছে। মিনিটে ৫০,০০০ সার্চ দেয়া হয়েছে। মানে প্রতি সেকেন্ডে ৮০০ জন সার্চ দিয়েছে। সারা দুনিয়া থেকে গেল বছরে ৪০ লাখ ভিডিও আপলোড দেয়া হয়েছে। যেগুলো মোট ৫,৯৫,৪৯২ ঘণ্টার।

এটা হল একটা পর্নোসাইটের হিসাব। টপ ১০০ সাইটের ভিতর পর্নোসাইট মোট ৫ টা। এই ৫ টা সাইটে প্রতি মাসে ৬০০ কোটি বার ভিজিট হয়। মানে প্রতিদিন ২০ কোটি বার এই ৫ টা পর্নোসাইট ভিজিট হচ্ছে। https://www.psychologytoday.com/…/surprising-new-data-the-w…

যৌনচাহিদা যদি খিদে-পিপাসার মত সমান অনিবারণযোগ্য প্রয়োজন না-ই হয়, তবে ১৩-২৪ বছর বয়েসী ৬৪% তরুণ-তরুণী সপ্তাহে কমপক্ষে ১ বার কেন পর্ন খোঁজে? ওয়াশিংটনে অবস্থিত National Center on Sexual Exploitation (NCOSE) এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট।

https://endsexualexploitation.org/publichealth/

এটাই প্রমাণ করে যৌনতা এমন এক চাহিদা, যা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করে দেয়া যায় না। ক্ষমতায়ন করে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা নিশ্চিত করে তা ভুলিয়ে দেয়া যায় না। যৌনতা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতই একটা মানবীয় প্রয়োজন, স্বতন্ত্র চাহিদা। নির্দিষ্ট সময় পর যেমন ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পায়, যৌনতাও তেমন। এটা আলোচনা বা বিবেচনায় না আনলেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

এজন্য এটারও সুস্থ ব্যবস্থা হওয়া চাই। মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা এবং যৌনতা। মৌলিক চাহিদার এই স্বীকৃতিই সমাজের বহু সমস্যার সমাধান। আর একে পেছনে ফেলে রাখা-ই বহু সমস্যার জন্মদাতা।

গল্পঃ একাধিক বিয়ে একটি নারীবাদী বিধান

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২

পাশ্চাত্য ঘুণ ১

https://www.facebook.com/shamsul.shakti/posts/10216698017507327

পাশ্চাত্য ঘুণ ২

https://www.facebook.com/shamsul.shakti/posts/10216698091389174?__tn__=K-R Shamsul Arefin Shakti
September 3, 2018 ·
পশ্চিম এবং আধুনিকতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং আমাদের মানসিক দেউলিয়াত্ব এবং কচুর শাক

পাশ্চাত্যবাদ ১

https://www.huffingtonpost.com/…/children-out-of-wedlock_b_…

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ১৯৯৮-২০০০ এর মাঝে জন্ম নেয়া ৫০০০ শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় ‘ভঙ্গুর পরিবার’ (fragile families)। আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে ছাড়া বাবামায়ের সন্তান। ফলাফলের সারাংশ হলঃ

বিয়ের দ্বারা গঠিত পরিবারের তুলনায় এইসব ভঙ্গুর পরিবারের বাবামাদের ‘টিনেজ’এ বাবামা হবার সম্ভাবনা বেশি, কমিটমেন্ট ভেঙে আরেক পার্টনারের সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বেশি, দারিদ্র্য বেশি, হতাশায় ভোগার হার বেশি, মাদকাসক্তির হার বেশি, জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এবার সন্তানের ক্ষেত্রে আসেন। ভঙ্গুর পরিবারে সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশুনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুণ এসব সন্তানের—

- আইকিউ কম (lower cognitive test scores)

- আক্রমণাত্মক আচরণ (higher incidence of aggressive behavior)

- স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা (ড্রপ আউট)

- ২০ এর আগেই সন্তান ধারণের দ্বিগুণ সম্ভাবনা

সম্ভাবনা এটাই যে, এই শিশুরা বড় হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে। (the likelihood that they will continue that negative cycle into adulthood)

এই গবেষণা শেষে প্রস্তাবনা দেয়া হয়, সমাজকে লিভ টুগেদারে উৎসাহদানকারী বিষয়গুলোকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ( The study suggests that our society reconsider policies that encourage couples to remain unmarried.)

এবার দেখেন ২০১৬ সালে এসে মুক্তচিন্তা ও আধুনিকতার লীলাভূমি ইউরোপে মোট জন্মের কত শতাংশ এই বিয়ে ছাড়া ভঙ্গুর পরিবারের সন্তান। (https://twitter.com/spectatorind.../status/9883078979552378888...)

France: 59.7% Bulgaria: 58.6% Sweden: 54.9% Portugal: 52.8% Netherlands: 50.4% Belgium: 49% UK: 47.9%

Hungary: 46.7% Spain: 45.9% Ireland: 36.6% Germany: 35.5% Romania: 31.3% Italy: 28% Poland: 25%

Croatia: 18.9% Greece: 9.4%

আর আমরা এদের তালে নাচি। ছিঃ পরাধীন গোলামের জাত।
Shamsul Arefin Shakti
September 3, 2018 ·
পশ্চিম এবং আধুনিকতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং আমাদের মানসিক দেউলিয়াত্ব এবং কচুর শাক

পাশ্চাত্যবাদ ২

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/695670

University of Chicago Press Journals এর অন্তর্ভুক্ত Journal of the Association for Consumer Research, Volume 3, Number 1 | January 2018 তে প্রকাশিত Risks of Prostitution: When the Person Is the Product নামক আর্টিকেল। লেখিকা Melissa Farley, পরিচালক, Prostitution Research & Education, San Francisco, CA. (http://prostitutionresearch.com/ সাইটে পতিতাবৃত্তির বর্তমান ভয়ংকর সব হালত জানতে পারবেন)।

২০০০ সালের আগের সব রেফারেন্স বাদ দিয়ে কিছু অংশ আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছিঃ

বহু গবেষক (Oselin and Blasyak 2013; Argento et al. 2014) বলেছেন, sexual and physical violence পতিতাদের জন্য একটা নিয়ম (norm)।

২০০৫ সালে কানাডার ভ্যানকুভারে পতিতাদের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় (Farley et al. 2005) দেখা যায়, ৭৫% পতিতা মারাত্মকভাবে দৈহিক আঘাতের শিকার হন, এর মধ্যে আছে ছুরিকাঘাত, প্রহার, রক্তজমা কালসিটে, হাড় ফ্র্যাকচার (চোয়াল, কলারবোন, আঙুল, পাঁজরা, খুলি), কাটা ও চোখে আঘাত। এদের ৫০% মস্তিষ্কে সিরিয়াস আঘাত পেয়েছেন। বেসবল ব্যাট দিয়ে বা দেয়ালে মাথা ঠুকার দ্বারা। খদ্দেররা কোন বিশেষ যৌনকাজ না করায় তাদের চরম নির্যাতন করেছে।

নির্যাতনের ঝুঁকির কারণে পতিতাবৃত্তির প্রচণ্ড স্বাস্থ্যগত বিপদ রয়েছে (Church et al. 2001; Oram et al. 2012)। জরায়ু ক্যান্সার, যৌনবাহিত রোগ, এইডস, পেলভিক পেইন, গর্ভপাতঘটিত সমস্যা, ব্রেনে আঘাত, ফ্র্যাকচার, রোগপ্রতিরোধে সমস্যা, উচ্চমাত্রার জ্বর, হৃদ-শ্বসন-পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা ইত্যাদি (Farley and Kelly 2000; Dalla 2002; Vanwesenbeeck 2005; Zimmerman et al. 2006).

৯ টি দেশের (Canada, Colombia, Germany, Mexico, South Africa, Thailand, Turkey, United States, and Zambia) ৮৫৪ জন পতিতার মাঝে পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে আমাদের কাছে না পৌঁছোনো এক আকুতি। ৭১% শারীরিক প্রহারের শিকার, আর ৬২% নিয়মিত ধর্ষণের শিকার। ৮৯% এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু তাদের আর উপায় নেই (Farley et al. 2003)।

পতিতাবৃত্তি মরণঘাতী (lethal) পেশা (Dalla et al. 2003; Potterat et al. 2004; Quinet 2011).

যেকোন ধরনের দেহব্যবসার পরিণতি emotional distress যেমনঃ হতাশা, আত্মহত্যার প্রবণতা, আঘাত পরবর্তী স্ট্রেস ডিজর্ডার (PTSD), নিজেকে গুটিয়ে নেয়া, মাদকাসক্তি।(Brody et al. 2005; Ling et al. 2007; Pedersen et al. 2016)

একটা দেশে ৯৩% পতিতা গালিগালাজ, জোর করা, অত্যাচারের শিকার হয়। ৭৮% পতিতা যৌনমিলনকালে নির্যাতনের শিকার হয়। ৬০% কে শারীরিক নির্যাতন করা হয়, চুল টানা থেকে নিয়ে প্রচণ্ড আঘাত। ৫৮% এর সাথে খদ্দেররা হয় মজুরি দেয় না, বা যা আছে ছিনতাই করে নেয়। মুক্তমনাদের স্বর্গরাজ্য নেদারল্যাণ্ডের ২০১৪ সালের রিপোর্ট (https://nltimes.nl/…/05/dutch-sex-workers-face-violence-rep…)

স্বাভাবিক নারীদের চেয়ে ভাসমান পতিতাদের খুন হবার ঝুঁকি ৬০-১০০ গুণ বেশি। 'Prostitute Homicides A Descriptive Study' Journal of Interpersonal Violence, Volume: 23 issue: 4, page(s): 505-543, Issue published: April 1, 2008

(http://journals.sagepub.com/d…/abs/10.1177/0886260507312946…)

আধুনিকতা নারীকে দিয়েছে সম্মানের দারুণ দারুণ সব পেশা। 'জরায়ুর স্বাধীনতা' আজ এখানে নিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার নারীকে। নারী স্বাধীনতার পথপ্রদর্শকদের আজ এই অবস্থা। দেখো দেউলিয়ারা, তোমাদের গন্তব্য এখানে।
Shamsul Arefin Shakti
September 4, 2018 ·
(শ)

ইনবক্সে অনেক ভাই প্রেসক্রিপশন চান। রোগীকে নিজ চোখে না দেখে ওষুধ বলে দেয়াটা একদম চিকিৎসাশাস্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ। আপনি আপনার রোগটাকে যতটা হালকা মনে করে ইনবক্সে ওষুধ চাচ্ছেন। আমি ডাক্তার হয়ে আপনার রোগকে অতখানি হালকা মনে করতে পারছি না। এটা আমার ডাক্তারত্ব পরিপন্থী। আপনার বলা প্রতিটা লক্ষণকে আমার গুরুত্ব দিতে হয়, আপনার কনকন-খনখন-চনমন-কিটকিট-ভোঁভো এগুলোও আমার কাছে মূল্যহীন না। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনি সচেতন না হতে পারেন, কিন্তু আমি অসচেতন হয়ে মামুলিভাবে একটা কেমিক্যাল আপনাকে খেতে বলতে পারিনা। স্যরি।

(ষ)

বড়জোর আপনাকে আমি কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এতটুকু বলতে পারি। নাক্কানগলা নাকি নিউরোমেডিসিন, সার্জারি না গাইনী, অর্থোপেডিক্স নাকি নিউরোসার্জারি। ব্যস। এর বেশি না। আর হয়তো ওষুধ ছাড়া কিছু পরামর্শ। এর বেশি কোনভাবেই না। এরপরও জোরাজুরি কাম্য কি?

(স)

অনেকসময় ইমার্জেন্সিতে ফাঁকে ফাঁকে বা বাসের ভিতর বা মসজিদ-টু-বাসা হাঁটতে হাঁটতে ইনবক্স দেখি। মেসেজ সীন হয়। কিন্তু সেসময় রিপ্লাই/পরামর্শ দেবার অবস্থা, মওকা বা ইচ্ছে কোনটাই থাকেনা। পরে দিব ভেবে ফেলে রাখি। হয়তো পরেও দেয়া হয় না। ওপাশের ভাই ভাবেন, মেসেজ সীন করে রিপ্লাই দেয় না। অভদ্র, ভাব নেয়, সালামেরও উত্তর নেয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনবক্সেও ঝড় বয় কখনও সখনও। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমার জন্য কষ্ট পেয়ে থাকলে আপনারাও ক্ষমাসু্ন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

(হ)

বইয়েও 'ডা. শামসুল আরেফীন' লিখতে চাইনি। প্রকাশক উস্তাদের মতে, বইয়ের বিষয়বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে 'ডা.' ভূমিকা রাখবে। পারতপক্ষে নামের সাথে লিখিনা। হাসপাতাল বা চেম্বারের বাইরে আমি শুধুই একজন 'শামসুল আরেফীন'। সে ক্লান্ত হয়, ঘুমাতে ভালোবাসে, মেয়েটার সাথে খেলতে ভালোবাসে, মসজিদে কিশোর-তরুণদের নিয়ে ঈমানী মজলিস করতে চায়, রাস্তা দিয়ে গল্পের প্লট ভাবতে ভাবতে হাঁটে। সে তখন ডাক্তার না, স্যার না। এক সাধারণ, অতি ক্ষুদ্র, গুনাহগার আরেফীন ভাই। ফেসবুকে এসেও মজা করতে চাই, হাসিঠাট্টার মাঝে কিছুটা দাওয়াহ, কয়েকটা প্রোফাইলের আপডেট চেক।

তারপরও রাস্তায় কেউ আটকে, মসজিদে, হাটে বাজাররত অবস্থায়, ইনবক্সে কেউ ডাক্তারি সাহায্য চাইলে 'না' করাও যায় না, করা উচিতও না, করিও না। তবে তারও একটা লিমিট কি নেই? ইনবক্সে ওষুধ লিখে দিতে হবে? রোগী না দেখে? মাফ চাই। সবার দ্বারা কি সব হয়? Shamsul Arefin Shakti
August 23, 2018 ·
যখন ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম, তখন নিজের মধ্যে ও অন্যান্য নেতাকর্মীর মাঝে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করতাম। তখন বুঝতাম না, হয়ত যারা এখনও করে তারাও বুঝে করে না। কিন্তু বিষয়টা সিরিয়াস, কতটা সিরিয়াস এখন বুঝি। আল্লাহ মাফ করুন। আমার এই পোস্ট হয়ত আমার সেই বড়ভাই, সহপাঠী ও ছোটভাইদের নজরে পড়বে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দিন।

এমনিতেই সেকুলার ছাত্ররাজনীতির সংশ্লিষ্টদের ভিতর ৫ ওয়াক্ত নামাযী খুঁজে পাওয়া দশমিকের পর ষাটটা শূন্যের সম্ভাবনা। তার ওপর সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হল ‘আল্লাহ' শব্দটা উচ্চারণ নিয়ে একধরনের সংকোচ। সভা সেমিনারে বক্তব্য, উৎসবে শুভেচ্ছা, কিংবা লেখনীতে ‘আল্লাহ’ শব্দটা যতটা এড়ানো যায়। অমুসলিম নেতাকর্মীরা যাতে মন খারাপ বা ছোট না করে। ‘আল্লাহ’ শব্দটা নিজেকে আবার সাম্প্রদায়িক করে ফেলে কি না, অমুসলিমরা আবার মন খারাপ করে কি না। এজন্য ‘আল্লাহ' শব্দের চেয়ে স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা/ সর্বশক্তিমান/God শব্দটা সেফ। স্রষ্টা আমাদের সহায় হোন। সৃষ্টিকর্তা আমাদের কবুল করুন। সর্বশক্তিমানের কৃপায় আমরা সফলভাবে সুসম্পন্ন করেছি। May God accept our good deeds.ইত্যাদি। আমি ‘আল্লাহ’ ভেবেই বললাম, হিন্দুরা ত্রিমুখী ‘ব্রহ্মা’ ভেবে নিক, খ্রিস্টান কেউ থাকলে মরণশীল মানব ‘যীশু’কে ভেবে নিক। আমার দুনিয়াও কামিয়াব, আখিরাতও কামিয়াব। অথচ আপনি কালিমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়ার দাবি করেন। আপনি একথা স্বীকার করার দাবি করেন যে, যীশু-কৃষ্ণ-ব্রহ্মা এরা কেউ সৃষ্টিকর্তা নয়, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

তাহলে আপনি এটা কী বললেন? আল্লাহকে স্রষ্টা সাক্ষ্য না দিয়ে আপনি অস্পষ্ট করে দিলেন 'আল্লাহ' শব্দটা লুকিয়ে? নিজের ঈমানকেই, কালিমাকেই লুকিয়ে ফেললেন শব্দের প্যাঁচে?

কুফর আর ঈমানের মাঝে কোন ধোঁয়াশা নেই, ভাই। এমন ধোঁয়াশা সৃষ্টিকারী শব্দ থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। যে শব্দ ব্যবহার করে আপনি শব্দটির মধ্যে গুণটির মধ্যে (স্রষ্টা গুণ) আরও কিছু শরীক করে দিলেন, শব্দটির শরীকানা সাব্যস্ত করে দিলেন, শরীক ভাবার সুযোগ করে দিলেন, আল্লাহ অবশ্যই সেসব মিথ্যা স্রষ্টার থেকে মহাপবিত্র। অবিশ্বাসীরা কী ভাববে এজন্য ‘আল্লাহ’ শব্দ ব্যবহারে আপনি লজ্জা পেলেন, সংকোচ অনুভব করলেন। ভাবা যায়? একই সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাবিও করলাম, আবার মুখে ‘স্রষ্টা’ শব্দে শরীকানার সুযোগ দিলাম এবং ‘আল্লাহ’কে স্বীকৃতি দিতে সংকোচ বোধ করলাম। যত সহজে ‘সৃষ্টিকর্তা' বলে জেনারেলাইজ করে কাফিরদের মন জয় করে ফেললাম, বিষয়টা কিন্তু অত সহজ না। ঈমান-কুফরের বিষয়, কোন ধোঁয়াশা মনে কিংবা মুখে রাখা যাবে না। কোন কনফিউশন রাখা বা বলা যাবে না। সুষ্পষ্ট শব্দে কালিমা ঘোষণা করার নামই ঈমান, বিপরীতের নাম কুফর। দুয়ের মাঝে কিছু নেই। ঈমানের সাথে জীবনভর আমলের সাথে এক বুঁদ কুফর ‘আখসারীনা আ'মালা', জীবনের সব আমল নষ্ট করে দেয়, সব। আমি ভাবছি আমি মুসলিম, অথচ আল্লাহর খাতায় আমি কাফির না তো?

সব প্রশ্নে আপোষ চলে, এই ঈমানের প্রশ্নে আপোষের নামও কুফর। বরং আরও খারাপ, মুনাফিক বলা হয় তাকে। কাফিরের চেয়েও শাস্তি বেশি। সুতরাং কোন সংকোচ নয়, স্পষ্ট শব্দে সব জায়গায় বলুন, আমার রব ‘আল্লাহ’। বলুন, সৃষ্টিকর্তা ‘আল্লাহ’। স্পষ্ট করে বলুন। ব্রহ্মা-যীশুর সুযোগই নেই ভাবার, স্রষ্টা একমাত্র ‘আল্লাহ’। সর্বশক্তিমান ‘আল্লাহ’। বলুন, May Allah bless you. কাফির তো এমনিই ধ্বংস, তাদের মন যুগাতে গিয়ে নিজে বরবাদ হবেন না। এমনিতেই নামায পড়ছেন না, মাফ হতেও পারে, সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ‘আল্লাহ’ বলতে লজ্জা পেলে হপে বাইয়া? কবরে প্রশ্ন হবে: মান রব্বুকা? তোমার রব কে? তখন স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, God এসব পলিটিক্যাল টার্ম ইউজ করলে খবর আছে। স্পষ্ট বলতে হবে, রাব্বী আল্লাহ। মোচড়ামোচড়ি করলে কী হবে আর ভাবা যায় না। বেঁচে থাকতে ‘আল্লাহ’ বলা অভ্যাস না হলে ঐ ভয়াবহ কন্ডিশনে মুখে আসা টাফ। যেমন মেডিকেলের ভাইভা দিয়েই বুঝে আসে। বলে বলে প্র্যাক্টিস না হলে শাহনাজ ম্যাম, শিবলী স্যারের সামনেই জবানে আসে না। আর মুনকার-নাকীরকে দেখাটাই একটা আযাব। সেখানে জবানে আসার কথা চিন্তাই করা যায় না। সুতরাং সাবধান ভায়েরা আমার।

লাস্টলি, ৫ ওয়াক্ত নামায ছাড়বেন না। রাজনীতি করছেন করেন। নামায হল ঈমানের হেফাজত। আলিমরা বলেন, নামায ত্যাগকারীর কাফির হয়ে মরার সম্ভাবনা আছে। উপরের আলোচনায় তো দেখলেনই কীভাবে ধাপে ধাপে কাফির হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর নাম নিতেই লজ্জা লাগছিল। এজন্য ৫ ওয়াক্ত নামায ছাড়বেন না। তাহলেই ঈমান নিয়ে কবরে যাবার একমাত্র সম্ভাবনা।

সংগঠনের সাবেক সদস্য হিসেবে কিছু কথা পেশ করলাম। এ কথাও কারো খারাপ লাগলে নিশ্চিতভাবে নিজের ঈমান নিয়ে সন্দিহান হতে পারেন। আমি কোন বিতর্কিত বিষয়ে কথা বলিনি। ইসলামের পয়লা টপিক নিয়ে বলেছি যা পার না হলে ইসলামে আসাই যায় না। নতুন করে কালিমা পড়ার প্রয়োজন হতে পারে। কোন আলিমের শরণাপণ্ন হোন। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

Shamsul Arefin Shakti
August 22, 2018 ·
আমার এক নাস্তিক বন্ধু ছিল, আরবি নামের। ইন্টার্নশিপে দুজন একসাথে নাইট ডিউটি করছিলাম। আগে কখনো এতক্ষণ কথা হয়নি, হলে থাকতো না। লাইব্রেরিতে পড়ত রাত অব্দি, এরপর বাসায় চলে যেত। ছাএলীগের পয়লা সারির নেতারা সাধারণত লাইব্রেরি কি, কেমন দেখতে, মেডিকেলের বই না গল্পের বই থাকে, এসব খুব একটা জানে না। তাই ওর সাথে আমার পুরো ৫ বছরে হাতে গুনে দেখা হয়েছে। ইন্টার্নির শিশুবিভাগে ঐ রাতে ওর সাথে আমার অনেক কথা হয়। নতুন হুজুর বলে ওর সব জবাব আমার কাছে ছিলো না, আর ও জবাব চেয়ে প্রশ্নগুলো করেওনি। যা হোক যেটা বলার জন্য ওই রাতের কথা পাড়লাম, সেদিন ও আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল।

- আচ্ছা পৃথিবীর রাজনীতি এখন যেভাবে এগোচ্ছে, তোর কি মনে হয়, সামনে কী কী হতে পারে?

- সামনে কি হবে তা তো বলা যায় না। তবে আমাদের নবীর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যেগুলো আমরা বিশ্বাস করি। আমিও ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমনটাই হবে বলে মানি।

- কেমন বল তো শুনি।

আমি ইমাম সাহেবের আগমণ সম্পর্কে যে ক'টা হাদিস জানতাম ওকে বললাম। ও চুপ করে শুনলো, কোন বাধা দেয়া ছাড়াই। তারপর ও বলল,

- আমারও তাই মনে হয়। এই একমেরু বিশ্বরাজনীতি চলবে না। দ্বিমেরু আসবে আবার। নিষ্পেষণ চরমে পৌঁছলে নিষ্পেষিতদের মধ্যে একজন নেতা দাঁড়িয়ে যান, ক্যারিশমাটিক নেতা, যার মুখের কথায় ইতিহাস বদলে যায়।। স্পার্টাকাস থেকে শুরু করে লেনিন, হিটলার, ক্যাস্ট্রো, ম্যান্ডেলা,গান্ধী কিংবা বঙ্গবন্ধু। ইতিহাস এই প্যাটার্নটাই ফলো করে। আমারও মনে হয় সামনে মুসলিমদের একজন নেতা তৈরি হবে। দ্বিমেরু বিশ্বরাজনীতি তৈরি হবে।

জানি না দুআটা করা যায় কি না। মুরতাদদের জন্য দুআ করা নিষেধ জানতাম। আমি দুআ করি আল্লাহ সকল নাস্তিক শাতিম ইসলামবিদ্বেষীকে লম্বা হায়াত দান করুন। শতায়ু হও তোমরা। দেখে যাও সেদিন। যেদিন করজোরে কাঁপতে কাঁপতে তোমাদের আশ্রয়দাতারা ফিরিয়ে দেবে তোমাদেরকে দ্বিতীয় মেরুর হাতে। আমি হয়তো দেখবো না, কিন্তু তোমরা নিজের চোখে সেইদিন নিজের বিচার দেখে যাও। আল্লাহ তোমাদের সুস্থ সবল নীরোগ লম্বা হায়াত দিন।

ক্যাডেট কলেজে আমার সবচে' প্রিয় শিক্ষক ইতিহাসের জনাব হেদায়েতুন্নবী স্যার বলেছিলেন:

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।

[Shamsul Arefin Shakti]

August 18, 2018 ·

খচখচঃ

এই উম্মাতের কুরআন শেখার বিকল্প নাই। শিখতেই হবে। শুধু তিলওয়াত শেখার কথা বলছি না। কুরআনের আহকামাত, এই কুরআন আমাকে কী বলে, আমার কাছে কী চায় , এটা শেখার কথা বলছি।

দীন সম্পর্কে উদাসীন বৃহত্তর অংশের কথা বাদ দিলাম। আমরা যারা নিজেদের দীনদার মনে করি/দাবি করি , আমরাও কুরআন শেখা বলতে নাজেরা পড়াকেই মনে করি। নিজে বা সন্তানকে এটুকু শিখোবার বন্দোবস্ত করেই আত্মতৃপ্তিতে ভুগি।

অনেকে যারা ব্যাপারটা উপলব্ধি করি , তারা একটা প্লেইন অনুবাদ নিয়ে বসে পড়ি। বা বড়জোর একটা টীকাসহ অনুবাদ কিংবা সংক্ষিপ্ত তাফসীর। কিন্তু এর রিস্ক আছে। নিজের মত করে বুঝার বা আংশিক বুঝার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

যেমন, নিজের উদাহরণ দিই। প্রথম পড়ি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের তরজমাটা। এরপর পড়ি তাফসীরে উসমানী। মাআরেফুল কুরআন সংক্ষিপ্তটা কিছু কিছু সূরা জায়গা জায়গা থেকে। রিস্কটা বুঝানোর জন্য বলছি। চোরের হাত কেটে দাও। এই আয়াতটার অর্থ জানাটাই যথেষ্ট

না। এসংক্রান্ত হাদিস ও মাসআলাগুলো না জানলে আয়াতকে ভুল বুঝা বা বেশি কঠোর মনে হবার সম্ভাবনা আছে। পরে হিদায়া অনুবাদ পড়ার পর পুরোটা বুঝে এল। দশ দিরহামের কমের জিনিসে কাটা যাবে না, দুর্ভিক্ষের সময় চুরি করলে কাটা যাবে না, অরক্ষিত জিনিস চুরি হলে কাটা যাবেনা, অনেক বস্তু আছে পরিত্যক্ত / মূল্যহীন, বা যা চুরি হয়েছে তাতে চোরের প্রাপ্য থাকলে কাটা হবে না। কিন্তু ঐ সময় দিলে খচ করে উঠেছে, তা করত না যদি কেন আলিমের কাছে তাফসীর বা তরজমা পড়তাম। উনি তরজমার সাথে প্রাসঙ্গিক মাসআলা- হাদিস বলে আয়াতের উদ্দেশ্য-অর্থ ক্লিয়ার করে দিতেন। এতো গেল একটা, এমন আরও আয়াত আছে যা আংশিক বুঝলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এজন্য আলিমগণ একা একা তাফসীর পড়াকে নিরুৎসাহিত করেন। শুধু তরজমা পড়ার বিপদ আরও বেশি। একা একা না পড়াই উচিত, আমি একমত। নিজেকে দিয়ে বুঝেছি।

কিন্তু কুরআন না শিখেও তো উপায় নেই। আল্লাহর অনেক হুকুম আছে, তাওহীদের অনেক ঐক্যমত বেসিক বিষয় আছে যা এখন সুরেলা ওয়াজ তো দূরে, আম খুতবা বা মজলিসে বয়ানের সুযোগ নেই। অনেক ফরজে আইন- ফরজে কিফায়া হুকুম আছে যার ওয়াজ লেকচারে আলোচনার সুযোগ নেই। এমন অবস্থা যেন সেগুলো কুরআনে নেই-ই। এজন্য শিক্ষিত অংশটাকে অবশ্যই কুরআনমুখী হতে হবে। শতভাগ মানতে না পারলেও জানতে হবে, না মানার আফসোস থাকতে হবে। নয়তো জবাবদিহি আছে। শতভাগ দীন জানতে হলে কুরআন শেখার আর কোন বিকল্প নেই। কেননা দীনের কিছু অংশের জন্য ওয়াজ-নসীহতের পথ বন্ধ।

আবার একলা শেখারও বিপদ আছে। এখন কীভাবে আলিমগণের তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে কুরআনের চর্চা করা যায় সেটার ফরমেট বানানো দরকার। অনলাইন-অফলাইনে। Online Islamic Study Panel নামে একটা গ্রুপে ক্ল্যাসিকাল তাফসীর পড়ছি শাইখ Munirul Islam Ibn Jakir হযরতের নিগরানীতে। এমন আরও গ্রুপ হওয়া চাই। আর অফলাইনেও রোজ কিছু সময় মসজিদে কুরআনের হালাকা আয়োজন করতে পারেন।

আরেকটা জিনিস হয় কি না। পা পিছলানোর জায়গা গুলো নিয়ে একটা কিতাব হল। সেটা সবাই তাফসীর পড়ার আগে পড়ে নিলাম। বা তাফসীর পড়ার সাথে কাছে রাখলাম। বা সেই জায়গাগুলোতে নিকটস্থ আলিমের সাহায্য নিলাম। আগেই জানা থাকল, কোথায় কোথায় অবশ্যই আলিমের শরণাপণ্ন হতেই হবে। এমন একটা কিতাব হতে পারে কি না।
Shamsul Arefin Shakti
August 12, 2018 ·
আপনাগেরে একখেন দুআ Shamsul Arefin Shakti
August 12, 2018 ·
ফেসবুকে দ্বীনি লেখালেখির একটা অনেক বড় নেগেটিভ দিক হল, এ ঘরণার অনেক লেখকই একসময় নিজেকে নসিহত গ্রহনের উর্দ্ধে ভাবতে থাকেন। লাইক কমেন্ট অার মেকি ভালবাসায় সিক্ত মানুষটি একসময় ভুলে যান, তার নিজের গোপন পাপাচারের কথা। অামলি দুর্বলতার কথা। অন্যকে তাচ্ছিল্য করে তার লেখাগুলো যেন দাবী করে, তার কোন অতিত নেই।

একটা স্ট্যাটাসে লেখা দেখলাম, লেখক বলছেন, "ফেসবুকে অাসলে অন্যের লেখা খুব একটা পড়া হয় না।" - অথচ নিজে কিন্তু লিখছেন প্রায় প্রতিদিন। নসিহত দেয়ার সময় হয়, গ্রহনের সময় হয় না কেন ভাই? অহংকারীর শেষ পরিণাম তো এমনই, তার কথায় কাজে যে অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে, এ হুশই তার থাকেনা।

ফলোয়ার সংখ্যা প্রতিদিন কী হারে বাড়ছে, কত মানুষ তাকে "অাল্লাহর জন্য ভালবাসি" বলছে, লেখার প্রশংসা কী পরিমান অাসছে, এটাই হয়ে যায় তার দ্বীনি লিখার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এটেনশন সিকার এ মানুষগুলো এমন সব অামলের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন, যেগুলোতে তিনি নিজেই দিনের পর দিন অবহেলা করে যাচ্ছেন। নিজের সাথে এ প্রতারণা লম্বা সময় ধরে করাতে একসময় অার নিজেকে প্রতারকও মনে হয় না।

উপরোক্ত দোষে অামি সবচেয়ে বেশি দোষী। অাল্লাহ যেন অামাকে ক্ষমা করেন। নিজেকে চেনার তাউফিক দেন। দুঅার অনুরোধ রইলো।

অামাদের সালাফরা বড় অদ্ভুত সুন্দর দুঅা শিখিয়েছেন৷

"হে আল্লাহ! আমি এমন অবস্থা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই, যে অবস্থায় অন্যেরা আমাকে ভালো জানবে, অথচ আমি ভিতরে ভিতরে মন্দ হবো। অন্যেরা আমার প্রতি উচ্চাশা পোষণ করবে অথচ আমি হবো অকর্মণ্য। আপনার বান্দারা আমাকে ভালোবাসবে, কিন্তু আমি আপনার সন্তুষ্টির পথ হতে দূরে সরে যাবো।"

Don't praise me for being on Deen. Because I have faults, you've never seen

কার্টেসী-রেদওয়ান কবির ভাই

শিকোয়ে দেই। আলহামদুলিল্লাহ দুআখেন আমলের তৈফিক পাচ্ছি, আপনেরাও মুখস্ত করে আমল করলি আমিউ বদলা পাবানে। দুনিয়ার ভেকসিন নিয়ে মাঝখানে বেশ লিকালিকি হচ্ছিল। আমার এক্সপাট (?) মতামত চাওয়া হচ্ছিল। দুনিয়ার কোন ভেকসিন কাজ্জকরী নাহি, এটে না বলতিপার্লিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাগেরে একখেন ভেকসিন কয়ে দিয়ে গেছেন। এটে যে কাজ্জকারী এতে কোন সন্দো নেই। যেকোন রুগী দেকলিপরে এটে পড়বেন:

"আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদ্দ্বলানী আলা কাছিরিম মিম্মান খলাক্বা তাফদ্বীলা"।

অর্থ মোটামুটি এমন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে নিরাপদ রেখেছেন সেই বিপদ থেকে যাতে তোমাকে রেখেছেন। এবং আমাকে ফজীলতপ্রাপ্ত অনেক মানুষের চেয়ে ফজীলতে রেখেছেন।

যেকোন রুগী, পঙ্গু, বিপদগ্রস্ত ভাইর দেকলিপরে এই ভেকসিনির দুআ পড়ে নুবেন। ব্যস, নিরাপদ ইনশাআল্লাহ।
Shamsul Arefin Shakti
August 8, 2018 ·
ক.

ফাউন্ডেশন ট্রেনিং-এ একজন যুগ্মসচিব সেশন নিচ্ছিলেন। উনি ওনার একটা ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিলেন, সিঙ্গাপুরের।

১৯৬৫ এর আগস্টের এক সকাল। আকাশ ভেঙে পড়ল সিঙ্গাপুরের জনগণের মাথায়। অধিবাসীরা জানল, মালয়েশিয়ান ফেডারেশন থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে। বাধ্যতামূলকভাবে স্বাধীন করে দেয়া হয়েছে। প্রধান নেতা লি কুয়ান প্রেস কনফারেন্সে কাঁদতে কাঁদতে

বলল: "আজকের এই মুহূর্ত আমার কাছে অসহনীয়। সারাটা জীবন আমি একত্রীকরণের স্বপ্ন দেখেছি। আজ কীভাবে আমি সহ্য করব?"। একটা নগর রাষ্ট্র, ফসলী জমি নাই, খনিজ নাই।
কীভাবে রাষ্ট্র চলবে ভেবে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই সিঙ্গাপুর আজ কোথায় চলে গেছে। আমাদের মাত্র ৬ বছর আগে স্বাধীন হয়েছে। অথচ, আমাদের সবই ছিল।

স্যার বলেন: আমরা এয়ারপোর্টে নামলাম রাত দুটোয়। নেমে একটা ক্যাব নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম, সাথে গাইড। সিগন্যাল পড়ল। আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়াল, কিন্তু কোন গাড়িটাড়ি ক্রস করলো না, খামোখা সিগন্যাল। যখন সবুজ হল, আমাদের ক্যাব ছাড়লো, আমি জিগেস করলাম, তুমি তো না থামলেও পারতে, যেহেতু ডান-বামে কোন গাড়ি ছিলোনা, সোজা চলে যেতে পারতে। ড্রাইভার শোনালো আজব কাহিনী। ওদের দেশে নিয়ম হল, কেউ যদি অটোকন্ট্রোলড সিগনাল না মানে, পুলিশের উপর নির্দেশ সরাসরি গুলি। কেউ জানবে না কোথা থেকে গুলি এলো, কোথায় আছে পুলিশ। আইন করার পর থেকে এখন পর্যন্ত একজন ড্রাইভারকে গুলি করতে হয়েছে, তাও মরেনি।

খ.

নতুন একটা দেশের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হল 'দুর্নীতি'। সিঙ্গাপুর খুব সফলভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর পিছনের ঘটনা হল, লি কুয়ান সরকারি আমলাদের কাছে বেতন স্কেল চেয়েছেন। আমলারা নিজেদের চাহিদা মত বেতন স্কেল করে দিয়েছে।

- এটা হলে তোমাদের মাস চলবে তো? নাকি আরও লাগবে?

- এতেই চলবে।

- এর দ্বিগুণ বেতন দেব তোমাদের। কিন্তু দুর্নীতি পেলে মৃত্যুদণ্ড।

গত ৫৩ বছরে ২/৩ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

গ.

আইনের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে প্রথমে। আইনের উদ্দেশ্য কি অপরাধীর সাজা? নাকি অপরাধ হতে না দেয়া? অপরাধীর সাজা দিয়ে তো ক্ষতি উঠে আসবে না। খুনীকে ফাঁসি দিয়ে তো নিহতকে বাঁচানো যাবে না। বরং ফাঁসি যেহেতু কাউকে দিতেই হচ্ছে, এমনভাবে দেয়া চাই, যাতে আরও দশটা পটেনশিয়াল খুনী সতর্ক হয়। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হল উদ্দেশ্য, অপরাধী নিয়ন্ত্রণ নয়। ব্রিটিশ মনমানস থেকে আমরা আর বেরোতে পারলাম না।

আইন হতে হবে কঠোর। শুনতে যেন কঠোর শোনা যায়, কিছুটা অমানবিকও (!) হওয়া চাই। কেননা শাস্তিটা মানবের হচ্ছে না, হচ্ছে অপরাধী এক পশুর। তাই আইন কখনো মানবিক হবে না, আইন হবে পাশবিক। শুনলে যেন ভয় লাগে, ওরে বাবা। শুনতেই যদি জানের পানি না শুকায়, তাহলে করতেও ডাল-ভাত মনে হবে। আর শুনতেই যদি ভয়ঙ্কর লাগে, তাহলে প্রয়োগও কম করতে হবে। আর আইন যদি হয় দু'পাঁচ বছর বসে বসে খাওয়া, তাহলে তো...

ঘ.

আসল যে কথা বলার জন্য পোস্ট লেখা শুরু করেছিলাম সেটা ভুলে গেছি। পরে মনে পড়লে বলবোনে।

CHINA
MYANMAR (Burma)
Hanoi
Luang Prabang
Chiang Mai
Rangoon
LAOS
THAILAND
VIETNAM
Bangkok
Pattaya
CAMBODIA
ANDAMAN SEA
Phnom Penh
Ho Chi Minh City
GULF OF SIAM
Phuket
Hatyai
SOUTH CHINA SEA
Penang
MALAYSIA
Kuala Lumpur
INDONESIA
SINGAPORE

Shamsul Arefin Shakti
June 20, 2018

ক.

গেদাবাচ্চাদের জন্য কিছু দীনী কাজ হওয়া দরকার। এইজগ্রুপ ভাগ করে কাজ করা যায়।

৩-৫ বছর: কিছু কমিকস যা মায়েরা পড়ে শোনাবে/ ভিডিও জাতীয় কিছু

৫-১০ বছর: কমিকস, আকীদা সিরিজ, হাদিস সংকলন, সীরাত ও হায়াতে সাহাবা থেকে গল্প সংকলন

১০-১৫: হাদিস সংকলন, গল্প সংকলন সীরাত থেকে, কুরআন বেসিক, আকীদা বিস্তারিত, তাওহীদ-কুফর দ্বন্দ্ব, সাহাবী-তাবেঈনদের কৈশোর

খ.

আমরা টেক্সট বইয়ের সাথে ছোটবেলায় "একটিভ ইংলিশ" পড়তাম, গ্রামার পড়তাম যেগুলো সরকারি না, বাইরে থেকে কিনতাম। স্কুল সিলেক্ট করে দিত। ওগুলো কি এখনও আছে?

একটা একটিভ ইংলিশ বই করা যায় দীনী মেজাজের? একটা ইংলিশ গ্রামার যেখানে ট্রান্সলেশন দিয়ে দীন শেখাবো? পাপীরা আগুনে পুড়িতে থাকিবে। জারিফ শবে কদরে নামাজ পড়িয়াছিল। আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিকে উঠান।

একটা বাংলা গ্রামারও চেষ্টা করা যেতে পারে।

গ.

স্কুলের ইসলাম শিক্ষা বইটা পর্যাপ্ত না। পরীক্ষার ছুটিতে বাবা মায়েরা একটা দীন সিলেবাস করতে পারেন বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য। এমন ক্লাস ওয়াইজও হতে পারে বইগুলো বয়স ওয়াইজ না হয়ে। আমি একটা করেছিলাম। পরে দিবনে ইনশাআল্লাহ। আপনারা কেউ করলে শেয়ার করতে পারেন। ইদানীং মনটন খারাপ থাকে। তাই বাচ্চাদের নিয়ে ভাবি। মন ভাল হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ।
Shamsul Arefin Shakti
July 21, 2018 ·
বিরক্ত না হয়ে পড়তে থাকুন। নিচে সোনাদানা আছে মে বি।

মুফতি তালহা সাহেব। বয়েসে আমার চেয়ে হয়ত ছোটই হবে, এই পঁচিশ-ছাব্বিশ। আমার সাথে পরিচয় বেশিদিন না, তবে সম্পর্ক অনেকদিনের। আমার শ্বশুরমশাই আরব জামাতের সাথে চিল্লায় ছিলেন আমার মহল্লাতেই, ঐ জামাতে ১ সালের সফরে ছিলেন তিনি। সেই থেকে পরিচয়। যতই তাঁকে নিয়ে ভাবি, অবাক ছাড়া আর কিছু হইনা।

ঐ সফরের পর ৬০ দিনের জামাত নিয়ে উনি চুয়াডাঙ্গা আসেন। একদম গ্রামের আনপড় কিছু মানুষ, তাদের জিম্মাদারি নিয়ে চলতে হয়েছে এক-দুই না ৬০ দিন। এটা যারা তাবলীগে সময় দিয়েছেন, আমীরের দায়িত্ব পেয়েছেন, তারা বুঝবেন। ২০ জনের ২০ রকম রুচি, এটিটিউড, ইখতিলাফ, ঝগড়া, সমস্যা সব ম্যানেজ করে রাখা, আবার দীন শেখানো, দাওয়াত শেখানো, রুটিন গ্রুপওয়ার্ক করানো সব আঞ্জাম দেয়া চাট্টিখানি কথা না। আমি যেহেতু তখন কাছাকাছি থাকতাম, আমাকে বার বার বলতেন একটু আসতে, সাথীদেরকে একটু বুঝাতে। আমি দুনিয়ার আঠা থেকে ছুটে একদিনই যেতে পেরেছিলাম। কী খুশি তার চোখে মুখে।

পরের সফরে আবার চুয়াডাঙ্গা, আরব জামাত নিয়ে এসেছেন। আমার অবাক হবার পালা এখন। আমাকে ডাকলেন, আমি দুনিয়ার আঠা ছুটিয়ে গা-টা ছিলে হাজির হলেম। গত সফরের ভয়ংকর ৬০ দিনে উনি একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছেন, আল্লাহ উনাকে দিয়ে করিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার ১ নম্বর বয়েজ হাইস্কুলের নাম ভি.জে.স্কুল। সারা চুয়াডাঙ্গার পিএসসি-তে টপ করা ছেলেগুলো এখানে পড়ে। উনি সেই স্কুলের ক্লাস নাইনের এক ছেলেকে পেলেন, যে জেএসসি পর ১ চিল্লা দিয়েছে। এবার মুফতি তালহা ফিকির করা শুরু করলেন। সেই ছেলের রাহবারিতে ভি.জে. স্কুলের ক্লাস নাইনের (বর্তমান টেন) রোল ১ থেকে ২০ ছেলেগুলোর কাছে গেলেন, একদম বন্ধু হয়ে গেলেন। আড্ডা-গল্প-খাওয়াদাওয়া। দীনের দাওয়াত। এই ছেলেগুলো সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট মসজিদে একত্রিত হয়। এমন একটা জমায়েতে আমি গিয়েছিলাম। তারা এটাও জানে না মুফতি তালহা একজন মুফতি। উনি জানাননি যাতে দূরত্ব না হয়, যেন ওনাকে জাস্ট একজন বড়ভাই-ই মনে করে। আমি গিয়ে আবিষ্কার করলাম—

১. তারা সবাই আগের সপ্তাহে জমায়েত থেকে এই জমায়েত পর্যন্ত ৭ দিনে ৩৫ ওয়াক্ত নামাযই পড়েছে। দুএকজনের দুই-তিন ওয়াক্ত কাজা হয়েছে, তবে কাজাও পড়ে নিয়েছে।

২. সবাই টাখনুর উপর কাপড় পরে। মুফতি সাহেবই নিষেধ করেছে কাটতে, ভাঁজ করে পরে।
কাটলে বাবা মায়ের তরফ থেকে প্রতিকূলতা আসতে পারে।

৩. কেউই গান শোনে না। মুফতি সাহেব রিপোর্ট চাইলেন, এই সপ্তাহে কে কোন গুনাহ ছেড়েছো। সবাই এটার কথা কমনলি বলেছে। আরও নানান গুনাহ ছাড়ার কথা বলেছে।

৪. সবাই পরের সপ্তাহে নজরের হিফাজত করবে বলে সংকল্প করল। এবং রিপোর্ট দেবে।

৫. সবাই একজন করে বন্ধুর দায়িত্ব নিল যারা এখানে আগে আসেনি। তাকে আনবে এবং মনিটর করবে তার নামায ইত্যাদি।

৬. এসএসসি পরীক্ষার পর সবাই ১ চিল্লার জন্য বের হবে ইসলামী লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য। এজন্য অধিকাংশই মাটির ব্যাংক কিনেছে এবং রোজকার খরচ, ঈদের সেলামী থেকে টাকা জমাচ্ছে। যারা এখনও করেনি তারাও সংকল্প করেছে। কেউ কেউ গীটার কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছিল, সেটা ব্যাংকে দিয়ে দিয়েছে।

৭. সামনের ছুটিতে সবাই ৩ দিনের জন্য জামাতে বের হবে।

৮. দুই সেকশনের ফার্স্টবয়দের উপরেই পুরো মেহনত চালানোর ও পরের সপ্তাহে একত্রিত হবার দায়িত্ব। সেই সাথে নিচের ক্লাসের ১-২০ রোলের উপরে মেহনতের দায়িত্ব। তারা সবাই পড়ার পাশাপাশি এটাকে এক্সট্রা-কারিকুলার হিসেবে নিয়েছে, একটা সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে।

৯. জমায়েত ভাঙ্গার আগে মুফতি সাহেবের শেষ এজেন্ডাঃ ‘যে গুনাহ ছেড়েছি তা আর ধরবো না, আর যা যা আমল শুরু করেছি তার ভেতর কমবেশ হতে পারে’। সবাই সমস্বরে একমত প্রকাশ করল।

আমি মুফতি তালহার এই মেহনতে অভিভূত। এই ছেলেগুলো চুয়াডাঙ্গার সবচেয়ে ক্রিম ছেলে। রোল ১-২০। এরা একদিন দেশের বড় বড় পর্যায়ে যাবে আল্লাহ চাহে তো। এদের মধ্যে দীনের বুঝ, সুন্নাহের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা কত জরুরী ছিল। আল্লাহ মুফতি সাহেবের ফিকরকে কবুল করেছেন। একজন অস্থানীয় ব্যক্তি যদি এমন সাফল্য পান, আমরা নিজ নিজ এলাকায় মেহনত করে কেন এমন ফল পাবো না।

পরের মাসে ওরা যখন ৩ দিনের জামাতে বের হল, আমি গেলাম। মুফতি তালহাকে ওরা পাগলের মত, বন্ধুর মত ভালোবাসে। যে ছেলেগুলোর দুষ্টুমি-ফাজলামি-টাংকি মারার বয়স তারা আমাকে ঘিরে কী পরিমাণ তৃষ্ণা নিয়ে সাহাবীদের কুরবানি আর বীরত্বের ঘটনাগুলো শুনেছে আমি আপনাদের বুঝাতে পারব না। আমি পুরো একদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের সাহাবীদের কাহিনী শুনাতে বাধ্য হয়েছি। ঘুমাবে না, গভীর রাত অব্দি শুনবে। আর বাবামায়ের খিদমত আর তাদের দুআ আমাদের জন্য কত জরুরি এটা বুঝালাম। আর পড়াশুনা করতে বললাম, ভালো রেজাল্ট করলে সবাই আমাদের এই কাজের প্রতি আগ্রহী হবে, পরের ব্যাচগুলোতেও এর প্রভাব পড়বে। তারাও দীনের দিকে ঝুঁকবে। আর রেজাল্ট খারাপ হলে সবাই আমাদের এই কাজকেই দোষ দেবে, পরের ব্যাচও আর আগ্রহী হবে না—এইসব হাবিজাবি

বুঝালাম। আমি অফিসের ব্যস্ততায় ফেরত চলে এসেছি দু’দিন থেকে। তাদের চোখে যে আগ্রহে ছেদ পড়ার কষ্ট আমি দেখেছি, তাও কী দিয়ে বুঝাব। আমি অভিভূত।

এখন শোনেন আমি কেন এই কাহিনী শোনালাম। আমার বন্ধুরা তো সবাই তাবলীগের না, অনেকে মারাত্মক বিরোধীও। তাবলীগের ফরমেট বাদ দেন। আমরা সবাই কি পারি না, আমার নিজের একটা সার্কেল বানাতে। আমার আখলাক, আমার আন্তরিকতা দিয়ে সমবয়সী বা জুনিয়র বা নানাবয়েসীদের সমন্বয়ে এমন একটা ১০-২০ জনের দীনী সার্কেল আমার মহল্লায় বানাতে, সেজন্য মেহনত করতে। পারি কি না? কিছু বেতলব, উদাসীন মানুষকে দীনসচেতন করতে? তাবলীগের ফরমেট পছন্দ হয় না, বাদ দেন। নিজ মহল্লায় একটা ফরমেট বানান, যেটা আস্তে আস্তে বাড়বে।

আমার আগের হালাকার আমীর ইঞ্জিনিয়ার ফরীদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, ‘মারকাজ (কেন্দ্র) আবার কী? দাঈ প্রত্যেকে একেকটা মারকাজ, মানুষ দাঈর মধুতে আকৃষ্ট কয়ে তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে’। এক সাহাবী নবীজীর দরবারে ছুটে এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কিছু ভালো লাগে না আপনাকে ছাড়া। আপনার দরবারে যতক্ষণ থাকি, আমি আনন্দে থাকি। আর যখন ব্যবসায় বা পরিবারের কাছে যাই আমার প্রাণ মানেনা। আমি ছটফট করি যতক্ষণ না ছুটে এসে আপনাকে একনজর দেখে না নিই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন না হয় আমি মন চাইলেই আপনাকে এসে দেখে নিতে পারি। কিন্তু আখিরাতে আপনার জান্নাত হবে কত উঁচু মর্যাদার। আর আমি জান্নাত পাব কি না জানিনা, যদি পাইও তবে কত নিচে পাব কে জানে। আমার ভয় হয় আমি তখন মনে চাইলেই আপনাকে দেখতে পাবো না। তখন আমি কীভাবে সবর করব? নবীজী এই প্রশ্ন শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহ সাথে সাথে আয়াত নাযিল করে বলে দিলেনঃ

“আর যে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে নিবে, তারাও নিয়ামত প্রাপ্তদের সাথেই থাকবে অর্থাৎ নবী-সিদ্দিক-শহীদান-সলিহীনদের সাথে”। [তাবারানী আওসাত ও সগীর, রাবীদের মধ্যে সবাই সহীহ, কেবল আব্দুল্লাহ বিন ইমরান ছিকাহ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তাফসীরে ইবনে কাসীর]

শুধু আখলাকের দ্বারা এমন পাগল করে দেয়া যায় মানুষকে। আপনার জন্য সবাই পাগল হয়ে থাকবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা দাসদের কিনে কিনে আজাদ করছো ভালো কথা, কিছু উত্তম ব্যবহারের দ্বারা আজাদ লোককে কেন দাস বানাচ্ছো না? ভালো ব্যবহারের দ্বারা সবাই আপনার গোলামে পরিণত হবে। আপনার জন্য পাগল হয়ে যাবে। আল্লাহর জন্য। আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা- ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। করতে পারিনা সবাই নিজ নিজ মহল্লায়?

যে যেই মানহাজেই থাকি না কেন সমস্যা নাই। একটা পিক দিলাম, দেখেন মিসর থেকে বিতাড়িত ইখওয়ানের সদস্যরা কাফির দেশে গিয়ে কী মেহনতটা করেছে, মাশাআল্লাহ। যদি আপনারা আমার এই বার্তাটা উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে পরের পোস্ট/নোটে একটা রাফ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আর যদি এই পোস্টেও ‘তাবলীগ বিদআত, শিরক’— এটা ছাড়া আর কিছুই নজরে না আসে, আর কিছুই নেয়ার মত না পান, কোন উদাহরণই না পান, আর কোন মন্তব্যই করার না পান, তাহলে এ পর্যন্তই থাক। তবে আমি বুঝি এখন এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আমাদের দরকার মুফতি তালহার মত ৬০ হাজার মানুষ, প্রতিগ্রামে একজন। নিশ্চয়ই এ দীন বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে কনফার্ম। শুধু এটাই দেখার বিষয় যে, এই

নিশ্চিত বিজয়ে আমার-আপনার ভূমিকা কতটুকু। আল্লাহ আমাদের হাওয়ারী ও সাহাবীগণের মত আনসারুল্লাহ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

Shamsul Arefin Shakti
July 5, 2018 ·
ক.

আলহামদুলিল্লাহ । সংশয়বাদিতা বিষয়ে এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বইটা পড়লুম। আল্লাহ তাআলা অনুবাদক Abdullah Mojumder সাহেবকে গাইরি হিসাব জাযা দান করুন। ওরা আমাদের বই শেষ পর্যন্ত পড়ার হিম্মতই পায়না। আমরা ওদের ধর্মগ্রন্থগুলো ঠিকই পড়ি। এ বই ওরা হয়ত পড়বে না, পড়লেও ভাববে না, ভাবলেও বুঝবে না। যদি না আল্লাহ হিদায়াত দেন। তবে আলহামদুলিল্লাহ, পড়ার পর আমার ঈমান বেড়ে গেছে, তৃপ্তি পেলাম। আপনেরাও পড়িয়েন। এখনও ছাপা হয়নি। পিডিএফ ঈদের পর পাবেন। কোন ঈদ শিওর না।

খ.

কোটা ইস্যুতে আমি শক্ত অবস্থান ঘোষণা করলাম। কোন পক্ষে তা বললে চাকরি থাকবে না।

গ.

খুব গবুষণা চলছে। ভাবছি এ বছর খালি নোটই প্রসব করব। আপনাদের কার কী নোট লাগবে বইলেন। সব বিষয়েই একটা সবজান্তা মতামত না দিলে মস্তিষ্ক নিশপিশ করে।

ঘ.

বিশ্বকাপ। খেলা না দেখলেও ফিক্সচার নিয়ে বেশ চিন্তাভাবনা করলাম। সৌদি-মিসর-মরক্কো-তিউনিসিয়া-সেনেগাল খেলছে। ইরানও খেলছে। ইসরাইল কিন্তুক কির্কেট-ফুটবল কিসুই খেলে না। সবখানে ধর্ম টেনে আনবেন না। এমনি মনে হল।
Shamsul Arefin Shakti
December 11, 2017 ·
একটা সময় ছিল, এদেশে লভ্য সব খাবারই খেয়ে ফেলা যেত চোখ বুজে। 'মুসলিমপ্রধান' (?) দেশ বলে ধরে নেয়াই যেত মুরগিটা জবাইয়ের আগে জ্যান্তই ছিল; জবাইটা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলেই হয়েছে। খাসির কাচ্চির খাসিটা 'ঘেউ' ডাকার প্রশ্নই উঠার প্রশ্ন ছিলনা।

ইনিয়ে বিনিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছি তা হল, বিশ্বায়নের যুগে আমাদের ফুড ফ্যাক্টরিগুলোর অনেক উপাদানই বাইরে থেকে আসে। যেমন অনেক আগে যখন টিভি দেখতাম, ডিসকভারিতে জেলী-লজেন্স বানানো দেখেছিলাম। শুকরের চামড়া প্রসেস করে জেলীর মত জেলাটিন বানানো হল। আমরা যে জেলী খাই পাউরুটি দিয়ে, বাচ্চারা লিচি/জেল এসব নামে জেলী টাইপ চকলেট খায় এই জেলাটিন আসে কোত্থেকে। যদি ইউরোপ-ম্যারিকা-চীন থেকে আসে তাহলে হালাল মনে করার কোন কারণই নেই। ওসব দেশে গরুটরুর চেয়ে শুয়োর মারা হয় বেশি। ফলে কমমূল্যে জেলাটিন বানাতে গেলে শুয়োরই অপশন।

ফ্যাক্টরির ফুড ইনগ্রেডিয়েন্ট এর উপর দালিলিক কাজ করছেন একজন এমবিবিএস ডাক্তার প্লাস মুফতি সাহেব। একই ব্যক্তি। ফুড ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কোন ভাই আছেন লিস্টে যিনি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। নাজাতের উসীলা হবে ইনশাআল্লাহ।
Shamsul Arefin Shakti
December 4, 2017 ·
# সেল্ফ _ মোটিভেশন ৩:

রেভারেন্ড পল মুনশির গ্রেভের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কানে আজান-ইকামত ছিল। শেষটা হয়েছে পাদ্রীর হাতে। বাইরে প্রতিদিন নতুন সুযোগ নতুন আশা নিয়ে ওঠে কুসুম কুসুম সূর্যটা। গ্রেভের ভিতরটা রয়ে যায় ঘুটঘুটে আঁধার, আশাহীন, সুযোগশূন্য।

ওনার গ্রামে গিয়েছিলাম ৪ বছর আগে। রেভারেণ্ড আবদুল ওয়াদুদ মেমোরিয়াল হাসপাতাল। প্রাঙ্গনে শুয়ে আবদুল ওয়াদুদ, ইবনে পল মুনশি। কিন্তু নামের আগে রেভারেন্ড কেন? ওওও, আচ্ছা।

কিসের অহংকার আমার? ঈমানের? আমলের? ইলমের? কালেমাসহই যেতে পারব, আমাকে গ্যারান্টি কে দিল? মাফহুম শুনেছি, একজন আরেকজনকে কাফির বলল, তো দুজনের একজন নিশ্চিত কাফির। যাকে বললাম সে আসলেই কাফির হল তো আমি বেঁচে গেলাম। কিন্তু যদি ও না হয়ে থাকে, তাহলে আরেকজনটা রইলাম আমি। আর ভাবতে পারিনা।

আরেকজনকে মুনাফিক ভাবছি? কঠোর খলিফা উমার বিন খাত্তাব রা. এর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ মনে পড়েনা আমার? "প্রাণের হুযাইফা, কমসে কম এটুকু তো বলে দাও, মুনাফিকের লিস্টে কি আমি আছি?" হবার কথা ছিল নিজ ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান, ভীত। অন্যের ঈমান মাপতে আজ গড়ায় বেলা।

ইবলিস- বালাম বাউর- বারসীসা- মুরতাদ কাতেবে ওহী- আম্মাজান উম্মে হাবীবা রা. এর আগের স্বামী। অভাগা, হতভাগ্য। নাউযুবিল্লাহ।

ভাগ্যবান কাতেবে ওহী ইবনে আবী সারহ রা.। মুরতাদ হয়ে আবার ফিরে এসেছেন। ভাগ্যবান শায়খ উন্দুলুসী রহঃ, খ্রিস্টান হয়ে নারীর প্রেমে মজে ১০ বছর শুকর চরানোর পর ফিরে এসেছেন। স্রেফ খ্রিস্টানদের তাচ্ছিল্য করার জন্য। আর মুমিন মুসলমানকে তাচ্ছিল্য করতে আমি সচেতন হবো না? এতো নির্ভীক, এতো দুঃসাহসী আমি নিজ ঈমানের ব্যাপারে।আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

রব্বানা লাা তুঝিগ্ ক্বুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।
Shamsul Arefin Shakti
December 3, 2017 ·
# সেল্ফ _ মোটিভেশন ২:

ক. "হুসনে জ্বন" নামে একটা টার্ম আছে। সুধারণা। ফেসবুক যদিও প্রতিক্রিয়া দেখানোরই জায়গা। তবু আমার মনে হয় জবানের গুনাহের হুকুম ফেসবুকেও বর্তাবে। আমার প্রিয় একজন শায়খের মুখে শুনেছি: জবানের সব গুনাহের 'মাস্টার কী' হল: বদ ধারণা। 'মাস্টার কী' যার কাছে থাকবে; অহংকার, গীবত, উপহাস, অপবাদ--এসব গুনাহের দরজা তার কাছে খুলে যাবে।

একটা ছবি দেখে অনেকগুলো 'ধারণা' করা যায়, যেহেতু প্রকৃত ঘটনা জানা নেই। এটা কি 'অসাম্প্রদায়িক মুনাজাত', নাকি পোপের প্রার্থনায় হুজুররা শরীক হলেন, নাকি হুজুরদের প্রার্থনায় পোপ শামিল হলেন। মুমিনের প্রতি, কমসে কম আলিমের প্রতি সুধারণার দাবি কোনটা?

খ. আমি এ ভুল করতে পারি। আমার থেকে জবানের/ ফেসবুকের গুনাহ হতেও পারে। অনুসরণীয় কোন আলিমকে যখন দেখি আরেক আলিমকে নিয়ে ট্রল করছেন, মন অনেক ছোট হয়ে যায়।

গ. "কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হবার জন্য এটাই যথেষ্ট, সে যা শোনে তাই প্রচার করে" (হাদীসের মাফহুম) : শেয়ার দেবার আগে মনে রাখব এখন থেকে।

ঘ. "কোন খারাপ কাজ হতে দেখলে... কমসে কম অন্তরে ঘৃণা করবে। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর" : কোন গুনাহে-গীবতে-অপবাদে-উপহাসে লাইক/শেয়ার করে গুনাহের অংশ হবো না।

ঙ. অমুক আলিম অমুকের দালাল, অমুক আলিম গোমরাহ, অমুক ডাক্তার ইহুদীর দালাল। শুনেছি, কেউ যদি কাউকে গুনাহের অপবাদ দেয়, আর ঐ ব্যক্তি যদি ঐ গুনাহে লিপ্ত না থাকে, তবে অপবাদদাতাকেই আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে ঐ গুনাহে লিপ্ত করবেন।

এ জাতীয় পোস্ট দেয়া ও অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকব।

চ. আলিম-আলিমে ট্রল করলেও আমি নন-আলিম অংশ নিবনা। ইলমের উসীলায়-বরকতে আলিমগণের গুনাহ মাফ হবার একটা হাদিস আছে "মুসনাদে আবু হানিফা"য়। হাশরে মাঠে যদি দেখি যারা কাদা ছোঁড়াছুড়ি করল, তারা সব মাপ। আমি মাঝখান থেকে ট্রলে অংশ নিয়ে ফেঁসে গেলাম।
তাহলে কেমন হবে?

ছ. ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতেই হবে, না দিলে গুনাহ হবে এমন না। "সম্ভব হলে ভাল কথা বল, না হয় চুপ থাক"।নবীজী প্রতিক্রিয়াশীল (reactive) ছিলেন না। pro-active ছিলেন। সব বিষয়ে অচিন্তিত প্রতিক্রিয়া অনুচিত, ব্যক্তিত্বহানিকর।

আলিমদের জন্য আম পাব্লিকের মনে অনেক উঁচু জায়গা। ফেসবুকে এসব পোস্ট মন ছোট করে দেয়। কষ্ট পাই আমরা। আলিমদের ভিতরে মতপার্থক্য থাকতে পারে।বাইরে বাইরে হলেও এক দেখতে পছন্দ করি আমরা। কলিজাটা এত্ত বড় হয়ে যায় তখন।

জাহেলের ফরিয়াদ কারো কাছে গোস্তাখি মনে হলে মাফ চাই। আপনার অনলাইন সোহবত থেকে নিজেকে বঞ্চিত ঘোষণা করলাম। দয়া করে আনফ্রেন্ড করে দিন অধমকে।
Shamsul Arefin Shakti
May 30, 2018 ·
প্রশ্ন: সুন্দর মেয়ে যদি না পাই?

উত্তর:

সুন্দর' এর সংজ্ঞা ডিফাইন করা দরকার। ইউরোপিয়ানরা আমাদের যে সফটওয়ার ইন্সটল দিয়ে গেসে তাতে বলা আছে, যে মাইয়া দেখতে যত ইউরোপিয়ানদের মত (সাদা) সে তত সুন্দর। তামাম দুইনয়ায় ওরাই সুন্দার ওরাই সভ্য ওরাই 'সব ভালোর জনক', ওরাই অর্থনীতি/বিজ্ঞান/সমাজবিজ্ঞান সব শাস্ত্রের জনক-জননী। আর আফ্রিকা-আরব-ভারত-চীন সব বানের জলে ভাইসা আসছে।

ইউরোসেন্ট্রিক 'সুন্দর' এর সংজ্ঞা চালায়ে কী পরিমাণ ইউরোপীয় কসমেটিকসের পুঁজিবাদী 'চোষণ' চলতেসে রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ডে। ফ্রান্স আর এটালীর মেজর অর্থনীতি কসমেটিকসে চালায়। আর বিউটি পার্লার ব্যবসা এগুলারে বাজার দিচ্ছে। এক একটা মোড়ে চায়ের দোকানের চেয়ে বিউটি পার্লার বেশি।

বাংলা ব-দ্বীপের আমরা অরিজিনাল জাতিগতভাবে দ্রাবিড়। তামিলদের দেখছেন তো। ওটাই আমরা। পরে নানা জাতের মিশেলে ডিসকালার হয়ে গেসি। আমাদের সৌন্দর্য 'শ্যামলা'/ শ্যামবর্ণ। সাদা ধবধবে আমাদের সৌন্দর্য না। ওটা আমাদের শেখানো হয়েছে। চিন্তা করেন এখন, চোখ বুজে। একটা শ্যামলা বা কালো জাতির এভারেজ পছন্দ সাদা। মেয়েরা সাদা হবার প্রতিযোগিতায় মত্ত। দেদারসে বিক্রি হয় ফেয়ার এন্ড হ্যন্ডসামও। মোড়ে মোড়ে পার্লার চুনকাম সেবা দিচ্ছে। শ্যামলা বলে কিছু মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা। শ্যামলা হলে যৌতুক হাঁকা হচ্ছে। শ্যামলা মেয়েরা ছোট মন নিয়ে বড় হচ্ছে।

তখন এর কারণটা কি। জাতিগত সৌন্দর্যবোধ কেন নৃতাত্ত্বিক স্বাভাবিকতার বাইরে যাচ্ছে?

শ্যামা মেয়ের উজ্জ্বল গ্লসি মসৃণতার সাথে ককেশীয় ধলার ফোটা ফোটা মেছতার তুলনা চলে? সাদা তো মূলাও হয়। ওরা এখন স্কিন ট্যান করে শ্যামা হইতাসে। সৌন্দর্য শিখেছে আমাদের কাছে।

আমরা এমনিই শ্যামা। ট্যান করা লাগে না। শ্যামলায়ই আমরা সুন্দর। শ্যামলাই আমাদের সৌন্দর্য। আমাদের চোখে আমাদের শ্যামা মেয়েটা লাগুক চোখ ধাঁধানো সুন্দরী।

Shamsul Arefin Shakti
May 11, 2018 ·
ক.
খুবোই উন্নত একটা পোস্ট আসিতেছে। হবু বরদের হতাশা এবং হবু-বর্তমান বধূদের শীতলতাময় কুয়াশা (কোল্ড-ওয়ার) আর নয়।
খ.
৩১ তম বছরের পয়লা দিনটা স্মরণীয় ছিল। জীবনের প্রথম আকাশভ্রমণ (মহাকাশ না কিন্তু)। আমার মনে হইসিল মাসে একবার প্লেন জার্নি করলে ঈমান-একীন সহীহ হয়ে যাবে। আরে কথা নাই বার্তা নাই। একটু পরে বলে, আপনি এখন ২০,০০০ ফুট উপরে আছেন। বিশ হাজার ফুট উপরে তওবা-ইস্তিগফার-যিকির-মুরাকাবা খুব স্বতঃস্ফূর্ত, ইখলাসময়। আর ছোট প্লেনে ঝাঁকি মারলেই তওবা খালেস হয়। কিন্তু বিমানখালাদের দেখে (বা না দেখে) সে ধারণা ভেঙে গেল। আল্লাহ হিদায়াত দিন।
গ.
আল্লাহুম্মানসুর ইখওয়ানানা ফীল ইরাক্ব ওয়াশ শাম ওয়াল অাফগান ওয়াল ফিলিস্তিন ওয়াল আরাক্বান ওয়াস সুমাল ওয়াল কাশমীর ওয়াশ শীশান ওয়া ফী কুল্লি মাকান।

Shamsul Arefin Shakti
May 1, 2018 ·
ক. প্রলেতারিয়েতও পুঁজির ও মুনাফার মালিক
খ. প্রলেতারিয়েতকে মালের মালিক বানানো
গ. পুঁজির সুষম বণ্টন
ঘ. ঘাম শুকানোর আগে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ
ঙ. প্রলেতারিয়েত হবে পেটিবুর্জোয়া
চ. দরকষাকষির ক্ষমতা অর্জন ও মানসম্মত মজুরি
ছ. যাকাতের শিষ্টচক্র ( বুর্জোয়া যত মাল কামাবে, প্রলেতারিয়েত তত মালের অংশ পাবে) জ. মজুদদারি, লটারি ও সুদ দিয়ে সম্পদ কেন্দ্রীকরণ বিলোপ
ঝ. ৪ খলিফার খেলাফতকালে ইউটোপিয়া বাস্তবায়ন
ঞ. সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি সম্পদ নয়, তাকওয়া। সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেণী ও শ্রেণিবৈষম্য বিলোপ
প্রয়োজন ছিলো না ১লা মে'র
দুনিয়ার মজদুর এক হও
পুঁজিবাদ নিপাত যাক

শাসকগণের নিকট ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করার অাবেদন।
Shamsul Arefin Shakti
May 1, 2018 ·
যদি ধরেও নিই ফরজে কিফায়া,

আমার তরফ থেকে যারা ফরজে কিফায়া আদায় করে দিচ্ছে; আর কিছু না পারি, যে প্রক্রিয়ায় আদায় করছে সেই মানহাজ সমর্থনও না করি তাও সমস্যা নেই। কমসে কম, অ্যাট লিস্ট, ওদেরকে দোষ না দিই। এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকলে জুলুম হয়ে গেল।

ওদের ঘরছাড়ায় আমার ঘরকুনোত্ব জায়েয হয়ে যাচ্ছে। ওদের রক্তে আমাদের প্রেসের কালি জায়েয হচ্ছে। ওদের পাটির দাগে আমার তুলতুলে ফোমটা, ওদের সন্তানের অশ্রুতে আমার বাচ্চার খিলখিল, ওদের বিবির পথচাওয়া নজরে আমার বউয়ের কাজল জায়েয হয়ে যাচ্ছে। ওদের খওফে আমার আমান জায়েয হচ্ছে। কমসে কম দোষ তো না দিই।

(দীর্ঘশ্বাস)

Shamsul Arefin Shakti
April 28, 2018 ·
আহলুস সুন্নাহর ন্যূনতম মতভেদপূর্ণ পক্ষগুলোর প্রতি এতটা বিদ্বেষী যেন না হই যে, পরে তারাই বেশি হক প্রমাণ হয়ে গেলে তাদের সাথে যেতে না পারি।

এতটা বিদ্বেষ না জমুক, যাতে নিজ মত/দল বাতিল প্রমাণ হলেও হক প্রমাণিত দলে যেতে লজ্জা লাগে (যাদের বিরুদ্ধে এত কথা বলেছি, তাদের সাথে যাই কিভাবে?)

সময় দিই। ঘোলা পানি থিতিয়ে পড়ার টাইম দিই। আর এই সময়টুকু দুআ করি: আল্লহুম্মা আরিনা হাক্কা হাক্কাওঁ ওয়ারঝুকনা ইত্তিবা' ; ওয়া আরিনা বাতিলা বাতিলাওঁ ওয়ারঝুকনা ইজতিনাবা।

আল্লাহ, আমাকে হককে হক বুঝার ও তার অনুসরণের তৌফিক দাও। এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার ও তা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দাও।

উম্মতের বিভেদ কমবে না। আরও বাড়বে। আরও বাড়তেই থাকবে। হাদিসগুলোর ভাবার্থ তেমনই। দুআ করা ছাড়া এই ঘোর অমানিশায় হকের অনুসরণ অসম্ভব যদি আল্লাহ নিজ থেকে হক পর্যন্ত পৌঁছে না দেন। যাকে পরম হক মনে করছি, সেই যে বিচ্যুত নয় তার কি গ্যারান্টি আছে? জানালাগুলো খোলা থাক। ইলমী আলোচনা চলতে থাকুক। নিজ অবস্থানে গালিগালাজ আর হেয় করার শেকড় গজিয়ে না যাক।

উম্মতের এখনও মাথা গরম। আর ওটা মাথা ঠাণ্ডা করে করার আমল। প্রচণ্ড আত্মসংযমের সাথে করার আমল। মাথা ঠাণ্ডা না হলে ব্যাপকভাবে ওটার তৌফিক না আসারই সম্ভাবনা। ছোট মতানৈক্যর বিপরীতে পারস্পরিক মান্যতা-ইকরাম এর সিফত না আসলে উম্মাহর জাগরণ না আসাই ভাল। জেগে গেলে যদি একজন আরেকজনের গর্দান মেরে দাও, এর চেয়ে ঘুমিয়েই থাকো।

Shamsul Arefin Shakti
April 28, 2018 ·
উন্নত সিদ্ধান্ত নিয়েছি:

. শা'বান ও রমাদান এর দিনগুলো ইন্তার্নেত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখব ইনশাআল্লাহ।

. কুরআন ও কুরআনের ভাষাই হইবে একমাত্র শুগুল।

. আত্মশুদ্ধিমূলক কতিপয় মালফুযাত পড়া যেতে পারে।

. লেখালেখি তো বিলকুল নহে।

. বান্দা সিদ্ধান্ত নিবে ও রবের উপর তাওয়াক্কুল করবে। বান্দা তাহাই করিল।

(জন উপকারার্থে বেক্তিগত সিদ্ধান্ত ডিসক্লোজ করা হল)
Shamsul Arefin Shakti
April 27, 2018 ·
"বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"

সরল পোস্ট, কোন মাসআলায় ফেলবেন্না।

ক. বাংলাদেশে পলিসি বানানোয় যাঁরা সম্পৃক্ত তাঁরা একসময় ফিল্ডে চাকরি করেছেন। সাধারণত যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব র্যাংক এর অফিসারগণ এবং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট মিলে পলিসিগুলো বনে। কিন্তু তাঁদের সময়কার ফিল্ডের অবস্থা আর এখন ফিল্ডের অবস্থা কি এক? পলিসি যারা বাস্তবায়ন করবে (ছোটরা) আর যারা বানান (বড়রা) তাঁদের মাঝে বিশাল একটা গ্যাপ। ফিল্ডের বাস্তবতা, ফিল্ড অফিসারদের সীমাবদ্ধতা এগুলো আমলে না নিয়ে পলিসি মেকিং গুড়ে বালি। জনগণের মতামত না নিলেন, পলিসি ইম্প্লিমেন্টরদের মতটা নেয়া হয় বলে মনে হয় না পলিসিগুলো দেখলে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এটা একটা অন্তরায়। সময় ক্ষেপণ কমিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এই গ্যাপ কমিয়ে আনা দরকার। সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খ. 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' ও 'কষ্টিপাথর' উপহার দিয়েছি কয়েকজন স্যারকে যুগ্মসচিব ও সচিব পর্যায়ের। প্রশংসা মাকসাদ না। যদি কোনদিন কোন পলিসি মেকিং-এ কোন পর্যায়ে বা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ন্যূনতম প্রভাবও পড়ে। হায় আমার মীযানের পাল্লা। তবে পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি একদুজন থেকে। আল্লাহ প্রশংসার একমাত্র উপযুক্ত।

গ. কেউ হা হা রিএক্ট দিবেন না।
Shamsul Arefin Shakti
April 26, 2018 ·
কুরআনের আরবি গ্রামাটিক্যাল মিরাকেল গুলো নুমান আলী খানের থেকে নিই। উনি আরবি ভাষাবিদ। আর কিছু নিইনা।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ডা: জাকির নায়েক আমার প্রথম ও শেষ পছন্দ। ফিকহের পছন্দ মেলেনা বলে মাসআলা নিই না।

শাখাগত দীনী ব্যক্তিগত মাসায়েলে যেহেতু আমি ফিকহে হানাফী অনুসরণ করি, তাই উলামায়ে দেওবন্দ আমার পছন্দ।

ইক্বামাতে দীন ও ফিল্ডের ইস্যুতে অন-ফিল্ড আহলুস সুন্নাহ উলামাদের কথাই নিই।

আত্মশুদ্ধির প্রেসক্রিপশন আমার শায়খ যেটা দিয়েছেন সেটা মেনে চলি: সুবহানাল্লাহ-

আলহামদুলিল্লাহ - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহু আকবার - দরুদ- ইস্তিগফার ১০০ বার

করে সকাল বিকাল, কুরআন তিলওয়াত আধা পারা, আযান মন দিয়ে শোনা ইত্যাদি।

আর পিওর নাসীহা সবারটাই নিই।

বি:দ্র: প্রতিকূল রাষ্ট্রে অবস্থানরত দাঈরা ইসলামের সব বিষয়ে অনমনীয় থাকবেন না

এটাই স্বাভাবিক। এটা মেনে নিতেই হবে তাদের কথায় গা-বাচানো, তাল মেলানো থাকবে।

কিন্তু আমাদের টার্গেট তো সালাফরা। মনে মনে হলেও তাঁদেরকেই ধারণ করা চাই। তাই

না?

কার থেকে কি নিবো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাহলে সীরাতাল মুস্তাকীম থেকে পিছলানো

সময়ের ব্যাপার।

Ali Hasan Osama

April 25, 2018

কিতাবের গুরুত্ব বেশি নাকি রিজালের গুরুত্ব বেশি?

রিজালের গুরুত্ব বেশি। কেন? কারণ স্পষ্ট। 'আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন, ওই লোকদের পথ, যাদের ওপর আপনি নেয়ামত বর্ষণ করেছেন; ওই লোকদের পথ নয়, যারা গজবগ্রস্ত এবং যারা গোমরাহ।'

এখানে ব্যক্তিকে হাইলাইট করা হলো। যাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত রয়েছে, যারা সরল পথের ওপর রয়েছে, যারা সালাফে সালেহিনের মানহাজের ওপর রয়েছে, তাদের পথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের পথ, ইহুদি-খ্রিষ্টান কর্তৃক উদ্ভাবিত পথ, তাদের মতবাদ-মতাদর্শ লালনকারীদের পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে।

ইহুদিধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম মৌলিকভাবে ঐশী ধর্ম। তবে এসকল ধর্মের ধারকরা নিজেদের জ্ঞানের সঙ্গে খেয়ানত করে তাতে বিকৃতি ঢুকিয়েছে, ধর্মকে অপব্যাখ্যা করেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রূপ বদলিয়ে মডার্ন এবং মোডারেট হয়েছে। ফলে তারা গজবগ্রস্ত হয়েছে, হয়েছে সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

ব্যক্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হক হচ্ছে মানদণ্ড। আলি রা. বলেন, 'তুমি হক চেনো। রিজাল চিনতে পারবে।' তাই কোনো ব্যক্তি যদি হকের সঙ্গে খাপ না খায় তাহলে প্রথমেই সে রিজেক্ট হয়ে যায়। সহিহ মুসলিমের ভূমিকায় একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয় এই ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ করো, কার থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ।' এটা যদিও বিশেষভাবে ইলমে হাদিসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তবে শরিয়াহর ইলমের সকল শাখায়ই তা প্রযোজ্য।

উমর রা. একবার তাওরাতের সুন্দর একটা আলোচনা উদ্ধৃত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সা.-এর চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি প্রচণ্ড রাগ করলেন। উমর রা.-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করলেন। অথচ তখনও তাওরাতের অবস্থা এমন ছিল যে, তাওরাতের অনুসারী নারীদের সঙ্গে মুসলিম পুরুষরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত।

শাইখুনা (হাফিজাহুল্লাহ) এক মজলিসে বলেন, আমরা যে মাদরাসার ছাত্রদের গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু করে জেনারেল লেখকদের বইপত্র পড়তে না করি। এটা কেন করি, তোমরা জানো? উপস্থিত সকলে নীরব। এরপর শাইখ নিজেই বললেন, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহর ফিতরত, যে ফিতরতের ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।' এই আয়াতের তাফসিরে বুখারি শরিফে যে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় শুরুহুল হাদিসে বলা হয়েছে, 'লা তাবদিলা' 'নাহি' হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে, তাঁর সৃষ্টিকৃত সরল স্বভাব-প্রকৃতিকে বদলে ফেলো না।'

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগত সরল প্রকৃতিকে বদলে ফেলতে নিষেধ করছেন। এখন কথা হলো, তা কীভাবে বদলানো হয়? এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তা বদলে যায়, পরিবর্তিত হয়ে যায় কয়েকটা জিনিসের মাধ্যমে। এর মধ্যে একটা হলো, বাতিলপন্থী লেখকের লেখা পড়া, বাতিলপন্থী আলোচকের আলোচনা শোনা। এ কারণেই দেখবে, অনেক তালিবুল ইলম সাহিত্যচর্চার জন্য বাতিলপন্থীদের লেখা পড়ে একসময় নিজের অজান্তেই আদর্শিক স্খলনের শিকার হয়।

কিছু বিষয় আছে, আপনি একজন গবেষক হিসেবে গবেষণার স্বার্থে কারও বইপত্র পড়তে পারেন, কারও লেকচার শুনতে পারেন। যেহেতু আপনি নিজে তাহকিক (গবেষণা) বা তানকিদ (সমালোচনা)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো পড়ছেন বা শুনছেন, তাই এতে আপনার বিচ্যুতির আশঙ্কা কম। কিন্তু আপনি অন্যদের তা সাজেস্ট করতে পারেন না।

নুমান আলি খান, ইয়াসির কাদি, ইয়াসমিন মোগাহেদদের লেকচার সাধারণ কোনো মুসলিমকে সাজেস্ট করার মতো নয়। শাইখ ইউসুফ কারদাবি, ড. তারিক রামাদান, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বয়ান সবার শোনার মতো নয়। এমনকি মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, মুফতি কাজী ইবরাহিম, মাওলানা মুজাফফার বিন মুহসিন, মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরি এবং মাওলানা লুৎফুর রহমান ফরায়েজির আলোচনার কিছু কিছু দিকও বেশ আপত্তিকর। তাসলিমা নাসরিন, বেগম রোকেয়া, আহমদ ছফা প্রমুখদের লেখা সবার পাঠযোগ্য নয়। ইসমাইল কামদার, ওয়াহিদুদ্দিন খান, হিশাম আল আওয়াদির বইও সবার পাঠের জন্য নয়। হাঁ, যাদের দীনের মৌলিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার, তারা এগুলো পড়লে ইন শা আল্লাহ বিভ্রান্ত হবে না, তা ভিন্ন কথা।

যদি বলা হয়, এক বইয়ে দু-চারটা সমস্যা তো থাকতেই পারে আমরা বলব, একজন মানুষ দু-চারটা কুফরি তো করতেই পারে, তাই বলেই কি তাকে কাফির বলে দেওয়া হবে? শয়তানের কুফরের ফিরিস্তি কি অতি দীর্ঘ? সে কয়টা অপরাধই আর করেছিল? এরপরও কেন তাকে রিজেক্ট করে দেওয়া হলো চিরকালের জন্য? ফিসক অনেক থাকলেও তা একটা পর্যায় পর্যন্ত সহনীয়। কিন্তু কুফর বা শিরকের ক্ষেত্রে এই ছাড়টা আছে কি?

যাদের সমস্যা শাখাগত পর্যায়ে, তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। কিন্তু যাদের সমস্যা দীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে, তাদের ছাড় দেওয়ারও কিছু নেই। তারা তো অনেক কাজ করেছেন, তাদের কাজগুলোও বেশ কোয়ালিফাইড, এ যুক্তিতে তো সাধারণ শ্রোতা-পাঠকদের সামনে তাদের অনুমোদন দিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই সংগত নয়। নইলে শিয়া-কাদিয়ানি-আহলে কুরআন-দেওয়ানবাগি-মাইজভাণ্ডারি-চরমোনাইয়ের বই পড়লেই বা কী সমস্যা? তাদের বইপত্রে কি ভালো কথা নেই? ফাজায়েলে আমল, ফাজায়েলে সাদাকাত, ফাজায়েলে হজ আর মুনতাখাব হাদিসের জাল এবং দুর্বল হাদিসগুলো নিয়ে যাদের মাথাব্যথা এবং বিরোধিতার অন্ত নেই, তারাই আবার কীভাবে যেন দীনের একেবারে মৌলিক বিষয়গুলোতে ছাড় দেওয়ার, শুধু ছাড়ই নয়, বরং ভুলকে শুদ্ধ বলার মানসিকতা নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ান, সাম্প্রদায়িকতার দাওয়া ফেরি করে বেড়ান নিত্যদিন!

Mizan Harun

April 25, 2018 · Riyadh, Saudi Arabia

এটি পৃথিবীর বিখ্যাত মাদরাসার একটি। আবু ইসহাক শিরাজী, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালী, ইমাম জুওয়াইনী, ইমাম ইবনুল জাওযীর মতো মানুষ এখানের শিক্ষক। হাফেজ ইবনে আসাকির, সুলতানুল উলামা ইযয ইবনে আব্দুস সালামরা এই মাদরাসার ছাত্র। এখানের লাইব্রেরিতে ১০ হাজার ভলিউমের বেশি গ্রন্থ ছিল। এই লাইব্রেরির দায়িত্বে ছিলেন আবু ইউসুফ ইসফারায়েনী আর খতীবে তাবরিযীর মতো লোকেরা। কিন্তু আজকে সেই মাদরাসা কোথায়? বাগদাদের মাটিতে আজকে এই গৌরবের সর্বশেষ চিহ্নটুকুরও অস্তিত্ব নেই। বলছিলাম মাদরাসা নিযামিয়ার কথা।

সৃষ্টিজগতের সবকিছু ধ্বংসশীল। সভ্যতা পরিবর্তনশীল। গৌরব যত বিশাল হোক সেটার পতন অনিবার্য। এই পতন ঠেকানো না গেলেও পেছানো যায়। গৌরবের রেখা লম্বা করা যায়। দেড় শ' বছর হয়ে গেছে একটি প্রতিষ্ঠানের। গৌরবের অগণিত সিঁড়ি মাড়িয়ে এসেছে। কিন্তু সময় তো বড় নির্দয়। সচেতন হতে হবে। পতন তো একদিন আসবেই। তবে সময়ের ভাষা না বুঝলে সে পতন কিন্তু ত্বরান্বিত হবে। খতীবে আজম সিদ্দীক আহমদ, শামছুল হক ফরিদপুরী, নূর মোহাম্মদ আজমীরা অনেক বলে গেছেন শিক্ষাপদ্ধতিটা সংস্কার করতে। কিন্তু আজও কাজের কাজ হলো না।

শেষে একটা কথা মনে রাখা জরুরি। ইসলামের জন্য কোনো গোষ্ঠী কিংবা প্রতিষ্ঠান অনিবার্য নয়। আল্লাহর দীন কারও না কারও মাধ্যমে থাকবেই। তবে সেই সৌভাগ্যবানের তালিকায় নিজেদের নাম লিখানোর চেষ্টায় দোষ কী? বর্তমান সময়ের আরবে ইলম চর্চার পদ্ধতিটা হিন্দুস্তানের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত। এটা চোখে যে দেখেনি তাকে বোঝাতে আমি বাধ্য নই। ইলমের গতি ধরে রাখতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে অতিরিক্ত দরস, মসজিদ ভিত্তিক হালাকাত, দাওরার বিকল্প নেই। এই কাজগুলো যদি আমাদের উলামায়ে কিরাম করতে না পারেন ভবিষ্যতে এদেশ আহলুল ইলম সংকটে ভুগবে। ইতিহাস একসময় হয়তো লিখবে, 'একসময় গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে হাজার হাজার মাদরাসা ছিল। এই মাদরাসাগুলো ছিল মানহাজে নিযামীর ওপর পরিচালিত। এসব মাদরাসা ইতিহাসের বড় বড় যুগান্তকারী মানুষ জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারীরা সময়ের ভাষা বুঝতে পারেনি। তাই একসময় হারিয়ে গেলো'।

Shamsul Arefin Shakti
April 24, 2018 ·
ফেসবুক বর্তমান বিশ্বে যেকোন মিডিয়ার চেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া। পুঁজিবাদের একমাত্র শত্রু হিসেবে ইসলামের উপর যত ধরনের হামলা (সামরিক/বুদ্ধিবৃত্তিক/আবেগিক/সামাজিক), তার একটা হাতিয়ার হল: পরিভাষাগত হামলা। ওরা আমাদের উপর কিছু পরিভাষা ব্যবহার করে এই আগ্রাসনগুলোকে জাস্টিফাই করিয়ে নেয়। যেমন: সন্ত্রাসী, জঙ্গি, নারী অধিকার, নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, ক্ষমতায়ন, বৈষম্যদূরীকরণ, আধুনিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রতিটা পরিভাষার পিছনে আছে প্রতারণা/ফাঁকি/শ্রমিক বানিয়ে রাখা/ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। বার বার বিভিন্ন মিডিয়ায় এই শব্দগুলো তারা ব্যবহার করে নিজেদের সুপিরিয়রিটি ও আমাদের ইনফিরিওর প্রমাণের জন্য। এটা সোশাল ইন্জিনিয়ারিং ও সাইকোলজিকাল ইনভেশন।

এই পরিভাষাগুলোকে আমরা ফেসবুক দিয়ে আমাদের জন্য স্পেসিফিক না রেখে জেনারেলাইজড করে দিতে পারি। এবং ওদের থিমগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি। যেমন: খ্রিস্টান জঙ্গি/ হিন্দু জঙ্গি ব্যবহার করতে পারি ব্যাপকভাবে। যেগুলো আমাদেরকে খারাপ প্রমাণে ওরা ব্যবহার করে, সেগুলো ওদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করব। আর ওরা ওদের যে কনসেপ্টগুলোকে এবসোলিউট কল্যাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেগুলোর ডেফিনেশন/সংজ্ঞায়নকে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি। নারী অধিকার, নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, ক্ষমতায়ন, বৈষম্যদূরীকরণ, আধুনিকতা এগুলোর কথা উঠলেই আমরা পাল্টা প্রশ্ন করব: তুমি কোন গণতন্ত্রের কথা বলছ, গণতন্ত্রের ইউরোসেন্ট্রিক (ইউরোপীয়) সংজ্ঞা নাকি অন্য কিছু। নারীশিক্ষা- অধিকার-ক্ষমতায়নের ইউরোপীয় সংজ্ঞা নাকি অন্যকিছু। ওরা যে পরিভাষাগুলো চাপাতে চায় সেগুলোকে এবসোলিউট বানানোর চেষ্টাকে ভণ্ডুল করে 'ইউরোপীয়' ট্যাগ দিয়ে কোণঠাসা করা।

ফেসবুক এটা করার অনেক শক্তিশালী জায়গা। সবাই শুরু করুন। আর জাতীয়তার সীমার বাইরে গিয়ে সম্বোধন করুন। আমার আরাকানের ভাই (নট আরাকানীরা), আমাদের সিরিয়ার বোন (নট সিরিয়ান), আমাদের ভারতের সন্তানরা (নট ভারতীয়)।

একটা শব্দ অনেক বড় বিষয়। একটা শব্দই একটা অস্ত্র। একটা শব্দই একটা ইতিহাস, একটা ভবিষ্যত। একটা শব্দই একটা বিপ্লব।
মঈনুদ্দীন খান তানভীর
April 23, 2018

পরিকল্পিত মগজ ধোলাই!!

-----------------

অন্ধকারের একশ বছর নামের এ উপন্যাসে জনপ্রিয় লেখক অানিসুল হক কী কল্পকাহিনী তুলে এনেছেন।তার কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যাবে নিচের এ বিবরণ থেকে।

এ গল্প উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে অত্যন্ত চতুরতার সাথে কিভাবে ইসলামী হুকুমতের ব্যাপারে আতংক ঢুকিয়ে দেয়া হয়ে জেনারেল ভাইদের মনে।তা শেষের মন্তব্য-অংশটুকুতে তাকালেই বুঝা যাবে।

উপন্যাসটির কাহিনী শুরু হয় জামাতিয়া বাহিনী কর্তৃক শফি অাকবরকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে, যিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন, একসময়ে ভালো কার্টুন আঁকতেন বিশেষ করে ভন্ড রাজনীতিক

রাজাকারদের পাশবিক মুখ আঁকতে পছন্দ করতেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয় মুলত সমুদ্র সৈকতে বসে গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার জন্য। কারণ এটি বেদ্বীনের রচিত নিষিদ্ধ সঙ্গীত - হিন্দুয়ানি সঙ্গীত তথা হিন্দুস্থানের সঙ্গীত। সেই জামাতিয়া কয়েদখানায় তার দেখা হয় ইয়াকুব নামের এক সুদর্শন বালকের সাথে, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলার অভিযোগে। কারণ ধর্মগ্রন্থে ফুটবল খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সুদর্শন বালকটিকে সুযোগ বুঝে এক রক্ষী সদস্য বলাৎকার করে এবং বিচারের সময় জাম্বুরা অন্যের বাগান থেকে চুরি করার অপরাধ প্রমানিত করে তার হাত কেটে দেয়া হয়।

শফি আকবরের সাথে এরপর দেখা হয় দর্শনের অধ্যাপক রফিকুল হকের সাথে। তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ, শ্রেণীকক্ষে নানা অনৈসলামিক মতবাদ যেমন: ডারউইনের মতবাদ, গ্যালিলিও মতবাদ প্রভৃতি আলোচনা করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অপরদিকে শফি আকবরের স্ত্রী নাসিমা আকবর স্বামীকে ফিরে পাবার আশায় সবার দ্বারে দ্বারে ছুটতে থাকেন। দেশে নারীদের সমস্ত বৃত্তিমূলক কাজ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে আকবরিয়া হরফখানা নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালানো শুরু করেন। একসময় ছয় জন বদরিয়া শিবির বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন এবং এর জন্য ধর্ষণকারীকে কোন সাজা পেতে হয় না। কারণ নাসিমা অাকবর হিন্দুস্থানী দালালের স্ত্রী ও ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত থাকায় তাকে গনিমতের মাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসময় নাসিমা অাকবরকে বাঁচতে সহায়তা করেন আবদুল হাফিজ এবং তার স্ত্রী শাহিদা বেগম।

আবদুল হাফিজ জামাতিয়া বাহিনীর প্রধান আতিউর রহমান মিজানীর শ্বশুর। তিনি বাধ্য হয়ে তার নয় বছরের মেয়েকে শতবছর বয়সী বৃদ্ধ মিজানীর সাথে বিয়ে দেন। এই জামাতিয়া বাহিনীর প্রধান মিজানী তার জামাতিয়া বিচার অাদালতে ইসলামী বিচারকার্যের নামে একের পর এক অমানুষিক হত্যাকান্ড চালাতে থাকেন।এরকম এক সময়ে দেশের সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং দেশ তলিয়ে যেতে থাকে এক গভীর অন্ধকারের দিকে।

বিশদ বিশ্লেষণের পর জেনারেল এই ভাইটি বলেন- 'কিছু কিছু অংশ পড়ে খুবই আতংকিত বোধ করেছি। মনে হয়েছে সত্যিই যদি এরকম শাসন দেশে চলতো তাহলে আমাদের কি হতো!'

আমরা আছি অমুক নাস্তিক,তমুক মুরতাদ ফতোয়া প্রদানে।কিন্তু এট্টুক করেই কি দায়িত্ব শেষ?

ইসলামী হুকুমতের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে কী পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা?

যা পড়ে এ ভাইয়েরা আতংকিত নয়,আগ্রহী হতো?

আদৌ কোন পদক্ষেপ নিয়েছি কি?

Shamsul Arefin Shakti

April 21, 2018 ·

Ahmad Ullah

April 19, 2018 · Dammam, Saudi Arabia

)

এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকাল সন্ধ্যা জিকির-দু'আ এবং সোম-বৃহস্পতি ও শা'বান মাসে নফল রোযায় মশগুল থাকতেন।

আসুন, শা'বান মাসে নফল সিয়াম করি। আগের কোনো ফরজ সিয়ামের কাজা থাকলে রেখে ফেলি। সাহাবায়ে কেরামের অনেকে এ মাসে যাকাত দিতেন, যেন গরীব রামাদ্বানে নিশ্চিন্তে ইবাদতে মশগুল হতে পারে। Shamsul Arefin Shakti

April 19, 2018 ·

ক্ষমতায় শীআরা যাচ্ছে বা ব্রিটিশরা সেকুলারদেরকে ক্ষমতা দিয়ে চলে যাচ্ছে এগুলো কি আমাদের উলামাগণ জানতেন না। তুরষ্কের ঘটনা কি তাঁদের সামনে ছিল না?দেশভাগের সময় আমাদের উলামাগণের ভূমিকা কেমন ছিল জানার জন্য কিছু বই সাজেস্ট করুন মেহেরবানি করে।

· Provide translation to English

Samiur Rahman Piyal

April 19, 2014

পাকিস্তানে এতো শী’আ শাসক কেন?

Why are so many Shias as rulers of Pakistan

পাকিস্তানের শাসকগণের মধ্যে অনেকেই শী’আ ছিল বা আছে। আমরা জানি না। জানা দরকার। তাদের নীতি আর দুর্নীতি সম্পর্কেও তথ্য জানার অধিকার সবারই আছে। এই পুথিবীতে শী’আরা সংখ্যায় কিন্তু অল্প, কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে এদের আধিপত্য চোখে পড়ার মতো। যেমন- ইরাক, পাকিস্তান, সিরিয়া, লেবানন।

পাকিস্তান তৈরির পেছনে রয়েছে জায়োনিস্টদের হাত। সেটা আমরা কম বেশি জানি। কেননা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমেই এই উপমহাদেশে ফ্রি-মেসন আর জায়োনিস্টরা প্রবেশ করে। এই উপমহাদেশ থেকে যাওয়ার সময় বৃটিশরা এমনভাবে ভাগ করে রেখে গেছে যে, যার শেষ পর্যন্ত সমাধান হলো- একটার পর একটা জাতীয়তাবাদী দেশ গঠন। কেননা, বৃটিশদের অত্যাচারে সারা পৃথিবীতেই এই জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। দেশ থেকে শত্রু তাড়ানোর জন্য ভূমিপুত্ররা নিজেদের ভূখন্ড থেকে বর্গী তাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। যেহেতু পাকিস্তান এই জায়োনিস্টদের পলিটিকাল এজেন্ডার ফসল, আর শী’আদের জন্ম হয়েছে ইহুদীদের হাতে, জায়োনিস্টরা হলো উগ্র-ইহুদী, তাদের ভেতরে ভেতরে আঁতাত থাকবে না, তা কী করে হয়!

ভারত-পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ধর্মভিত্তিকভাবে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ’র মতো মানুষেরা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চেতনা নিয়ে খেলতামাশা করেছিল। সাধারণ মানুষ মনে করেছিল, তারা হয়ত একটি ইসলামী রাষ্ট্র উপহার দিবে, কিন্তু তারা তা দিতে পারেনি। তাই দেখা যায় যে, মুখে মুখে ইসলাম ইসলাম ধ্বনী তুললেও, আমরা দেখেছি, ধর্মীয় এক ধরণের উম্মাদনার সৃষ্টি করে তারা তাদের রাষ্ট্র থেকে শিখ আর হিন্দুদের ঝেটিয়ে বিদায় করেছে। ঠিক যেভাবে ইসরাঈলীয়রা ফিলিস্তিনিদের বিদায় করে। জায়োনিস্টরা ভাব দেখায় যে, ইনারা হয় সেক্যুলার পন্থী নয় নাস্তিক! কিন্তু এরা স্বার্থ দেখে ইহুদীদের। মনে পড়ে, ঠিক একইভাবে কিন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্রও গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান আর ইসরাঈলের মধ্যে হাক-ঢাক থাকলেও, রাজনৈতিকভাবে ইসরাঈল শী’আদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা রাখাকে নিরাপদ মনে করে।

আসলে পাকিস্তান ছিল একটি ইসলাম বিরোধী প্রজেক্ট। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। কেননা, বৃটিশদের "two-nation theory" পরবর্তীতে তিনটি আলাদা ভূখন্ডের জন্ম দিয়েছিল। আর এতে করে তৈরি হয়েছে তিনদেশের প্রতি তিন দেশেরই তিক্ততা। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। নিজের একটি ভূখন্ড নিয়ে তারা সন্তুষ্ট, অপরের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে সদা তৎপর। এটা কিন্তু সিস্টেমেটিক ওয়েতে হয়েছে। মুসলিমদের তিনটি ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তানী মুসলিম, বাংলাদেশী মুসলিম এবং ভারতীয় মুসলিম। আর মুসলিম উলামাদের মধ্যেও তখন দুটি গ্রুপ ছিল, দেওবন্দ এবং বেরলভী। আর এদের পুরো বিপক্ষে ছিল আহমদীয়া, শী’আ, কুরানিস্ট, মুসলিম নামধারী ইসলাম বিরোধীরা।

(১) “মুসলিম লীগ” গঠন করেছিল কে? তৃতীয় আগা খাঁ (Agha Khan III)। নিশ্চয়ই জানা আছে যে, ইসমাঈলীয় শী’আর ইমাম ছিল এই আগা খাঁ! এখনও সেই সিলসিলা জারি আছে। সে ছিল বৃটিশদের ক্রীড়ানক বা পাপেট।

(২) গুলাম আহমেদ পারভেজ। তিনি ছিলেন একজন কুরানিস্ট বা আহলে কুর’আন বা মুনকিরে হাদীস (হাদীস অস্বীকার কারী), যারা হাদীসের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। এই কুরানিস্ট আর শী’আদের মধ্যে ভারি বন্ধুত্ব। কেন? তা আমি এখনও খুঁজে বের করতে পারিনি।

(৩) পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে? ইস্কান্দার মীর্জা! উনি একজন শী’আ ছিলেন। অবাক করা আরেকটা তথ্য হলো যে, এই ইস্কান্দার মীর্জা ছিলেন ‘মীর জাফর’-এর নাতি। যে মীর জাফর নবাব সিরাজদৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বৃটিশদের পদলেহন করেছিল। এই পদলেহনকারী মীর জাফরও একজন শী’আ। মীর জাফর “আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতে”র সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। নিশ্চয়ই পরিস্কার হচ্ছে যে, কেন বৃটিশরা শী’আদের বসালো?

(৪) এবার আসি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর কথায়। তিনি জন্মেছিলেন ইসমাঈলীয় শী’আর ঘরে। পরবর্তীতে বারো ইমামপন্থী শী’আ ফির্কায় কনভার্টেড হয়েছিলেন, কিন্তু আগা খানের ইমামতে তার মন ঝুলে ছিল। যাক। (অফ টপিকে বলি- তুরষ্কের কামাল আতাতুর্কও কিন্তু “রাফেজী” ছিল। সুতরাং ভাবুন তো, কার হাতে খিলাফত ধ্বংস হয়েছিল? হিসেব মিলে?)

(৫) মুহাম্মাদ জাফলুল্লাহ খান। তিনি ছিলেন আহমদীয়া। আর এই আহমদীয়াদের বলা হয়ে থাকে- Pakizionist. এই আহমদীয়াই ছিল "Foreign Affairs Minister".

জিন্নাহ, ইস্কান্দার মীর্জা, ভূট্টো এবং ইয়াহিয়া একের পর এক শী’আদের দ্বারাই পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা (বর্তমান বাঙলাদেশীরা) পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও এই ভূট্টো আর ইয়াহিয়া তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করে। আর এভাবেই দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই দুজন শী’আই এই দেশের সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অবর্ণনীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। বেলুচিস্তান, পাশতুন এবং বাংলাদেশের ভাগ্য দেখুন। বর্তমানে পাকিস্তান-ইরান সীমান্তেও চলছে শী’আ কর্তৃক সুন্নী হত্যাকান্ড। কিন্তু মোটাদাগে পত্রিকার পাতায় উঠে আসে, যখন সুন্নীরা আক্রমণ করে। মিডিয়া বলে কথা! এটাই বা কে কন্ট্রোল করছে! সেটা কী আবার বলতে হবে?

মুসলিম উম্মার জন্য গত শতাব্দীটা সত্যি দুর্ভাগ্যের শতাব্দী গেছে। প্রথমত. উসমানীয় খিলাফত ধ্বংস হয়েছে, সৌদির কাছে গেছে ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত. ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ পার্টিশন। এবং তৃতীয়ত. ফিলিস্তিন ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ইসরাঈলের। বৃটিশ কলোনী কিভাবে মুসলমানদের ক্ষতি করেছে, বোঝা যায় তো?

শেষ কথাঃ পাকিস্তানের শাসক আসিফ আলী জারদারী একজন শী’আ। তার স্ত্রী বেনজীর ভূট্টো একজন শী’আ ছিলেন। তাদের ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টোও একজন শী’আ। সুতরাং মুষ্টিমেয় শী’আর হাতেই বন্দী পাকিস্তান! মুক্তি মিলবে তো?

[কারো ভাল না লাগলে এড়িয়ে যান। বাজে কমেন্ট করলে ডিলিট মারা হবে।]

Shamsul Arefin Shakti
April 26, 2018 ·
লেখকের সাথে মতোবিরোধ: আমাদের কর্মপন্থা

------------------------------------------

মাওলানা Abdullah Al Masud হাফিজাহুল্লাহ

"শাস্ত্রীয় বিষয়ে মতের অমিল হওয়াটা কোন নতুন বিষয় নয়। এই ধারাটিও প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও আমরা এর বাস্তবায়ন দেখতে পাই। তারা যখন কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন পূর্ণ আদব বজায় রেখে সেটা অনেক সময় গ্রন্থাকারে লিখে প্রকাশ করতেন।

ইমাম বাইহাকী রাহ. 'আসসুনানুল গকুবরা' লেখার পর ইবনুত তুরকুমানী রাহ. (৭জ৪৫ হিজরী) ভিন্নমত পোষণ করে রচনা করেন 'আলজাওহারুন নাক্বী আলা সুনানিল বাইহাকী'। সেখানে তিনি ইমাম বায়হাকীর সাথে তাঁর দ্বিমতের জায়গাগুলো তুলে ধরেন। তাঁর উপর বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তার কথাগুলোর ইলমী পর্যালোচনা করেন। গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে প্রকাশিত।

আল্লামা বাগাবী রাহ. এর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ 'আলমাসাবীহ' এর বেশ কিছু হাদীসের ব্যাপারে ইবনুল জাওযী রাহ. জাল হওয়ার দাবী করেছেন তাঁর 'আলমাওযুআত' গ্রন্থে। তাঁর সেই দাবীর বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে আল্লামা আলাঈ রাহ. (৭৬১ হিজরী) রচনা করেন 'আননাকদুস সহীহ লিমা'তারাযা মিন আহাদীসিল মাসাবীহ' নামক গ্রন্থটি। সেখানে তিনি সেসব হাদীস নিয়ে দারুন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন।

ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.কে তো আমরা সবাই চিনি। তিনি মুসনাদে আহমাদের যেসব হাদীসকে ইবনুল জাওযী রাহ.সহ আরো কেউ কেউ মওযু বা জাল বলেছেন তা পর্যালোচনা করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম হলো 'আলকওলুল মুসাদ্দাদ ফিযযাব্বি আনিল মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ'। এই গ্রন্থের ভূমিকার একটা কথা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয়। তিনি বলেছেন,

"আমি এই পৃষ্ঠাগুলোতে মুসনাদে আহমাদের সেসকল বর্ণনা সংকলন করেছি, যেগুলোর ব্যাপারে কোন কোন হাদীসবিশারদ জাল হওয়ার দাবী করেছেন। অথচ (তাদের দাবীকৃত) সে হাদীসগুলোর সবগুলো জাল নয়। তাই আমি ইনসাফের সাথে তা তুলে ধরতে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, সত্য প্রকাশ করা ছাড়া এর পেছনে আমাদের আর অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম শিখিয়েছেন তার জন্য তিনি অাবশ্যক করেছেন যে সে তা লুকোছাপা না করে প্রকাশ করবে।" (আলকওলুল মুসাদ্দাদ: ৫)

এই বিষয়ে বিস্তারীত লিখতে গেলে স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে শুধু আমি নমুনা স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করলাম এটা বোঝানোর জন্য যে, তাহকীক ও গবেষণায় যদি কেউ ভিন্ন তথ্য পান তবে সেটা গ্রন্থাকারে লিপিবিদ্ধ করে সংরক্ষণ করা এবং ভুলগুলোকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করার রীতি পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো। অনেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থে না হলেও নিজস্ব রচনার ভেতরে ফাঁকেফাঁকে অনেকেই অন্যদের তথ্যগত বা চিন্তাগত ভুলকে তুলে ধরেছেন। আর এটা নিন্দনীয় তো নয়ই বরং অত্যন্ত প্রশংসিত কাজ। কারণ এর মাধ্যমে জ্ঞান-গবেষণার ধারা চাঙ্গা থাকে। স্থবিরতা ও জড়তায় আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্ত থাকা যায়। নিত্যনতুন গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা সামনে আসার কারণে সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাটা আরো সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, আমরা এমন একটা যুগসন্ধিক্ষণ পার করছি, যখন ইলমী মুনাকাশা ও আলোচনা-পর্যালোচনাকে আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যিনি যেই মতের বা যেই পথের, সেই মতপথের মতাদর্শ বা দাবী-দাওয়া নিয়ে কেউ যৌক্তিক ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা করলে তাকে চোখ বন্ধ করে দুশমন ভাবা হয়। তার বক্তব্যে সত্য বলা হলো না মিথ্যা, বাস্তব বলা হলো না অবাস্তব সেসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার বা নিদেনপক্ষে কথাগুলো মন দিয়ে পড়ার বা শোনার মতো ধৈর্যও দেখাতে সক্ষম হই না আমরা। তার আগেই আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়ে পড়ি। নিজেদের পক্ষ থেকে যে কোন একটা আন্দাযনির্ভর সিদ্ধান্তে চলে আসি।

আমরা একথা বুঝতেই চাই না যে, জ্ঞান-গবেষণায় আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের দুয়ার সদাসর্বদা খোলা থাকে। যদি কারো পর্যালোচনা ও তথ্যগত উপস্থাপনা ভুল হয়ে থাকে তবে সুন্দর ও শালীনভাবে সেটাকে একাডেমিকভাষায় পুনঃপর্যালোচনা করা যেতে পারে। এবং এমনটাই হওয়া উচিত। সেখানে বাক্য-আক্রমণ, রূঢ়ভাষী আচরণ বা কঠোর-কঠিন মনোভাব প্রদর্শনের তো কোনই দরকার নেই। কোন বক্তব্যকে অযৌক্তিক মনে হলে তা যৌক্তিকভাবে তুলে ধরাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। সম্মানীত পাঠকগণের থেকে আমি তেমনটাই আশা করি।

আরেকটা বিষয়ে আলোকপাত না করলেই নয়। তা হলো, আমাদের ভেতরে মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকতে পারে। সেই ভিন্নতাকে আমরা যৌক্তিকভাবে সুন্দর-শালীন পন্থায় তুলেও ধরতে

পারি। তবে মুসলিম হিসেবে আমরা যে ভাইভাই সে কথা যাতে ভুলে না যাই। ভিন্নমতের সাথে আমার আচরণ যাতে ভ্রাতৃত্বের সীমানাকে ছাড়িয়ে না যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিশ্চয়ই মুমীনরা হলো ভাইভাই। এখানে ভ্রাতৃত্বের মূল ভিত্তি বানানো হয়েছে ঈমানকে। সুতরাং যিনিই ঈমানের আলোয় আলোকিত তিনিই হবেন আমার ভাই। চাই তার সাথে আমার মতের মিল থাকুক বা অমিল। এটাই কুরআনের নির্দেশনা।

সুতরাং কার সাথে কতোটুকু কঠোরতা করতে হবে সে বিষয়ে সচেতন থাকা খুবই জরুরি। যিনি ঈমানের ভিত্তিতে আমার ভাই তবে মতাদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা তার সাথে আমার কঠোরতা বা বিরোধিতার ধরণ আর যিনি ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ নন তার সাথে আচরণের ধরন কখনো সমান তালের হতে পারে না। অথচ অহরহ আমরা তা করে বেড়াচ্ছি। এরচেও উদ্বেগের ব্যাপার হলো, আমরা ঈমান-কুফরের প্রশ্নেও ততোটা কঠোর হই না মাযহাব-মাসলাক-মানহাজের ভিত্তিতে সৃষ্ট প্রশ্নে যতোটা কঠোর হই। ইসলাম যখন আমাকে কুফফারের প্রতি কঠোর আর মুমিনের প্রতি সদয় হবার নির্দেশনা দেয় আর আমি তার উল্টোটা করে বসে থাকি তখন সত্যিই প্রশ্ন চলে আসে এই কঠোরতা কি ইসলামের স্বার্থে না নিজের খাহেশাতের স্বার্থে? কারণ ইসলামের জন্য হলে তো ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলাই হতো সঙ্গত।

মতোভিন্নতা থাকা সত্তেও মুসলিম ভাই হিসেবে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক থাকারহ ব্যাপারে সালাফে সালেহীন ছিলেন খুবইযদজ সচেতন। আমি এখানে শুধু ইমাম পশাফেয়ী রাহ. এর একটা ঘটনাগগৃ পেশ করছি। যার মধ্যে এটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। একবার তাঁর সাথে আবু মুসা ইউনুস বিন আবদুল আ'লা সফাদী রাহ. এর কোন বিষয়ে বিতর্ক হলো। তারপর যে যার গন্তব্যে চলে গেলো। পরবর্তীতে একদিন তাঁর সাথে ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আবু মুসা, কোন বিষয়ে একমত না হয়েও কি আমরা ভাইভাই হয়ে থাকতে পারি না? (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১০/১৬) এই ঘটনা থেকেই স্পষ্টভাবে বুঝে আসে আমাদের কর্মপন্থা কেমন হওয়া উচিত।"

("সালাফদের দৃষ্টিতে আহলে হাদীস" বই এর 'লেখকের জবানবন্দি' অংশ থেকে নেওয়া) Shamsul Arefin Shakti updated his status.
April 13, 2018 ·
নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন (মিলিয়ে নিন, এখানে না দিলেও চলবে)। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন। প্রতি প্রশ্নে একটি উত্তরই গ্রহণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

ক. আপনি ব্যক্তিজীবনে কোন ধ্যানধারণা মতে চলেন?

১. নিজের মনমতো

২. বাঙালিয়ানা

৩. ইসলাম

খ. আপনি পারিবারিক জীবন কিভাবে সাজিয়েছেন?

১. সদস্যদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

২. ক্যারিয়ারকেন্দ্রিক পরিবার আবহ

৩. ইসলাম

গ. আপনি সামাজিক জীবনে কিভাবে চলেন?

১. লৌকিকতা

২. বিভিন্ন সার্কেলে তাল মিলিয়ে

৩. ইসলাম

ঘ. আপনি কোন অর্থব্যবস্থায় বিশ্বাসী?

১. পুঁজিবাদ

২. সমাজতন্ত্র

৩. ইসলাম

ঙ. রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১. গণতান্ত্রিক

২. সমাজতান্ত্রিক

৩. ইসলাম

চ. কোন আইন সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে মনে করেন?

১. ব্রিটিশ প্রবর্তিত

২. নতুন গবেষণালব্ধ

৩. ইসলাম

এই ৬ টা প্রশ্নের জবাব কী, তার উপর নির্ভর করবে আপনি নিচের ৩ টি প্রশ্নের জবাব কী দিবেন।

১. তোমার পালনেওয়ালা কে?

২. তোমার দীন/ জীবনপদ্ধতি কি?

৩. এই ব্যক্তি কে? (চেহারা দেখিয়ে)

কোন কোন ক্ষেত্রে মেনে চলতে পারছি না। কিন্তু অন্তরে রাখেন। দিলে আফসোস রাখেন। আল্লাহ, তুমি তৌফিক দিলে ঐ ক্ষেত্রেও মেনে চলব। আফসোসের দাম আছে। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানতে পারছেন না, এই কষ্টটা রাখা চাই। চান্স পেলেই মানবো এমন তৈরি থাকা চাই।

হঠকারিতার জনক শাইতান। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।
Shamsul Arefin Shakti
April 11, 2018 ·

ক.

মাজলুম কাফির হলেও তার ফরিয়াদ কবুল হয়।

খ.

'সব' ধরনের 'সব' লেভেলের জুলুম উৎখাত করার ফর্মুলার নাম: তাওহীদ। যে যে লেভেলে তাওহীদ মেনে নেয়া হবে সেই লেভেলে জুলুম নিরসন হবে।

গ.

ডালপালার সাথে মূলে নজর দিতে অবো। নইলে হাইড্রার এক মাথা কাটলে সাতটা মাথা গজাবেনে।

ঘ.

সব বলে দিতে হবে কেন ভেঙে? সুজি খান?
· Provide translation to English
Shamsul Arefin Shakti updated his status.
April 5, 2018 ·
বদদুআ করাও সুন্নাত। শুধু হিদায়াতের দুআ করাকেই সুন্নাত ভাবার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

ফজরে 'কুনুতে নাজেলা' পড়ার প্রয়োজন কি এখনো দেখা দেয়নি। উম্মত কি যথেষ্ট কষ্টে নেই? উলামা হযরতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কমপক্ষে দুআটুকু তো করতে পারি। এটুকু থেকেও মাহরুম হচ্ছি? সব মসজিদে কুনুতে নাজেলা শুরু হলে রহমতের দরিয়ায় জোয়ার উঠতেও তো পারে। আমভাবে 'আমল' এর তৌফিক মিলতেও তো পারে ফিতনা সরে যেয়ে। তবে কি কোন ইশারা আমাদেরকে এই শেখানো আমল করতে দিচ্ছে না?

এতো নিফাক আমার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিলো? ইন্নালিল্লাহ। আর তো কিছুই করতে পারছি না। ইয়া আল্লাহ, আপনি প্রতিশোধ নেন। কাউকে ছাড়বেন না। ওদের আর যারাই ওদের সহযোগী, সবাইকে ধ্বংস করে দেন। ওদের জীবনকে দোযখ বানিয়ে দেন। ওদের দেশ ভেঙে টুকরো করে দেন। আসমানী বালা দিয়ে পেরেশান করে দেন। আর আমাদের মত নপুংসকদের মাফ করে দেন, পুরুষ না বানিয়ে কবরে নিয়েন না।
Shamsul Arefin Shakti
April 2, 2018 ·
ক.

প্রশংসা আল্লাহর যিনি নানান বান্দাকে দিয়ে নানান কাজ নেন। ইখলাসের ভিতে কাজ মকবুল হয়। কাজে আল্লাহ ব্যবহার করছেন মানে এই নয় যে, সে কবুল হয়ে গেছে। যেটুকু কাজ আল্লাহ নিচ্ছেন সেটুকু কবুল হচ্ছে কি না। এজন্য দুআ-ইস্তিগফার। আল্লাহ তৌফিক দিন আমাকে।

খ.

সেকুলার আইন, পলিসি, রুলসের সাথে যত পরিচয় হচ্ছে তত আমি সবগুলোর ভিতর প্রায়োগিক শূন্যস্থান অনুভব করি। অনেক সুন্দর ভারি ভারি কথা, সুপারিশ, পদক্ষেপ,

মহাপরিকল্পনা। সুন্দর সুন্দর। দুর্নীতি নির্মূল, জবাবদিহিতা নিশ্চিত, সুশাসন, শুদ্ধাচার ইত্যাকার শ্রুতিমধুর শব্দ, কমিটি, সাবকমিটি, সভা, বিভিন্ন লেভেলে মতবিনিময়। সবই ঠিক আছে। প্রয়োগে গিয়ে শূন্যস্থান। অপূরণীয়, অক্ষয়, অব্যয়, অগ্রাহ্য করা যায় না, মুছে ফেলা যায় না। ওটা পূরণ হলেই সব হয়ে যায়, উজুদে এসে যায়, বাস্তবায়ন হয়ে যায়।

গ.

শূন্যস্থানটা চিৎকার করে বলতে চায়, একটা শব্দ বসাও আমাতে। ঐ শব্দটা বসাও, সব হয়ে যাবে, বসিয়েই দেখ। লজ্জা পেওনা, কারো ভয় করোনা, কে কী ভাবল কেয়ার করো না, বসিয়ে দেখোইনা। একটা শব্দ -- 'তাওহীদ'। 'আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছু'র বিপরীতে এক আল্লাহকে মেনে নিলেই সব সমাধান হয়ে যায়। জবাবদিহিতা, সুশাসন, শুদ্ধাচার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। আল্লাহকে মেনে নিতে লজ্জা-ভয় যতদিন করবে, ততদিন সবকিছুই সমস্যা মনে হবে। আর সবখানে সব অবস্থায় আমার উপর কর্তৃত্বশীল আল্লাহকে মেনে নিলেই সবকিছুকেই সমাধান মনে হবে। এই একটা শব্দ উচ্চারণে লজ্জা/ভয় খরচ করায় কোটি কোটি টাকা, হাজার হাজার ব্যর্থ/অর্ধব্যর্থ মিটিং, ট্রেনিং আর ব্রেনওয়ার্ক, চক্রবৃদ্ধি হারে তৈরি করে নতুন নতুন সমস্যা। কবে বুঝবো আমরা, হায়।

ঘ.

'জেন্ডার সমতা' বিষয়ে স্যার আজ দারুণ পড়িয়েছেন। নারী অধিকার/নারী ক্ষমতায়ন/নারী শিক্ষা এগুলো হবে আমাদের মত করে। এ অঞ্চলের মানুষের ধর্ম-মূল্যবোধ-মানসগঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এগুলো করতে হবে। সেটাই উন্নয়ন। সুইজারল্যান্ডের ফর্মুলা আমাদের মানতে হবে কেন? এরকম সব ক্ষেত্রেই। ওদের সব ফর্মুলাই অন্ধভাবে মেনে ওদের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবার এই মাইন্ডসেট থেকে বেরোতে হবে। ওদের সাথে আমাদের যায় না। শিখতে হলে জাপান/চীন/কাতার ময়দানগতভাবে ওদের চেয়ে আমাদের বেশি অনুসরণীয় হওয়া উচিত।

সারাদিনের ৬ ঘণ্টা সেকুলার ওয়াশের পর ঘুমের আগে আমার অনুভূতি: দিনশেষে সমাধান, সর্বস্তরে তাওহীদ। এক আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া। ও মানুষ, ফা আইনা তাযহাবুন।

# দিনার ও দিরহাম - আল্লাহর অশেষ এক নিয়ামত

KAISAR AHMAD·THURSDAY, APRIL 26, 2018

আমরা হাদিস ও ইতিহাস পড়ার সময় অনেক বার এই দুটি মুদ্রার নাম শুনি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ এই মুদ্রা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরা জানি মহরে ফাতেমি হল ৫০০ দিরহাম কিন্তু এই ৫০০ দিরহামের বর্তমান মুল্য কত তা আমরা জানি না। এমনি ভাবে যখন পড়ি, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মুনিনিনদের জন্য ১২ হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ

করেছিলেন, বা যাকাতের নিসাব পরিমাণ হল ২০০ দিরহাম বা ২০ দিনার, দিয়তের মূল্য হল ১০ হাজার দিরহাম অথবা ১ হাজার দিনার। অমুক সাহাবী বা তাবীঈ ১ হাজার দিনার দান করলেন। তখন আমরা সেসবের হিসাব মিলাতে পারি না। ইসলামের বেশ কিছু বিধান দিনার দিরহামের সাথে সংযুক্ত যেমন, যাকাত, বিয়ে, হুদুদ, কাফফারা ইত্যাদি। যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা সকল প্রকারের ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন করার সময় দিনার দিরহামকে প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম বলে গন্য করত। কিন্তু আজ তা বিলুপ্ত। দিনার ও দিরহামের নাম কুর’আনেও এসেছে। হাদিসে এসেছে অসংখ্য বার। হাদিসে এসেছে-

“মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই আসছে যখন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ব্যবহার করার মত বা উপকারী আর কিছুই থাকবে না।”

আমাদের উপর আল্লাহর অশেষ রহমত যে তিনি অর্থকেন্দ্রিক ইসলামের বিভিন্ন বিধান দিরহাম ও দিনারের হিসাবে আরোপ করেছেন। আল্লাহু আকবর। যদি এটা হারাম কাগুজে মুদ্রায় নির্ধারণ হত তাহলে পুরো নিজাম ভেঙ্গে যেত। ইংসা আল্লাহ আমরা তা আলোচনা করব।

দিরহাম দিনারের ইতিহাস

মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে মুদ্রা হিসেবে স্বর্ণ ও রূপা ব্যবহার করা হত। বারটার সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়ার পরে মানুষ স্বর্ণকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহন করে নেই। ৫ হাজার বছর ধরে এই মুদ্রা ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ফিরাউনের যুগে মিশরেও এই ব্যবস্থা চলত। সকল বড় বড় সাম্রাজ্য নিজেরা স্বীয় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বানাত। গ্রীক, রোমান, পারসিয়ান, সাসানিয়ান সহ প্রায় সকল বড় সাম্রাজ্য। যাইহোক, প্রথমে মুসলিমরা পারসিয়ান স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করত। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময়ের মুসলিমরা প্রথম বারের মতন মুদ্রা তৈরি করে। সেটা ছিল সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের আদলে রৌপ্যমুদ্রা বা দিরহাম। তারপরে ৭৫ হিজরি তথা ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবদুল মালিক অফিসিয়ালি ভাবে উমার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মান অনুযায়ি দিরহাম প্রস্তুত করান। তিনি পূর্বের মানুষ ও পশুর চিত্র সম্বলিত কয়েন বন্ধ করে আল্লাহর নাম লিখে নতুন মুদ্রার প্রবর্তন ঘটান। এরপরে বিভিন্ন সময়ে এই মুদ্রা গুলোর উন্নয়ন ঘটে, এভাবে একসময় মুদ্রার এক পিঠে ‘লা ইলাহা ও’ ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ এবং অপরপিঠে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসহ মুদ্রা ছাপানো হয়। ১৯২৪ সালে খিলাফতের ধ্বংসের সাথে সাথে দিনার ও দিরহাম মুদ্রা ব্যবস্থার পতন ঘটে।

দিরহাম পরিচিতি

দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)

দিরহাম হল রৌপ্যমুদ্রা। সাধারণত ৩ গ্রাম রূপা দিয়ে ১ দিরহাম তৈরি করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যে রূপার পরিমানে হেরফের হয়েছিল তাই আমরা একাধিক মান পাই। উসমানি খিলাফতে ১ দিরহাম ৩.২০৭ গ্রাম রূপা দিয়ে তৈরি করা হত। দিরহামের মান নির্ধারণে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, হানাফিদের মত ৩.১২৫ আর অন্য ইমামদের মতে ২.৯৬, এছাড়াও অনেকের মতে ২.৯৭৫ হল সঠিক মান। যাইহোক আমরা ধরব,

১ দিরহাম = ৩ গ্রাম রূপা
১ গ্রাম রূপার বর্তমান বাজার মূল্য হল ৪৬.২৬ টাকা। তাহলে,

১ দিরহাম = ১৩৯ টাকা

যাকাতের নেসাব ২০০ দিরহাম হল ২৭,৮০০ টাকা
মহরে ফাতেমি ৫০০ দিরহাম = ৬৮০০০ টাকা
সর্ব নিম্ন বিয়ের মহর হল ১০ দিরহাম যার বর্তমান বাজার মূল্য হল ১৩৯০ টাকা।
শাফেয়ী মাজহাবে সর্বনিম্ন মহর হল ৩০ দিরহাম অর্থাৎ ৪১৭০ টাকা। দিয়তের মূল্য হল ১০ হাজার দিরহাম= ১৩,৯০,০০০ টাকা।
একই ভাবে ১০০০ দিরহাম এর মূল্য হল ১,৩৯,০০০ টাকা।

হাদিস ও ইতিহাস থেকে দিরহামের কিছু উদাহরণ

আম্মাজান হযরত জায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা তার বাৎসরিক ভাতার ১২ হাজার দিরহামের প্রায় সব দান করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি ১২ হাজার দিরহাম = ১৬,৬৮,০০০ টাকা দান করেছিলেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র ভাতিজা যায়েদ বিন হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ৪০০ দিরহামে কিনেছিলেন অর্থাৎ ৫৫,৬০০ টাকায়। সাধারণত তখন দাস দাসীর মূল্য ছিল প্রায় ৫০০ দিরহাম অর্থাৎ ৭০ হাজার টাকা।

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “ইসলাম গ্রহনের সময় হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট ৪০ হাজার দিরহাম বা ৫৫৬০০০০ টাকা ছিলো। (দিরহামের আজকের বাজার মূল্য ১৩৯ টাকা হিসেবে) আর হিজরতের সময় ৫ হাজারের বেশি ছিল না। বাকি সব দিরহাম তিনি ইসলামের সাহায্যে

এবং মুসলমান গোলাম কিনে আযাদ করার পেছনে ব্যয় করেছেন।” (ইবনে সাইদ সূত্রে তারিখুল খুলাফায় বর্ণিত) অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ইসলামের জন্য ব্যয় করেন।

রুমা কূপ মদিনার সুপেয় পানি সরবরাহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তা ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে অর্থাৎ ৪৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ৫০ হাজার দিরহাম অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার কর্জ নিয়েছিলেন যা পরে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মওকুফ করে দিয়েছিলেন।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতে বিচারকের মাসিক সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৫০০ দিরহাম আর সর্বনিম্ন ছিল ২০০ দিরহাম। বসরায় সালমান ইবনে রাবিয়া রাযি. মাসিক ৫০০ দিরহাম বেতন পেতেন অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাজার টাকা।

জিজিয়া- জিজিয়ার পরিমাণ অনির্দিষ্ট ছিল। শহর, ব্যক্তি ভিন্নতায় জিজিয়া তে ভিন্নতা ছিল। যাইহোক গরিবদের জন্য জিজিয়া হল ১২ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য ২৪ দিরহাম। সবচেয়ে ধনী সারীর অমুসলিমদের জন্য এটা ছিল প্রায় ৪৮ দিরহাম অর্থাৎ ৬৬৭২ টাকা মাত্র। রাজ্যের সবচেয়ে ধনী অমুসলিমরা বছরে মাত্র ৬,৬৭২ টাকা জিজিয়া বা কর হিসেবে মুসলিম শাসককে প্রদান করবে। হাস্যকর হল বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নাগরিক এর চাইতে অনেক বেশি ট্যাক্স দিয়ে থাকে কিন্তু জ্ঞানপাপীরা এটা নিয়ে প্রশ্ন করে না, শুধু জিজিয়া জিজিয়া বলে তারা চিৎকার করতে পারে।

দিনার পরিচিতি

দিনার হল স্বর্ণমুদ্রা। সাধারণত ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণে হয় ১ দিনার। এটা নিয়ে তেমন মতভেদ নেই যদিও কিছু আলেমের মতে ৪.২৩৫ গ্রাম স্বর্ণ হল ১ দিনার।

১ দিনার = ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ
১ গ্রাম স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য হল ৩,৬০৭.৩০ টাকা। অর্থাৎ

১ দিনার = ১৫,৩৩১ টাকা

যাকাতের নেসাব ২০ দিনার সমান ৩,০৬,৬২০ টাকা।
দিয়তের ১ হাজার দিনার হল ১,৫৩,৩১,০০০ টাকা।

হাদিস ও ইতিহাস থেকে দিনারের কিছু উদাহরণ

তাবুক যুদ্ধে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ৯৪০টি উট ও ৬০টি ঘোড়ার পাশাপাশি ১০ হাজার দিনার দান করেছিলেন। ১০ হাজার দিনার অর্থাৎ ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত কালে, মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রাযি. কে মাসিক বেতন দেয়া হত ২০০ দিনার অর্থাৎ ৩০,৬৬,২০০ টাকা। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি.কে বেতন হিসেবে প্রতি বছর দেয়া হত ১০ হাজার দিনার। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকা।

বদর যুদ্ধের পূর্বে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে ব্যবসায়ী কাফেলা শাম থেকে মক্কায় যাচ্ছিল তাতে বাণিজ্যিক সম্পদের পরিমান ছিল মোট ৫০ হাজার দিনার অর্থাৎ প্রায় ৮০ কোটি টাকা। বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে মাথা প্রতি ৪০০ দিরহাম ধার্য করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৫৫,৬০০ টাকা।

খাওয়ারিজ ইসলামিক স্টেট ২০১৪ সালের শেষের দিকে দিনার ও দিরহাম মুদ্রা তৈরি করেছিল। ২১ কেরেট গোল্ড এর ৪.২৫ গ্রাম দিয়ে এক দিনার প্রস্তুত করেছিল তারা। এছাড়াও তারা রূপা ও তামা'র মুদ্রা চালু করেছিল।

১৪০০ বছর আগে মক্কায় ৮০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ১১ হাজার টাকা দিয়ে একটি মাঝারি সাইজের উট পাওয়া যেত। যেহেতু উটের যোগান কম তাই এখন আমরা ৮০ দিরহামে একটি উট পাবো না। কিন্তু তখন ১ দিনারে একটি মেষ এবং একটি ছাগল পাওয়া যেত, অর্থাৎ ১৫৩৩১ টাকায়। মেষ ও ছাগলের যোগান উটের মত কম নয় তাই এখনো আমরা ১ দিনারে একটি মেষ বা একটি ছাগল কিনতে পারব।

শাম থেকে ইয়ামানের বাণিজ্যিক পথ এর কেন্দ্র বিন্দু ছিল মদিনা। শুধু মাত্র মক্কাবাসী মদিনা কেন্দ্রিক ট্রেড রুট ব্যবহার করা

বাৎসরিক ২ লক্ষ দিনারের ব্যবসা করত। অর্থাৎ প্রায় ৩০৭ কোটি টাকার ব্যবসা হত।

আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... উরওয়া বারিকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাঁকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দ্বীনার দিয়ে দুটি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দ্বীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দ্বীনার নিয়ে হাযির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য দু’আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।" (সহিহুল বুখারী)

আমর ইবনু আলী (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ঐ ব্যাক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেনঃ যে ব্যাক্তি হায়য অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে, সে এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার সা’দকা করবে।" (সূনান নাসাঈ) যে লোক হায়য অবস্থায় আল্লাহ্র নির্দেশ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সহবাস করে তার উপর ১ দিনার অর্থাৎ ১৫৩৩১ টাকা বা অর্ধ দিনার সদকা করা ওয়াজিব।

গানীমাত হিসাবে দিনার

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত কালে, আফ্রিকায় যুদ্ধে মোট ৩ কোটি দিনার গানীমাত অর্জন হয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় ৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। পদাতিক ১৮০০০ সৈন্য পেয়েছিল ১০০০ দিনার করে আর অশ্বারোহী ২০০০ সৈন্য পেয়েছিল ৩০০০ দিনার করে। বাইতুল মালে এক-পঞ্চমাংশ ছিল অর্থাৎ ৬০ লক্ষ দিনার।

জিজিয়া বাবদ আয়

চুক্তির ভিত্তিতে আজারবাইজান পদানত হয়েছিল তারা বার্ষিক ৮ লক্ষ দিরহাম জিজিয়া প্রদানের শর্তে চুক্তি করে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা। জুরজান থেকে জিজিয়া বাবব আয় হত তিন লক্ষ দিনার অর্থাৎ ৪৬০ কোটি টাকা।

সবচেয়ে ধনী মুসলিম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাবুক যুদ্ধে ৮ হাজার দিনার দান করেন। অর্থাৎ ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। তিনি তার একটি জমি ৪০ হাজার দিনারে অর্থাৎ প্রায় ৬১ কোটি টাকায় বিক্রয় করেন এবং পুরো অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ৪০ হাজার দিরহাম অর্থাৎ ৫৬ লক্ষ টাকা, মুজাহিদদের জন্য ৫০০ ঘোড়া, ১৫০০ উট দান করেছিলেন। জীবিত বদরি সাহাবী ও আম্মাজানদের জন্য ৪০০ দিনার অর্থাৎ ৬২ লক্ষ করে হাদিয়া

দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০০ আউকিয়া বা অক্কা দান করেছিলেন। ১ অক্কা = ১২৮.৩ গ্রাম স্বর্ণ। সে হিসাবে তিনি প্রায় ১০ কোটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলেন। এসব হল ইতিহাসে পাওয়া সাহাবীদের বদান্যতার উদাহরণ আর তাদের গোপনে দান করা টাকার পরিমান কত ছিল তা আল্লাহই জানেন। আর আমরা ১০-২০-৫০ টাকা দান করে অহংকার অহমিকায় লিপ্ত হয়ে যাই। মনে ভাবি না জানি কত টাকা দান করে কত বড় দানবীর হয়ে গেছি।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় তার সম্পদের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে আজকের যুগেও মানুষ অবাক হয়। তিনি ইন্তেকালের সময় ৩১০,৩০,০০,০০০ (৩১০ কোটি ৩০ লক্ষ) দিনার রেখে যান। এটার বর্তমান মূল্য হল (৩১০,৩০,০০,০০০* ১৫৩৩১) = ৪৭,৫১,০০৩,৩০,০০,০০০ (অর্থাৎ ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৩ কোটি ৩০ লক্ষ) টাকা। ডলারের হিসাবে এটার মূল্য ৫০১ বিলিয়ান ডলার। ২০১৭ সালে বিল গেটসের মোট সম্পত্তি ছিল মাত্র ৮৬ বিলিয়ান ডলার।

# এখন কিছু প্রশ্ন করি -

চিন্তা করুন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহ আনহার মহর দিরহামে না নিয়ে আজকের কাগুজে মুদ্রায় নিতেন তাহলে কি হত ?

চিন্তা করুন যাকাতের নেসাব টাকায় নির্ধারণ হলে কি সমস্যা হত ?

ধরুন ফাতাওয়ার গ্রন্থে মহরে ফাতেমি ৫০০ দিরহাম না লিখে সোজা টাকার পরিমাণ লিখে দেয়া হল। এখন আপনি কিতাব খুলে পেলেন মহরে ফাতেমি হল ২৬ ,২৫০ টাকা (আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব ২ /১৩৭; ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২ /৯৬- উভয় বই প্রায় ১৫ বছর আগে লেখা হয়েছে )। আর সর্বনিম্ন মহর পেলেন ৫২৫ টাকা। আপনি আজকেও এই ২৬ ,২৫০ টাকাকে মহরে ফাতেমি মনে করবেন। অথচ টাকার মূল্য সময়ের সাথে সাথে কমে , আর দিনার দিরহামের মূল্য কমে না। এতে কোনো ক্ষয় নেই। আপনি ৫০০ দিরহামের মূল্য হিসাব কষে বের করতে পারবেন। যা আজকের ৬৮ হাজার টাকা।

২০০১ সালে আপনি আলেমের কাছে শুনেছেন যাকাতের নেসাব হল ১০ ,৫০০ টাকা। তারপর আর আপনি নতুন করে জানার চেষ্টা করেন নি , কিংবা সরকার জনগনের সুবিধার্থে আলেমদের পরামর্শে ১০ ,৫০০ টাকাকে নেসাবের পরিমাণ হিসেবে ফিক্স করে দিল। তাহলে ১৮ বছর পর আজকেও যাদের কাছে ১০,৫০০ টাকা থাকত তাদের উপর যাকাত দেয়া ফরজ হত। আর ৫০ বছর পরে দেখা যাবে ১০ ,৫০০ টাকা দিয়ে বাজারে কিছুই কেনা যাবে না , ফকিরের দান পাত্রেও এত রকম থাকবে। তখন উক্ত ফকির উপরও যাকাত ফরজ হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে ফিতরার মূল্য চাল , খেজুর বা পন্য দ্রব্যের দামে নির্ধারণ না হয়ে যদি টাকায় নির্ধারিত হত তাহলে এক সময় ফিতরার টাকা দিয়ে কয়েক চকলেট কেন যেত শুধু , চাল ডাল কেনা যেত না।

এটাই হল কাগুজে মুদ্রার অসারতা। দিনার দিরহামের মূল্য সব সময় সমান থাকে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নেই। ৫ হাজার বছর ধরে দিনার দিরহাম চলছে। এখনো ইনফ্লেশন রেট 'জিরো'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ১ দিরহাম দিয়ে একটি মুরগি কেনা যেত। আজো এক দিরহাম দিয়ে অর্থাৎ ১৩৯ টাকা দিয়ে মুরগি কেনা যায়। এমন কি ১০ বছর পরে আপনি ১৩৯ টাকা দিয়ে মুরগি পাবেন না কিন্তু ১ দিরহাম সমান মুল্যে অবশ্যই পারবেন। আরেকটু সহজ করি, ২০০৬ সালে ১ দিরহামের মুল্য ছিল ৭০ টাকা। তখন বাজারে মুরগির দাম ছিল ৬০ টাকা। তাহলে ২০০৬ সালেও এক দিরহাম দিয়ে একটি মুরগি কেনা যেত। এখনো এক দিরহাম দিয়ে মুরগি কেনা যায় তবে ৭০ টাকায় কেনা যাবে না। কারণ টাকার মুল্যমান কমে গেছে। এখন কিনতে হলে ১৪০ টাকা লাগবে। আর বর্তমান এক দিরহামের মুল্য ১৪০ টাকা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ১ দিনার দিয়ে একটি ছাগল কেনা যেত। আজো এক দিনার দিয়ে অর্থাৎ ১৫,৩৩১ টাকা দিয়ে একটি ছাগল কেনা যায়। এমনকি ১০ বছর পরে আপনি ১৫,৩৩১ টাকা দিয়ে ছাগল কিনতে পারবেন না কিন্তু ১০০ কেন ১ হাজার বছর পরেও আপনি এক দিনার

দিয়ে একটি ছাগল কিনতে পারবেন। এটাই হল হালাল মুদ্রা ব্যবস্থা ও হারাম মুদ্রা ব্যবস্থার পার্থক্য।

একটি সংশয়ের অপনোদন

আমাদের অনেকের মধ্যে একটি সংশয় রয়েছে। তা হল- রাসুল (সা) এর যুগে তো দীনার আর দিরহাম বানানো হয় নি তাহলে সুন্নাহ মুদ্রা আসল কিভাবে? ধরুন কাউকে প্রশ্ন করা হল ভাই গাড়িতে চলাচলের সুন্নাত কোনটা তখন উত্তরে বলা হল রাসুল (সা) এর সময়ে গাড়িই ছিল না তাহলে সুন্নাত আসবে কিভাবে? আসলে সুন্নাহ বস্তুর সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকে না। অনেক সময় সম্পৃক্ত থাকে- বিষয়, কাজ, সময় ও বৈশিষ্টের সাথে।

রাসুল (সা ) এর সময় ৬টি বস্তু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এবং তাই এ ছটি বস্তুর অসম বন্টনকে তিনি সুদ বলেছেন। আবু সাইদ খুদরি (রা ) থেকে বর্ণিত ,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-‘সোনার বদলে সোনা ,রুপার বদলে রুপা ,গমের বদলে গম,যবের বদলে যব,খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ বিক্রি করো নগদ নগদ এবং সমান সমান। যে বেশি দিবে অথবা বেশি নিবে সেটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। দাতা -গ্রহীতা এক্ষেত্রে সমান অপরাধী। (মুসলিম : ১৫৮৪)

এই ৬ টি বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যে বৈশিষ্ট্য গুলো অন্য বস্তুতে পাওয়া গেলে সেটাও সুন্নাহ মুদ্রা হতে পারে , আর পাওয়া না গেলে তা সুন্নাহ মুদ্রা হবে না এমনকি অবস্থাভেদে তা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। দিনার ও দিরহাম সহ সাময়িক স্থায়িত্ব আছে এমন ভোগ্য পন্য মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা একে সুন্নাহ মুদ্রা বলতে পারি। আর কাগুজে মুদ্রাই ওই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না , অন্যদিকে তা প্রতারণা তাই কাগুজে মুদ্রা স্পষ্টই হারাম। আরো জানতে এই পোস্ট পড়তে পারেন। সুন্নাহ মুদ্রার বৈশিষ্ট্য ও বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে নোট -
https://www.facebook.com/E.Kaisar.Ahmed/posts/1308577312496271

## আবু বকর ইবন আবি মরিয়ম হতে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর নবী *(সাঃ )- কে বলতে শুনেছেন ,* মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই আসছে যখন দিনার *(স্বর্ণমুদ্রা )*

ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ব্যবহার করার মত বা উপকারী আর কিছুই থাকবে না।- (মুসনাদ, আহমদ)

সহায়ক ওয়েবসাইট-

● http://www.livepriceofgold.com/bangladesh-gold-price.html
● http://www.islamicmint.com/dinar-dirham.html
● http://www.e-nisab.com/misc
● http://musliminc.com/abdur-rahman-ibn-awf-the-richest-muslim-who-bought-his-way-to-jannah-4012

সহায়ক গ্রন্থ-

● আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া
● A Brief History of Money in Islam and Estimating the Value of Dirham and Dinar - M. Zarra Nazhad
● স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহাম- শাইখ ইমরান হোসেন
● আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনু আফফান রাযি- ড. যুবায়ের
মুহাম্মাদ
● উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি- ড. সাল্লাবী
● আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ
● ফাতাওয়া গ্রন্থ- ফাতাওয়ায়ে রাহমানি, নির্বাচিত ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়া, আপনার প্রশ্নের জওয়াব, ফাতাওয়ায়ে উসমানী

কাগুজে মুদ্রার প্রতারণা, ও বর্তমান দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা

সম্পর্কে আরো জানতে পড়তে পারেন-

কাগুজে মুদ্রা, স্বর্ণের পাহাড়, ডলারের ফাঁদ, সুদের ছিটা--- https://goo.gl/OsYEJB
কাওমে শুআইব (আঃ) এবং বর্তমান ফ্যাসাদময় বিশ্ব ও মুদ্রাস্ফীতি ---- https://bit.ly/2KoPgI7
সুন্নাহ মুদ্রার বৈশিষ্ট্য ও বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে নোট ---- https://bit.ly/2je7rDJ
ডলারের পতনঃ চীন ও রাশিয়া’র স্বর্ণ মজুদকরন ----- https://bit.ly/2r985XE